বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

www.msw.gov.bd

প্রথম অধ্যায়

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

www.msw.gov.bd

১. পটভূমি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের পিছিয়ে পড়া এবং সামাজিকভাবে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, কল্যাণ বিধান এবং ক্ষমতায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্ত্রণালয়। কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশকে পরিচিত করতে এই মন্ত্রণালয় বয়স্কভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তা প্রদান ইত্যাদিসহ অর্ধশতাধিক অর্থবহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সমাজে উপস্থিত হতদরিদ্র, বেকার, ভূমিহীন, ভবঘুরে, আশ্রয়হীন, দুঃস্থ নারী, অনাথ ও ঝুঁকিপূর্ণ শিশু, অসহায় প্রবীণ, দরিদ্র রোগী, শারীরিক-বুদ্ধি-সামাজিক প্রতিবন্ধী এবং অটিস্টিক নাগরিকদের লাগসই কল্যাণ ও উন্নয়ন বিধানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় গ্রাম-শহর উভয় এলাকায় নিবিড়ভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

মানবাধিকার, সামাজিক সুবিচার, সম্মিলিত দায়িত্ব এবং বৈচিত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সমুন্নত রেখে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের লক্ষভুক্ত ঝুঁকিপুর্ণ নাগরিকদের ন্যায্য ও প্রাপ্য সেবা প্রদানে সদা তৎপর রয়েছে। পশ্চাৎপদ ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করে জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। শুরুর দশকে মাত্র তিন/চারটি কর্মসূচি নিয়ে যাত্রা করা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় আজ অর্ধশতাধিক কার্যক্রম অত্যন্ত সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বিশেষ করে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনদরদী শেখ হাসিনার চার মেয়াদের শাসনামলে তাঁর মানবদরদী ও বিচক্ষণ দিক নির্দেশনায় দেশের এমন সকল সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সেবা কর্মসূচির আওতায় এসেছে যাদের কথা আগে কেউ চিন্তাই করেনি! তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ পিছিয়ে থাকা নাগরিক এই মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রাপ্য সেবা ও সুবিধা ভোগ করছে। প্রাকৃতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অথবা অন্য কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্থ, সুবিধা বঞ্চিত, পিছিয়ে পড়া এবং প্রতিবন্ধী নাগরিকদের জন্যে বিশেষ সেবা ব্যবস্থার আয়োজন করা রাষ্ট্রের অন্যতম পবিত্র সাংবিধানিক দায়িত্ব।

১২তম অটিজম দিবসে পুরস্কারপ্রাপ্তদের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বাংলাদেশের সংবিধান, প্রচলিত আইন, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০২১, জাতিসংঘ ঘোষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদসহ বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। এছাড়াও এই মন্ত্রণালয় সমাজকল্যাণ বা প্রতিবন্ধিতা সংক্রান্ত যাবতীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ে প্রজাতন্ত্রের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন এবং সমাজকল্যাণ বিষয়ক বিভিন্ন আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়ন ও পরিপালনের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

ব্রিটিশ আমলে ১৯৪৩ সালে কিছু এতিমখানা স্থাপনের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ অঞ্চলে সরকারী সমাজসেবামূলক কাজের গোড়াপত্তন হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর বর্তমানের বাংলাদেশে উদ্ভূত জটিল শরণার্থী সঙ্কট, দেশের অভ্যন্তরে হঠাৎ উপস্থিত বহুমাত্রিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমস্যা এবং তা নিরসনে দরকারি অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করা জরুরী হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায়, তৎকালীন সরকারের আমন্ত্রণে ১৯৫১ সালে আগত জাতিসংঘের একটি বিশেষ কমিটির দুই বছর মেয়াদী জরিপ ও গবেষণা ফলাফলের আলোকে দেয়া পরামর্শের ভিত্তিতে ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্টতায় সরকার ঢাকাতে শুরু করে সমাজকর্ম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। পেশাগতভাবে প্রশিক্ষিত সমাজকর্মীদেরকে নিয়োজিত করে ১৯৫৫ সালে ঢাকার কায়েতটুলিতে পরীক্ষামূলকভাবে শহর সমাজ উন্নয়ন [বর্তমান শহর সমাজসেবা] প্রকল্প চালু করা হয়। দেশে উপস্থিত সামাজিক চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় সরকারের পাশাপাশি সমাজকল্যাণ কর্মসূচিতে স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগসমূহ উৎসাহিত, পুষ্ট ও সক্রিয় করার লক্ষ্যে একটি সরকারী রেজল্যুশনের মাধ্যমে ১৯৫৬ সালে গঠিত হয় জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ। একইভাবে, ১৯৫৮ সালে চিকিৎসা সমাজকর্ম, ১৯৬১ সালে সংশোধনমূলক কার্যক্রম এবং প্রতিবন্ধী কল্যাণ কার্যক্রম, ১৯৬৯ সালে স্কুল সমাজকর্ম [১৯৮৩ সালে বিলুপ্ত] চালু করা হয়।

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মকান্ডগুলো একটি নিয়মনীতির আওতায় নিয়ে আসার জন্য ১৯৬১ সালে প্রণয়ন করা হয় 'স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রন) অধ্যাদেশ'। এরপর ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে স্থানান্তরিত ভবঘুরে কল্যাণ কেন্দ্র, শিক্ষা পরিদপ্তর হতে হস্তান্তরিত সরকারি এতিমখানা এবং সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে হস্তান্তরিত হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্তির মাধ্যমে কাঠামোগতভাবে ১৯৬১ সালে স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। ১৯৭২ সালে স্বাধীন দেশের উপযোগী করে শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নামে এই মন্ত্রণালয় কার্যক্রম শুরু করে। পাশাপাশি, ১৯৭৩ সালে নতুন এক রেজল্যুশনের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ' পুনর্গঠন করা হয়। স্বাধীনতাত্তোর কালে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা কার্যকরিভাবে মোকাবেলা এবং সমাজকল্যাণ পরিদপ্তরের কার্যক্রম দেশব্যাপী সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী নির্দেশনায় ১৯৭৪ সালে শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর সমাজকল্যাণ বিভাগ হিসেবে উন্নীত করা হয়। এ বছরেই হাতে নেয়া হয় যুগান্তকরি 'পল্লী সমাজসেবা র্কাযক্রম' যেখানে সর্বপ্রথম চালু করা হয় দেশের 'ক্ষুদ্র ঋণ' প্রকল্প। ১৯৭৮ সালে সমাজকল্যণ মন্ত্রণালয় সরকারের একটি স্থায়ী জাতিগঠণমূলক বিভাগ হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। ১৯৮৪ সালে সরকারের বিভাগ পুনর্গঠন সম্পর্কিত প্রশাসনিক কমিটির সুপারিশক্রমে সমাজকল্যাণ বিভাগকে সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'সমাজসেবা অধিদফতর' নামকরণ করা হয়।

১৯৮৪ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্র প্রধান শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান এর অর্থায়নে গঠিত শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ), বাংলাদেশ সরকার ও আবুধাবী ফান্ড ফর আরব ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট এর মধ্যে একটি সম্মত কার্যবিবরণীর ভিত্তিতে গঠিত হয় যা পরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। দেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য দ্য সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৬০ এর আওতায় ১৯৯৯ সালে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন নিবন্ধিত হয় এবং এর সংঘ স্মারক ও গঠনতন্ত্র প্রণীত হয়। ২০০০ সালে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত সংস্থা হিসেবে ন্যস্ত করা হয়। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে একটি পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তরে রুপান্তর করার জন্য ইতোমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, দেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ, উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সরকার ১৯৯০ সালে শারীরিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করে। পরবর্তিতে এই ট্রাস্টের কাছে মৈত্রী শিল্প কারখানা হস্তান্তর করা হয়। নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩ প্রণয়ন করে এর আওতায় ২০১৪ সালে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হয়। এছাড়াও এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩, বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল এ্যাক্ট ২০১৮ ও প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৯ এবং এতদসংশ্লিষ্ট দুইটি বিধিমালা প্রণয়ন উল্লেখযোগ্য ।

সমাজসেবা অধিদফতর, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট এবং নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট এর মাধ্যমে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সমস্যাগ্রস্থ প্রবীণ ব্যক্তি, অভিভাবকহীন ও দুঃস্থ শিশু, অসহায় দরিদ্র রোগী, আইনের সাথে সাংঘর্ষিক ব্যক্তি, সামাজিক অনাচার ও পাচারের শিকার শিশু ও নারী, প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক ব্যক্তিদের সামাজিক সুরক্ষা, নিরাপত্তা এবং লাগসই সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে। একই সাথে, স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা, পেশাজীবী এবং স্বেচ্ছাসেবী সমাজকর্মীদের সামর্থ্য ও সক্ষমতা

বৃদ্ধি করে দেশের জন সাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত এই বার্ষিক প্রতিবেদনে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। দেশের নাগরিকগণ এই প্রতিবেদন থেকে মন্ত্রণালয়ের কাজের অর্জন, সাফল্য ও চ্যালেঞ্জগুলো অবলোকন করতে পারবেন এবং কাজের মান ও পরিধি বৃদ্ধির জন্য উপযোগী সুপারিশ প্রদান করতে সক্ষম হবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি। বাংলাদেশের সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক উন্নয়নে সদা তৎপর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশবাসীর কাছে তার প্রতিটি কর্মসূচির মূল্যায়ন এবং অর্থবহ সুপারিশ প্রত্যাশা করছে। নাগরিক অধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের নিরিখে এবং কাউকে পেছনে ফেলে না রেখে আসুন এই অনিন্দ্য সুন্দর বাংলাদেশে আমরা সকলে মিলে মিশে স্বস্তি আর শান্তিতে বসবাস করি।

নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টকে অনুদানের চেক প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

১.১ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

১.১.১ রূপকল্প (Vision)

উন্নত জীবন এবং যত্নশীল সমাজ।

১.১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

সামাজিক সুরক্ষা প্রদান, ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র, অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নতি সাধন।

২. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওপর অর্পিত দায়িত্বাবলী

কার্যতালিকা (Allocation of Business)

[১][৩৭] সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

১. সমাজকল্যাণ সম্পর্কিত জাতীয় নীতি;
২. সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক উন্নয়ন সুনির্দিষ্ট প্রচেষ্টা/জোর দেয়া;
৩. জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ;
৪. শিশু কল্যাণ এবং সমাজকল্যাণ সম্পর্কিত বিষয়ে অপরাপর মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সাথে সমন্বয়;
[২]৪ (ক) বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা;
৫. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সনের XL VI নং অধ্যাদেশ) এবং শিশু আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের XXXIX নং আইন) এর প্রশাসন;
৬. সমাজসেবা অধিদপ্তর সম্পর্কিত বিষয়াদী;
৭. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহকে অনুদান;
৮. ভবঘুরে আইন ও ভবঘুরে এবং দুঃস্থ পরিবার, দরিদ্র পরিবার এবং এতিম'এর প্রশাসন;
৯. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন;
১০. ভিক্ষাবৃত্তি, ভবঘুরে, কিশোর অপরাধী এবং আফটার কেয়ার কার্যক্রম;
১১. কারামুক্ত কয়েদীদের প্রবেশন, প্যারোল এবং আফটার কেয়ার;
১২. সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত সকল ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ (dealing) ও চুক্তি (agreements);
১৩. United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কল্যাণ কার্যে সংশিষ্ট অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা/ বৈদেশিক সংস্থা;
১৪. আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে লিয়াজোঁ এবং এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত বিষয়ে সন্ধি (treaties) এবং অন্যান্য দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে চুক্তি (agreements);
১৫. এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত যে কোন বিষয়ে তদন্ত ও পরিসংখ্যান;
১৬. এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত বিষয়ের সাথে সংশিষ্ট সকল আইন;
১৭. আদালতে গৃহীত ফিস ব্যতীত এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত যে কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত ফিস।

৩.১ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

৩.১.১ মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. সুবিধাবঞ্চিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা জোরদারকরণ
২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমন্বিত ও সম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ
৩. সামাজিক ন্যায় বিচার ও পুনঃএকত্রীকরণ (Reintegration)
৪. আর্থসামাজিক উন্নয়নে সামাজিক সাম্য (Equity) নিশ্চিতকরণ

৩.২ কার্যাবলি (Functions)

১. সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
২. সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সকল প্রকার দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়ন;
৩. টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও সমন্বিত সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিবন্ধন ও সহায়তা প্রদান;
৪. সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সুরক্ষার জন্য প্রতিপালন, শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন;

নোট:
[১]এসআরও. নং-২৩১-আইন/২০০৮সিডি-৪/৫/২০০৮-বিধি, তারিখ ২৪/০৭/২০০৮ দ্বারা সংশোধিত
[২]এসআরও. নং-১৬২-আইন/২০১০-০৪.৪২৩.০২২.০২.০১.০০৫.২০১০, তারিখ ০৭/০৬/২০১০ দ্বারা সংশোধিত

৫. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমন্বিত ও সম উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন;

৬. ভবঘুরে, আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু বা আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশু ও সামাজিক অপরাধ প্রবণ ব্যক্তিদের উন্নয়ন, আবেক্ষণ (প্রবেশন) এবং অন্যান্য আফটার কেয়ার সার্ভিস বাস্তবায়ন।

২৭ তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসে ২০১৮-এ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী
প্রতিবন্ধী শিশুদের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৪. অধীন দপ্তর/সংস্থা

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এর অধীন নিম্মোক্ত ৬টি সংস্থার মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে।

১. সমাজসেবা অধিদফতর
২. জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
৩. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ
৪. শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ান ট্রাস্ট
৫. শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট
৬. নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট

৫. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জন (২০১৮-১৯)

৫.১ কর্মকর্তা/কর্মচারী সংক্রান্ত তথ্য (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার নাম	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বৎসরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ
১	২	৩	৪	৫
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	১১৩ টি	৮৩ টি	৩০ টি	-
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	১২৫৭২ টি	১১০৬৯ টি	১৫০৩ টি	৪২৪১ টি
মোট	১২৬৮৫ টি	১১১৫২ টি	১৫৩৩ টি	৪২৪১ টি

৫.২ শূন্য পদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/ তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
-	-	১১৯ টি	৩২৫ টি	৯৭৩ টি	১১৭ টি	১৫৩৪ টি

৫.৩ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪২ জন	১৬৭ জন	২০৯ জন	১৩০ জন	৭৮৭ জন	৯১৭ জন	

৫.৪ ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ স্পেশাল এ্যাসিসটেন্ট	সিনিয়র সচিব/ সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন	১১ দিন	১২ দিন	-	-
ভ্রমণ/পরিদর্শন	২৭ দিন	-	৪৬	-
মোট	-	-	-	-

৫.৫ ভ্রমণ/পরিদর্শন (বিদেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)*	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ স্পেশাল এ্যাসিসটেন্ট	সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
ভ্রমণ/পরিদর্শন	১০ দিন	১৭ দিন	১৬ দিন	-

৫.৬ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

(টাকার অংক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
০১.	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	২	.০০৫৩	২	-	০.৫১	২	.০০৫৩
	সমাজসেবা অধিদফতর	৯১৮	৩৬.৯১	১৩৩	১৫৩	০.৫১	৭৬৫	৪৭.২৫
	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ	৩৮	২৯.৮৬	৩৮	১৭	২৬.০২	২১	৩.৮৪
	জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	১৫	২৯.৭৬	২	২	.১১	১৩	২৯.৬৫
	সর্বমোট =	৯৭৩	৯৬.৫৩	১৭৫	১৭২	২৬.৬৪	৮০১	৮০.৭৪

৫.৭ শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে (২০১৮-১৯) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরীচ্যুত/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
৬০ টি	০৩ টি	১১ টি	৩৩ টি	৪৭ টি	১৩ টি

৫.৮ সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
১ টি	২৮ টি	--	২৯ টি	--

৫.৯ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
৯৭ টি	৮৭১৩ জন

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

৫.১০ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৮-১৯) কোন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনা

মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব/উপসচিব/উপপ্রধান/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান/ হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা/ উপপরিচালক/সমাজসেবা অফিসার, সমাজসেবা অধিদপ্তর/ দ্বিতীয় শ্রেণির প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ব্যক্তিগত কর্মকর্তা/ ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির সকল কর্মচারীদের ৬০ ঘন্টা ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে আলোচনা, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯: জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ(সুরক্ষা) আইন, ২০১১ এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ(সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৭ সম্পর্কে অবহিতকরণ, নোট লিখন ও নথি উপস্থাপন, গার্ড ফাইল, ই-নথি ব্যবস্থাপনা, ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা, পত্র জারি, পত্র গ্রহণ, নথি প্রেরণ, নথি গ্রহণ , নথি চলাচল সম্পর্কে দায়িত্ব, ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের পোশাক-পরিচ্ছদ বিষয়ক নির্দেশনা, অফিস সহায়কগণের দায়িত্ব ও দায় দায়িত্ব পালনের সীমা, দায়িত্বশীলতা, দায়িত্বে অবহেলা সম্পর্কে আলোচনা, Self Drawing কর্মকর্তাদের (১ম ও ২য় শ্রেণি) জন্য অনলাইনে বেতন বিল দাখিলের উপর প্রশিক্ষণ, ই-নথি ব্যবস্থাপনার উপর আলোচনা ও প্রশিক্ষণ, ক্রয়, বেতন নির্ধারণ, ভ্রমণভাতা বিল, ই-মেইল ব্যবস্থাপনা ও ওয়েব পোর্টাল তথ্য ব্যবস্থাপনা, Grievance Redress System and National Intergrity Strategy, Citizen Charter and Innovation in service Delivery. Rules of Business and Allocation of Business ইত্যাদি ।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সকল ইউনিট সমাজসেবা কার্যালয়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ও ই-ফাইলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যাতে ১ হাজার ২৫১ জন কর্মকর্তা ও ৯ হাজার ৭৪৭ জন কর্মচারি অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন পর্যায়ে মোট ১২ দিন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৫.১১ প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমন-কারী কর্মকর্তার সংখ্যা : ৩২ জন।

৫.১২ সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২
২৬ টি	১১৬৩ জন

৫.১৩ তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না?	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না?	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না?	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারি
১	২	৩	৪	৫	৬
৩৩১ টি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	১৭৪২ জন	৫১৬৪ জন

৫.১৪ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কট

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন হয়ে থাকলে তার তালিকা

- বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন-২০১৯ বিলটি গত ২৯-০৪-২০১৯খ্রি. তারিখ মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে।
- বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের ১৩২ নিই ইস্কাটনস্থ নিজস্ব বহুতল বিশিষ্ট সমাজকল্যাণ পরিষদ ভবন গত ৩০-০৪-২০১৯ খ্রি. তারিখ একনেক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
- দি প্রবেশন অব অফেন্ডার্স আইন ২০১৮ খ্রিঃ মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের আইন শাখায় পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
- কারাগারে আটক সাজা প্রাপ্ত নারীদের বিশেষ সুবিধা আইন-২০০৬ এর বিধিমালা, ২০১৮ ভেটিংয়ের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

৫.১৫ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ৪০ লক্ষ জনকে বয়স্ক ভাতা, ১৪ লক্ষ জনকে বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, ১০ লক্ষ জনকে অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, ৯০ হাজার প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি এবং ৮৬০০০ জনকে বেসরকারি এতিমখানার নিবাসীদের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান, শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি ও ক্যান্সার, কিডনি ও লিভার সিরোসিস রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচীতে অর্থ প্রদান করা হয়েছে।
- ১৭ জুলাই ২০১৮ ইং তারিখ, গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক (এ২চ) পদ্ধতিতে ভাতা প্রদান কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রাথমিকভাবে চার জেলার (গোপালগঞ্জ, নরসিংদী, কিশোরগঞ্জ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) এগারো উপজেলায় ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৮৮ জন বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা এবং অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ভাতার ভাতাভোগীর মাঝে ইলেক্ট্রনিক উপায়ে ভাতার অর্থ বিতরণ শুরু হয়। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১ লক্ষ ৬৯ হাজার জনকে ইলেক্ট্রনিক (G2P) পদ্ধতিতে ভাতা প্রদান করা হয়। সকল ভাতাভোগীকে ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে ১০ লক্ষ ভাতাভোগীর যাচাই বাছাই ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতাধীন ভাতার অর্থ ইলেকট্রনিক (G2P) উপায়ে বিতরণ কার্যক্রম ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে উদ্বোধন করেন

- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে ২ এপ্রিল ২০১৯-তারিখ ১২ তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস, ৩ ডিসেম্বর ২০১৮-এ ২৭তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২০ তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস এবং ০২ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে সমাজসেবা দিবস আড়ম্বরপূর্ণ ও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয় ।

১২তম বিশ্ব অটিজম সচেতন দিবস ২০১৯-এ পুরস্কার প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

- এছাড়াও ১ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ও ১৫ই অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে বিশ্ব সাদা ছড়ি নিরাপত্তা দিবস পালন করা হয়।

পদোন্নতি :

- সমাজসেবা অধিদফতরের সহকারী পরিচালক হতে উপপরিচালক পদে ১৯ জনকে পদোন্নতি প্রদান ;
- সমাজসেবা অফিসার/সমমান পদ হতে ১৬ জনকে সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতি ;
- ২য় শ্রেণী হতে ৭ জনকে সমাজসেবা অফিসার/সমমান ১ম শ্রেণীতে পদোন্নতি প্রদান ;
- ৩য় শ্রেণী হতে ১৬৭ জনকে পদোন্নতি প্রদান।

চিকিৎসা ও প্রবেশন :

- ❒ হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮,২৫,৩১০ জন গরীব ও দুঃস্থ রোগীকে ঔষধ, রক্ত, খাদ্য, বস্ত্র, চশমা, হুইল চেয়ার, কৃত্রিম অঙ্গ ও সামাজিক/অন্যান্য ভাবে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- ❒ প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার কার্যক্রমের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রবেশনে মুক্তি/জামিন-৫৪৩ জন এবং আফটার কেয়ার সার্ভিসের আওতায় উপকৃতের সংখ্যা ২,৬৫১ জন।

অন্যান্য কার্যক্রম :

- ❒ ১৫ আগষ্ট ২০১৮ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৩ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০১৮ যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয়েছে।
- ❒ সমাজসেবা অধিদফতরাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিবাসিদের এইচ.এস. সি/২০১৮ পরীক্ষার ফলাফল সংগ্রহপূর্বক একীভূত আকারে প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হয়েছে।
- ❒ পবিত্র ঈদ-উল আযহা, ২০১৮ যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন ও সকল আবাসিক প্রতিষ্ঠানে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়েছে।
- ❒ মহান বিজয় দিবস ২০১৮ উদযাপন উপলক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতরাধীন সকল আবাসিক প্রতিষ্ঠানে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়েছে।
- ❒ সমাজসেবা অধিদফতরাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিবাসিদের পি.ই.সি/২০১৮ এবং জে.এস.সি/২০১৮ পরীক্ষার ফলাফল সংগ্রহপূর্বক একীভূত আকারে প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হয়েছে। খাবার পরিবেশন করা হয়েছে।
- ❒ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA)'র লক্ষ অর্জন অগ্রগতি পর্যালোচনা করেও অর্জনযোগ্য ক্ষেত্র চিহ্নিত করে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA)'র লক্ষ অর্জনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- ❒ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৮-২০১৯ এর সূচক অনুযায়ী শিশু অধিকার সচেতনতা কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ অর্জনের জন্য শিশু (সংশোধন) আইন,২০১৮ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- ❒ প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার কার্যক্রমের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রবেশনে মুক্তি/জামিন-৪০৫ জন এবং আফটার কেয়ার সার্ভিসের আওতায় উপকৃতের সংখ্যা- ২১২৫ জন।
- ❒ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের ৬৪ জেলার ৮৫ টি সরকারি শিশু পরিবারের প্রতিটিতে প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য ১০ টি করে আসন সংরক্ষন করা হয়েছে।
- ❒ "বাংলা নববর্ষ"-১৪২৬ ও "ঈদুল ফিতর"-২০১৯ উপলক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা কার্ডের জন্য ৫৬ জন অটিস্টিক ও অন্যান্য প্রতিবন্ধী শিশু শিল্পীর আঁকা ৫৯টি ছবি (শিল্পীর জীবন বৃত্তান্ত ও দুই কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবিসহ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।
- ❒ সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত আবাসিক প্রতিষ্ঠনসমূহের নিবাসিদের মাথাপিছু মাসিক খোরাকী ভাতা ২৬০০/- (দুই হাজার ছয়শত) টাকা থেকে ৩৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত) টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
- ❒ পবিত্র ঈদ-উল ফিতর /২০১৯ যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে জেলাধীন সকল প্রতিষ্ঠানে উদযাপন ও সকল আবাসিক প্রতিষ্ঠানে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়েছে।
- ❒ আল-নাহিয়ান শিশু পরিবারের নিবাসীদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

৫.১৬ তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং ই-সেবা বিষয়ক :

- ❒ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য ভান্ডার (Disability Information System) : ডাক্তার কর্তৃক শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের তথ্যসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং সংরক্ষিত তথ্যের আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে Disability Information System শিরোনামে একটি অনলাইন অ্যাপিকেশন সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে।
- ❒ Management Information System (MIS) : সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন ভাতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহজতর করার লক্ষ্যে ওয়েববেজ্ড Management Information System (MIS) তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

- E-Payment : সরকারের ই-পেমেন্ট সার্ভিস পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এটুআই এর সহযোগিতায় ৪টি জেলার ১১টি উপজেলার ই-পেমেন্টের মাধ্যমে ভাতা প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। ১৬টি জেলার ১৪২টি ইউনিটে ই-পেমেন্টের মাধ্যমে ভাতা প্রদান করা হবে।
- ই-ফাইলিং (নথি) সিস্টেম: পেপারলেস অফিস এখন আর স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে আরেক মাইলফলক ই-ফাইলিং। বর্তমান সমাজসেবা অধিদফতরের সদর কার্যালয়সহ সকল জেলায় ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে দাফতরিক কাজ সম্পন্ন হচ্ছে । সকল উপজেলা ও অন্যান্য অফিসসমূহ ই-ফাইলিং নেটওয়ার্কের আওতায় আনার কাজ চলমান রয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদফতরের ওয়েবসাইট: ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল ফ্রেম ওয়ার্কের আঙ্গিকে সমাজসেবা অধিদফতরের নিজস্ব ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। ওয়েবসাইট এ সমাজসেবা অধিদফতরের কর্মকান্ডের সামগ্রিক উপস্থাপনা রয়েছে। যে কোনো ব্যক্তি অনলাইনে উক্ত ওয়েব এড্রেস এ গিয়ে হালনাগাদ তথ্যসহ প্রয়োজনীয় উপাত্ত দেখতে পাবেন।
- অনলাইনে নিবন্ধন ও সীট বুকিং: সমাজসেবা অধিদফতরের অধীনে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণের নিবন্ধন এখন অনলাইনে সম্পাদিত হয়। এছাড়া জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির আবাসিক হোস্টেল এর সীট বুকিং ও বরাদ্দও এখন অনলাইনে করা হচ্ছে।
- নিজস্ব ডোমেইন বেজড ওয়েব মেইল: সরকারি কাজে দ্রুত ও নিরাপদ ভাবে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য সমাজসেবা অধিদফতরাধীন সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং কার্যালয় ভিত্তিক ডাটা এন্ট্রি অপারেটরদের জন্য নিজস্ব ডোমেইন বেজড ওয়েব মেইল ব্যবহার করা হচ্ছে।

৫.১৭ কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন, সচেতনতা তৈরি, প্রচার ও প্রকাশনা

- সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক প্রতিষ্ঠান সমূহে প্রতি সপ্তাহে নিবাসী দিবস পালন করা হচ্ছে। এছাড়া অভিভাবক এবং নিবাসীদের মধ্যে স্কাইপে ভিডিও কনফারেন্স করা হচ্ছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত দিক নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য ৯ টি টিভিসি (প্রতিটি ১ মিনিট) যথা- সামাজিক নিরাপত্তা, প্রতিবন্ধিতা/অটিজম কার্যক্রম, হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ সংক্রান্ত টিভিসি প্রস্তুতপূর্বক ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার করা হয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদফতরের মূল ভবনে সরকারি সেবা সম্বলিত টিভিসি, জিঙ্গেল, তথ্য, ডকুমেন্টারী ডিজিটাল ডিসপ্লে মনিটরে প্রদর্শন পূর্বক প্রচারণা।
- সমাজসেবা অধিদফতরের সদর দফতর ও অন্যান্য কার্যালয়ে সরকারি সেবা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ১৮ টি স্টিকার বিল বোর্ড স্থাপন।
- ইউটিউবে সমাজসেবা অধিদফতরের সরকারি সেবা কার্যক্রমের ভিডিও আপলোড।
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী জনপ্রশাসন কাজের গতিশীলতা, উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতরের Innovation Team গঠন করা হয়েছে।
- জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০১৮ উপলক্ষে 'ই অভিযাত্রায় সমাজসেবা' শীর্ষক ডকুমেন্টারী তৈরি।
- এছাড়াও, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় টিভি স্ক্রুলসহ টেলিভিশন, বেতারে প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে অবহিতকরণ করা হচ্ছে।

৫.১৮ মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য সাধন সংক্রান্ত

২০১৮-১৯ অর্থবছরের কার্যাবলির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের আরব্ধ উদ্দেশ্যাবলি সন্তোষজনকভাবে সাধিত হয়েছে কি ? হ্যাঁ,

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমের আওতায় বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম ও দগ্ধ প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম, আর্থ সামাজিক উন্নয়নে সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমন হিজড়া, দলিত, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম, শিশু, প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ন-কল্যাণমূলক কার্যক্রম, দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদানে জন্য হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধন কার্যক্রম, প্রবেশন কার্যক্রম ও উন্নয়ন প্রকল্পসহ অন্যান্য কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও সিনিয়র সচিব কর্তৃক মৈত্রী শিল্পের উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন ও মেধাবী প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান

৫.১৯ মন্ত্রণালয়ের আরদ্ধ উদ্দেশ্যাবলি আরও দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে সাধন করার লক্ষ্যে যে সব ব্যবস্থা/পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ :

১. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধি;

২. ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ওয়েব সাইট, ই-টেন্ডারিং, ই-ফাইলিং ও ইউনিকোড ব্যবহার সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি;

৫.২০ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বয়স্ক ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, বিধবা ও স্বামী-পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি, সরকারি শিশু পরিবার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদানসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ সকল কর্মসূচির মাধ্যমে ৪,৫৭,৮১১.৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ৬৮,২২,৬১২ জন; ৪,০৩১টি প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ সকল কর্মসূচির মাধ্যমে ৩,৯৬,৩০৯.৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ৫৯,৭৭,৭০৬ জন; ৩,৯৯২টি প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়। ২০১৮-১৯ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর তথ্যচিত্র নিচে দেখানো হলো :

ক্রমিক নং	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৮-১৯)		পূর্ববর্তী বছর (২০১৭-১৮)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশেষ (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬
১	বয়স্কভাতা	৪০,০০,০০০ জন	২,৪০,০০০,০০	৩৫,০০,০০০	২,১০,০০০
২	বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা	১৪,০০,০০০ জন	৮৪,০০০	১২,৬৫,০০০	৭৫,৯০০
৩	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা	১০,০০,০০০ জন	৮৪,০০০	৮,২৫,০০০	৬৯,৩০০
৪	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি	৯০,০০০ জন	৮,০৩৭	৮০,০০০ জন	৫,৪৫০
৫	সরকারি শিশু পরিবার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	১৭,৬০৫ জন ১৯৩ টি প্রতিষ্ঠান	৫,৩৮,০৪৪	১৭,২৪৫ জন ১৫৬ টি প্রতিষ্ঠান	৫৩৮০.৪৪
৬	বেসরকারি এতিমখানার নিবাসীদের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট	৮৭,৫০০ জন ৩,৮৩৮ টি প্রতিষ্ঠান	১০,৫০০	৮৬,৪০০ জন ৩৮৩৬ টি প্রতিষ্ঠান	১০,৩৬৮
৭	এসিডদগ্ধ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম	২,৫০০ জন	১৫০	২,৫০০ টি পরিবার	১৫০
৮	ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান	২,৭১০ জন	৩০০	২,৭১০ জন	৩০০
৯	চাইল্ড সেনসেটিভ স্যোসাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ প্রকল্প	৯৫,৪৭৪ জন	৯৭০.৮৯	৫৮,৭১৫ জন	৩০০
১০	শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র	৩,৫০১ জন	১,৭৮০	৩,৩৬১ জন	১,৮২৬
১১	হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি	৭,৬৫০ জন	১,১৪০	৭,৬৫০ জন	১,১৩৫
১২	বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি	৩৭,৯৩২ জন	৫,০০৩	৬৪,০০০জন	২,৭০০
১৩	চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি	৪০,০০০ জন	২,০০০	৩০,০০০ জন	১৫০০.০০
১৪	ক্যান্সার, কিডনি ও লিভার সিরোসিস রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি	১৫,০০০ জন	৭,৫০০	১০,০০০ জন	৫০০০
১৫	কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট কার্যক্রম	২৯০ জন	৩,০০০		২,০০০
১৬	ক্যানসার, কিডনি ও লিভার সিরোসিস রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি	২২,৪৫০ জন	৪,০৫০	২৫,১২৫ জন	৫,০০০
	মোট ১৬ (ষোল) টি কর্মসূচি	৬৮,২২,৬১২ জন ৪০৩১ প্রতিষ্ঠান	৪,৫৭,৮১১,৩৩ লক্ষ টাকা	৫৯,৭৭,৭০৬ জন ৩৯৯২ টি প্রতিষ্ঠান	৩,৯৬,৩০৯,৪৪ লক্ষ টাকা

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমাজসেবা অধিদফতর

সমাজসেবা অধিদফতর

www.dss.gov.bd

১.০ পটভূমি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন অধিদফতরের মধ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতর অন্যতম। সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমস্যা প্রতিরোধ ও নিরাময়মূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিদের উন্নয়ন ও কল্যাণ এ অধিদফতরের মূল লক্ষ্য। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশী লোক সমাজের সুবিধা বঞ্চিত ও পিঁছিয়ে পড়া শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে সমস্যাগ্রস্ত, অনগ্রসর, অসহায়, দুঃস্থ, বয়স্ক, বিপন্ন শিশু, এতিম, ভবঘুরে, প্রতিবন্ধী ও অটিজমে আক্রান্ত ব্যক্তি, দুঃস্থ রোগী, কিশোর অপরাধী, সামাজিক প্রতিবন্ধী ছাড়াও বিপুল সংখ্যক ভূমিহীন, বেকার এবং দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী ব্যক্তি রয়েছে। সমাজসেবা অধিদফতর পশ্চাৎপদ পিছিয়ে পড়া এ বিপুল জনগোষ্ঠীর কল্যাণ, উন্নয়ন ও অধিকার সুরক্ষা, আধুনিক সেবা প্রদান, দারিদ্র নিরসন ও সামাজিক নিরাপত্তা বলয়াধীন বিভিন্নমুখী কার্যক্রম/কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

১৯৪৭ সালে তৎকালীন প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় উদ্ভুত বস্তি সমস্যাসহ বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিরসনে জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শক্রমে Urban Community Development Board, Dhaka এর নিয়ন্ত্রণে ১৯৫৫ সালে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৪৩ সালের বঙ্গীয় ভবঘুরে আইনের আওতায় ভবঘুরে কেন্দ্র (সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র) এবং ১৯৪৪ সালের এতিম ও বিধবা সদন আইনের আওতায় রাষ্ট্রীয় এতিমখানা (সরকারি শিশু পরিবার) এর কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণপূর্বক ১৯৬১ সালে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর সৃষ্টি হয়। বর্তমানে ১৯৪৩ সালের বঙ্গীয় ভবঘুরে আইন পরিবর্তিত হয়ে ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১ চালু হয়েছে। সমাজ বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় কার্যক্রমের পরিধি ও পরিসর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়া এবং ত্রাণ মন্ত্রনালয় হতে স্থানান্তরিত ভবঘুরে কল্যাণ কেন্দ্র, শিক্ষা পরিদপ্তর হতে হস্তান্তরিত সরকারি এতিমখানা এবং সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে হস্তান্তরিত হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্তির জন্য ১৯৭৪ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর সরকারের জাতি গঠনমূলক বিভাগে উন্নীত হয়। পরবর্তীতে কার্যক্রম সুচারুভাবে পরিচালনার নিমিত্তে সরকারের বিভাগ পুনর্গঠন সম্পর্কিত প্রশাসনিক কমিটির সুপারিশক্রমে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অধীন সমাজকল্যাণ বিভাগ সৃষ্টি এবং ০৯ নভেম্বর ১৯৮৯ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় একক নামে একটি সম্পূর্ণ পৃথক মন্ত্রণা-লয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ এবং ২১ ডিসেম্বর ১৯৮৯ তারিখে মন্ত্রণালয়ের কার্যতালিকা নির্ধারণ।

বাংলা ইশারা ভাষা দিবসের আলোচনা সভায় মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, ও সিনিয়র সচিবসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

জাতির পিতার ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলাদেশ গঠনে এ অধিদফতর দেশের দুঃস্থ, বিপন্ন ও অসহায় জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা এবং শিশু কল্যাণ ও উন্নয়ন সাধনের জন্য নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সমাজসেবা অধিদফতরের কার্যক্রম দেশের তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত। সমাজের অনগ্রসর অংশকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে এ অধিদফতর পথিকৃৎ এর ভূমিকা পালন করছে। অধিদফতরের সদর কার্যালয়, জেলা ও উপজেলা কার্যালয়সহ মোট ১০৩২টি কার্যালয় ইউনিট রয়েছে। বর্তমানে সমাজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমে ৫২টি নানাবিধ বৈচিত্রময় কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সমাজসেবা অধিদফতর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়াধীন এটুআই প্রকল্পের সহায়তায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে সমাজসেবা অধিদফতরের ওয়েব সাইটটি ওয়েব পোর্টালে রূপান্তর, অফিস অটোমেশন, ডিজিটাল ভাতা ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা, সমাজসেবা ফেইস বুক পেইজ অন্যতম। তাছাড়া ICT ল্যাব এর মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের ICT প্রশিক্ষণ, ডোমেইনভুক্ত ই-মেইল ব্যবহার, Innovation Team গঠন, তথ্য আইন, ২০০৯ আর আলোকে অধিদফতরের সকল ইউনিটে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগপূর্বক অবাধ তথ্যপ্রবাহ সৃষ্টি ও প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচির আওতায় Disability Information System (DIS) Software এবং ভাতা ভোগীদের G2P পদ্ধতিতে ভাতা প্রদানের জন্য Mangagement Information System(MIS) Software তৈরিপূর্বক এ অধিদফতর ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ৯৯তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবসে সমাজসেবা অধিদফতর প্রাঙ্গনে
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, সিনিয়র সচিবসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

২.০ সমাজসেবা অধিদফতরের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

রূপকল্প (Vision)

সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন।

অভিলক্ষ্য (Mission)

উপযুক্ত ও আয়ত্বাধীন সম্পদের ব্যবহার করে প্রাসঙ্গিক অংশীদারগণের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সুসংহত ও বিকাশমান সামাজিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জীবনমান সমন্বিত উন্নয়ন এবং সামাজিক মঙ্গল সাধন।

৩.০ সাংগঠনিক কাঠামো

বর্তমানে সমাজসেবা অধিদফতরের সাংগঠনিক কাঠামো অধিদফতরের সদর কার্যালয়, ৮টি বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়সহ ৬৪টি জেলা সমাজসেবা কার্যালয় ও তেজগাঁও সার্কেলসহ দেশের সকল উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় এবং সকল প্রাতিষ্ঠানিক কার্যালয়ে সুবিন্যস্থ। সমাজসেবা অধিদফতরের নির্বাহী প্রধান হচ্ছেন মহাপরিচালক এবং তাঁর অধীনে সদর কার্যালয়ে ৪ জন পরিচালক ও ৮টি বিভাগীয় সমাজসেবা কাযালয়ে পরিচালক ৮ জন, ০৯ জন অতিরিক্ত পরিচালক বা সমমানের কর্মকর্তা, ৯৫ জন উপপরিচালক বা সমমানের কর্মকর্তা, ১২১ জন সহকারী পরিচালক বা সমমানের কর্মকর্তা ও ১১৭২ জন সমাজসেবা অফিসার বা সমমানের কর্মকর্তার নেতৃত্বে সমাজসেবা অধিদফতরের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৩.১ সমাজসেবা অধিদফতরের প্রশাসনিক ইউনিট

সমাজসেবা অধিদফতরের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী সমাজসেবা অধিদফতর সদর দপ্তর বা প্রধান কার্যালয়সহ, ৮টি বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়, ৬৪টি জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ৪৯২টি উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ৮০টি শহর সমাজসেবা কার্যালয়, ৯৪টি হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়, ৭০টি প্রবেশন কার্যালয়, ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবার, ৬৪টি সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম, ৪৫টি প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসহ মোট ১০৩২টি ইউনিট কার্যালয়ের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নিম্নের ছক-৩.১ এ সকল ইউনিট অফিসের তালিকা প্রদান করা হলো-

ছক-৩.১ : সমাজসেবা অধিদফতরের প্রশাসনিক ইউনিট

ক্রম	প্রশাসনিক ইউনিটের নাম	সংখ্যা
১	প্রধান কার্যালয়	১
২	বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়	৮
৩	জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়সমূহ	৬৪
৪	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়সমূহ	৪৯২
৫	মেট্রো পলিটন থানা	১
৬	শহর সমাজসেবা কার্যালয়সমূহ	৮০
৭	হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়সমূহ	৯৪
৮	প্রবেশন কার্যালয়	৭০
৯	সরকারি শিশু পরিবার	৮৫
১০	শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র	৩
১১	সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম	৬৪
১২	প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র	৪৫
১৩	সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র	৬
১৪	সেফ হোম	৭
১৫	সরকারি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়	৫
১৬	ছোট মনি নিবাস সমুহ	৭
	মোট	১০৩২

৩.২ সমাজসেবা অধিদফতরের জনবল পরিস্থিতি

সমাজসেবা অধিদফতরের সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনিক ও বিশেষায়িত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের জনবল রয়েছে। সমাজসেবা অধিদফতরের অনুমোদিত জনবল ১২,৫৭৪ জন। তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণি ১২০৯ জন, ২য় শ্রেণির ৪৫৬ জন, ৩য় শ্রেণি ৬৪৭১ জন ৪র্থ শ্রেণি ৪৩৩২ জন ও খন্ডকালীন ডাক্তার ১০৬ জন। নতুন পদ সৃজন, পদোন্নতি, কর্মচারীদের অবসর গ্রহণ ইত্যাদি কারণে বর্তমানে ১৭০২ পদ শূণ্য রয়েছে। দ্রুত শূণ্য পদসমূহ পূরণের জন্য কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

ছক ৩.২: সমাজসেবা অধিদফতরের জনবল ও শূণ্য পদের বিবরণী

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ দপ্তরের নাম	অনুমোদিত জনবল					কর্মরত জনবল				
	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	খন্ডকালীন ডাক্তার	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	খন্ডকালীন ডাক্তার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
সমাজসেবা অধিদফতর	১২০৯	৪৫৬	৬৪৭১	৪৩৩২	১০৬	১০৯৮	১৪৬	৫৩৯১	৪১৩৪	১০৬

শূন্য পদের বিবরণ					সর্বমোট জনবল		
১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	খন্ডকালীন ডাক্তার	অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১১১	৩১০	১০৮০	২০১	০	১২৫৭৪	০৮৭২	১৭০২

৪.০ সমাজসেবা অধিদফতরের কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

সমাজসেবা অধিদফতরের বিভিন্নমুখী কার্যক্রমের উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ :

৪.১ লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর কর্মদক্ষতা অর্জনসহ আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র বিমোচনের জন্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান;

৪.২ লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ, সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মদক্ষ করে গড়ে তুলে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণ;

৪.৩ দুঃস্থ, অসহায়, এতিম, ভবঘুরে, অপরাধ প্রবণ শিশু, প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক ব্যক্তিকে দক্ষ মানব সম্পদে উন্নীত করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থাকরণ;

৪.৪ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তথা হিজড়া, দলিত, হরিজন ও বেদে সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন করে সমাজ উন্নয়নের মূল স্রোত ধারায় সম্পৃক্তকরণ;

৪.৫ চা-শ্রমিকদের বছরের বিশেষ সময়ে খাদ্য সহায়তা প্রদান;

৪.৬ ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত দরিদ্র হৃদরোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান;

৪৭ সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থাকরণ;

৪.৮ সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম পরিচালনা;

৪.৯ এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ করা;

৪.১০ সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধন, নিয়ন্ত্রণ, সার্বিক সহযোগিতা প্রদান এবং সংস্থাসমূহকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সমন্বয়করণ;

৪.১১ হাসপাতালে আগত দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা ও সেবা প্রদান;

৪.১২ প্রবেশন ও আফটার কেয়ার কার্যক্রম;

৪.১৩ সমাজসেবা অধিদফতরে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের পেশাগত মান উন্নয়নে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি;

৪.১৪ কম্পিউটার ল্যাবে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা;

৪.১৫ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উন্নয়নে সরকার গৃহীত কার্যক্রম পরিচালনা; এবং

৪.১৬ ভৌগোলিক ও পরিবেশ বিবেচনায় এলাকাভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

৫.০ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

প্রাতিষ্ঠানিক কোড দপ্তর/অপারেশন ইউনিটসমূহ	প্রকৃত ব্যয়		বাজেট	সংশোধিত
	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৮-১৯
১	২	৩	৪	৫
১২৯০২০১-সমাজসেবা অধিদপ্তর	৪১১১.২১	৬২৫০.৫০	৩৮২১৫০	৫৪৮৩৩০
১২৯০২০২-জেলা সমাজসেবা কার্যালয়সমূহ	১৮৯৩৯.১০	১৯৫২০.০০	৩৭৩৭৭০	৫১৮৩৫০
১২৯০২০৩-উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়সমূহ	১৯৮৪৬.৫০	২০৯৭৫.০০	২৫২০০০০	২৫০৩০২০
১২৯০২০৪-থানা সমাজসেবা কার্যালয়সমূহ	০	০	১২৬৬০	১২৬৬০
১২৯০২০৫-শহর সমাজসেবা কার্যালয়সমূহ	০	০	২৫৮৭০০	২৬২৬৬৫
১২৯০২০৬-হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়সমূহ	০	০	১৩২৫৫০	১৩৯২৪০
১২৯০২০৭-প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহ	০	০	৪১২৮৭০	৪০২৭৭৫
১২৯০২০৮-শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহ	০	০	১০৯৪০০	১২৩৩৫৩
১২৯০২০৯-সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রসমূহ	০	০	৭০০৮০	৭৭৩৬৩
১২৯০২১০-প্রবেশন কার্যালয়সমূহ	০	০	৯০৩০০	৮১৩৪০
১২৯০২১১-মহিলা ও শিশু কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্রসমূহ	০	০	৫৯৮০০	৬০০০০
১২৯০২১২-সরকারি শিশু পরিবার কার্যালয়সমূহ	০	০	৮৩৯৬৭৫	৮২০০৬৮
১২৯০২১৩-সরকারি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়সমূহ	০	০	৪৫২৬৫	৪৫১৫৫
১২৯০২১৪-সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ	০	০	৭২২২৫	৬১২৯৫
১২৯০২১৫-ছোট মনি নিবাসসমূহ	০	০	৫০৫১০	৫২৬৩৭
১২৯০২১৬-বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ, সমাজসেবা অধিদপ্তর	০	৬৫০.৭৫	১১৯০৪৫	১২১৬১৩
মোট:	**৪২৮৯৬.৮০**	**৪৭৩৯৬.২৫**	**৫৫৪৯০০০**	**৫৮২৯৮৬৪**

৬.০ সমাজসেবা অধিদফতরের উইং ভিত্তিক কার্যক্রমের বিবরণ

সমাজসেবা কার্যক্রমকে তিনটি অধিশাখার মাধ্যমে পরিচালিত করা হচ্ছে। যেমন :

১. প্রশাসন ও অর্থ উইং;
২. কার্যক্রম উইং;
৩. প্রতিষ্ঠান উইং;
৪. সামাজিক নিরাপত্তা উইং;

পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এর নেতৃত্বে প্রশাসন ও অর্থ উইং, পরিচালক (কার্যক্রম) এর নেতৃত্বে কার্যক্রম উইং এবং পরিচালক (প্রতিষ্ঠান) এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠান উইং এর সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

৬.১. প্রশাসন ও অর্থ উইং কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলী

এ উইং সমাজসেবা অধিদফতরের প্রশাসন, অর্থ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন এবং প্রকাশনা, গবেষণা ও মূল্যায়ন কাজে নিয়োজিত। অধিদফতরের কার্যক্রম উইং এবং প্রতিষ্ঠান উইং এর কার্যক্রম বাস্তবায়নেও প্রশাসন ও অর্থ উইং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে। প্রশাসন ও অর্থ উইং এর দায়িত্বসমূহ নিম্নরূপ :

৬.১.০১. সমাজসেবা অধিদফতরের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদ সৃষ্টি, নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও ছুটি মঞ্জুর এবং বিভাগীয় মামলা দায়ের ও নিস্পত্তিকরণ;

৬.১.০২. অধিদফতরের সকল প্রকার গোপনীয় রেকর্ডপত্র, দলিল, নথি ইত্যাদি সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তা বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ;

৬.১.০৩. সমাজসেবা অধিদফতরের সকল শাখার সাথে সমন্বয় সাধন এবং মাসিক সমন্বয় সভা আহ্বান, কার্যবিবরণী প্রণয়ন এবং গৃহীত সিদ্ধান্তবলী বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ;

৬.১.০৪. অধিদফতরের যানবাহন ক্রয়, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণ;

৬.১.০৫. রাজস্ব খাতের যন্ত্রপাতি ও মালামাল ক্রয়ে দরপত্র আহবান, রক্ষণাবেক্ষণ ও বিতরণ;

৬.১.০৬. অধীনস্থ কার্যালয়ের সাথে পত্র ও ই-মেইল যোগাযোগ ও প্রাপ্ত পত্রাদির ওপর ব্যবস্থা গ্রহণ;

৬.১.০৭. জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি/আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করা;

৬.১.০৮. পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

৬.১.০৯. প্রকাশনা, মূল্যায়ন, পরিবীক্ষণ ও জনসংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করা;

৬.১.১০. অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ;

৬.১.১১. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন;

৬.১.১২. আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ নিয়ন্ত্রণ;

৬.১.১৩. প্রটোকল সার্ভিস প্রদান করা;

৬.১.১৪. ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারের নীতির আলোকে গৃহীত কার্যক্রম পরিচালনা।

প্রশাসনিক কার্যাবলী ছাড়াও এ উইংটি সকল প্রকার আর্থিক দায়িত্বাবলী সম্পাদন করে থাকে। যেমন :

৬.১.১৫. আর্থিক বৎসরে অনোন্নয়ন খাতের সংশোধিত বাজেট, মধ্য মেয়াদি বাজেট এবং পরবর্তী আর্থিক বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট প্রণয়ন;

৬.১.১৬. বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ নিয়ন্ত্রণাধীন অফিসসমূহে বিতরণ;

৬.১.১৭. বরাদ্দকৃত অর্থ খরচের হিসাব সংরক্ষণ;

৬.১.১৮. সরকারি অর্থ ব্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্য হিসাব নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা;

৬.১.১৯. সরকারি আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ আদেশের আলোকে অর্থ মঞ্জুরীর প্রস্তাব বিবেচনা করা;

৬.১.২০. সরকারি আর্থিক বিধির আলোকে বকেয়া দাবী পরিশোধ পরীক্ষাকরণ;

৬.১.২১. অধীনস্থ অফিসসমূহের নিরীক্ষা কাজ সমাপ্তকরণ ও নিরীক্ষা আপত্তি নিস্পত্তিকরণ;

৬.১.২২. অধিদফতরের সকল সরকারি হিসাবে জমাকৃত অর্থ নিরীক্ষাকরণ;

৬.১.২৩. পেনশন সংক্রান্ত সকল পত্রাদি পরীক্ষা করে চূড়ান্তকরণ;

৬.১.২৪. সরকারি নির্বাহী আদেশ অনুযায়ী সকল অগ্রিম মঞ্জুরীর প্রস্তাব পরীক্ষাকরণ ও যথানিয়মে আদায় করার ব্যবস্থা গ্রহণ;

৬.১.২৫. কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভ্রমণ ভাতা বিল ও বকেয়া দাবী যাচাইপূর্বক অনুমোদন প্রদান;

৬.১.২৬. অর্থবৎসর সমাপ্তিকালে অব্যয়িত অর্থ সমর্পনকরণ এবং প্রধান হিসাব রক্ষণ কার্যালয়ের সাথে সমন্বয় সাধন।

৭.০ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং ই-সেবা প্রদানের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি

সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমে আরও স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের মাধ্যমে সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়াই-সেবা কার্যক্রমের লক্ষ্য। সরকারের এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার ঘোষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' দ্রুত বাস্তবায়নে এবং ই-নেতৃত্ব বিকাশে সাপোর্ট টু ডিজিটাল বাংলাদেশ (এটুআই) এর সাথে একযোগে কাজ করতে সমাজসেবা অধিদফতর সবসময় বদ্ধপরিকর। আর এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক গৃহীত আইসিটি বিষয়ক পদক্ষেপ:

৭.১.০১ সমাজসেবা অধিদফতরের আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠান, জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ে কম্পিউটার, ডিজিটাল ক্যামেরা, প্রিন্টার ও মডেমসহ ইন্টারনেট সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে।

৭.১.০২ অফিস অটোমেশনের এর নিমিত্ত সকল অফিসে ডিজিটাল নথি নম্বর চালু করা হয়েছে এবং বাংলা ইউনি কোড ব্যবহারে পর্যায়ক্রমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত আছে।

৭.১.০৩ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সমাজসেবা অধিদফতরে কর্মরত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

৭.১.০৪ এটুআই কর্মসূচির সহায়তায় সমাজসেবা অধিদফতরের ওয়েব সাইট ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টালে রূপান্তরের কাজ জোরদারকরণ।

৭.১.০৫ সমাজসেবা অধিদফতরে কর্মরত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে এবং কার্যক্রমের ওপর পারস্পরিক মত বিনিময়ের জন্য সমাজসেবা ফেইসবুক ফেইজ সম্প্রসারণ।

৭.১.০৬ সিএসপিবি প্রকল্পের আওতায় দুঃস্থ শিশুদের জন্য সিএমএস সফট্ওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে।

৭.১.০৭ ২০১২-১৩ অর্থবছরে দেশব্যাপী প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি ১ জুন/২০১৩ তারিখ হতে শুরু হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় জুন ২০১৭ পর্যন্ত ডাক্তার কর্তৃক শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী ১৫ লক্ষ ২৬ হাজার ৮০০ জন এবং এন্ট্রিকৃত ডাটার সংখ্যা ১৫ লক্ষ ২৬ হাজার ৮০০ জন।

৭.১.০৮ প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচির আওতায় মাঠ পর্যায়ের সংগৃহীত তথ্য Disability Information System (DIS) Software এ এন্ট্রির কাজ চলমান রয়েছে।

৭.১.০৯ Services for Children at Risk (SCAR) প্রকল্পের আওতায় সমন্বিত Web-base Management Information System (MIS) তৈরির কাজ চলমান রয়েছে; যার মাধ্যমে অধিদফতরের বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ভাতাভোগীদের Database Software প্রস্তুত, Office Automation সহ মন্ত্রণালয়ের Border Institutional Capacity এর উন্নয়ন সাধন করা হবে।

৭.১.১০ Child Sensitive Social Protection in Bangladesh (CSPB) Project এর আওতায় দুঃস্থ শিশুদের জন্য Database Software প্রস্তুত করা হয়েছে; এছাড়া, Data সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে নিজস্ব ডাটাবেইজ সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে।

৭.১.১১ তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ আলোকে সমাজসেবা অধিদফতরের সদর কার্যালয়সহ সকল কার্যালয়/প্রতিষ্ঠান/ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (RTI) নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

৭.১.১২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী জনপ্রশাসন কাজের গতিশীলতা, উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতরের Innovation Team গঠন ও এর কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

৭.১.১৩ সমাজসেবা অধিদফতরে রাজস্ব খাতে নবসৃজনকৃত ও রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত পদসমূহ সমন্বিত করে অধিদফতরের সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

৮.০ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

অডিট আপত্তি নিস্পত্তি করার জন্য দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভা আহবান ও ব্রডশীট জবাব প্রেরণের মাধ্যমে ১৫৩টি আপত্তি নিস্পত্তি হয়েছে, ১৩৩টি আপত্তির ব্রডশীট জবাব প্রদান করা হয়েছে।

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৯১৮ টি অডিট আপত্তি হয়েছে ;
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৫৩ টি অডিট আপত্তি নিস্পত্তি করা হয়েছে;
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৩৩ টি ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে;
- আগামী বছরে ১০টি দ্বিপক্ষীয় ও ৫টি ত্রিপক্ষীয় সভা আহবানের পরিকল্পনা রয়েছে।

৯.০ শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা

সমাজসেবা অধিদফতরের প্রশাসনিক শৃঙ্খলা, জবাবদিহীতা ও কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রাপ্ত অভিযোগ ও তা নিস্পত্তি সংক্রান্ত অগ্রগতি নিম্নরুপ:

ছক: ৯.১ প্রাপ্ত অভিযোগ ও নিস্পত্তি

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রাপ্ত অভিযোগ	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে নিস্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা				
	সাময়িক বরখাস্ত	সাময়িক বরখাস্ত (১৭জন) সহ বিভাগীয় মামলা দায়ের	তদন্তাধীন	কারণ দর্শানো হয়েছে	নিস্পত্তি
১	২	৩	৪	৫	৬
৯৪	১৭	৬০	২৩	০১	১০

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মোট ৯৪টি অভিযোগ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ৬০ জনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা দায়ের করা হয়েছে। ১৭ জনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তদন্তনাধীন রয়েছে ২৩টি অভিযোগ, ১টি অভিযোগের বিষয়ে কারণ দর্শানো নোটিশ করা হয়েছে এবং ১০টি আপত্তি নিস্পত্তি করা হয়েছে।

ছক: ৯.২ বিভাগীয় মামলার অগ্রগতি

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলা	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে নিস্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা				২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অনিস্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	মন্তব্য।
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অন্যান্য দন্ড	অব্যাহতি	মোট (২+৩+৪)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৬
৬০	০৩	৩৩	১১	৪৭	১৩	২০১৮-১৯ অর্থ বছরসহ ক্রমপুঞ্জিত অনিস্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৯০ টি

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মোট ৬০ জনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা দায়ের করা হয়। তন্মধ্যে ৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণীত হওয়ায় চাকরীচ্যুত বা বরখাস্ত করা হয়েছে। ৩৩ জনকে অন্যান্য দ্রুত প্রদান করা হয়েছে। অভিযোগ প্রমাণীত না হওয়ায় ১১ জনকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে এবং ১৩টি মামালার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও ক্রমপুঞ্জিত ৯০টি মামলাও চলমান রয়েছে।

১০.০ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বৎসরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৩	১৬৭	১৮০	১৫০	৭৮৭	৯৩৭	

১১.০ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ, সেমিনার/ওয়ার্কশপ বিষয়ক তথ্য

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগীয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	দেশের অভ্যন্তের সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২	৩	৪
৩৭ টি	২,৯৯৭ জন	০৬ টি	২০৪ জন

১২.০ কার্যক্রম উইং কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম/কর্মসূচিসমূহ

কার্যক্রম উইং দারিদ্র বিমোচন, সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ, চিকিৎসা সেবা ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ভাতা কার্যক্রম এবং সমাজের অবহেলিত জনগোষ্ঠী তথা হিজড়া, বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়নে বহুমুখী কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করছে। উইং এর কার্যক্রম/কর্মসূচির নাম পরিচিতি নিম্নে দেওয়া হলোঃ

১.পল্লী সমাজ সেবা (RSS) কার্যক্রম; ২.পল্লী মাতৃকেন্দ্র (RMC) কার্যক্রম; ৩.শহর সমাজসেবা (UCD) কার্যক্রম; ৪. দগ্ধ ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম; ৫. আশ্রায়ন প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের ঋণ কার্যক্রম; ৬.হাসপাতাল/চিকিৎসা সমাজসেবা কার্যক্রম; ৭. প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার সার্ভিস; ৮. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম;

উইং এর কার্যক্রম/কর্মসূচির নাম পরিচিতি নিম্নে দেওয়া হলো :

১২.১ পল্লী সমাজসেবা (RSS) কার্যক্রম;

১২.২ পল্লী মাতৃকেন্দ্র (RMC) কার্যক্রম;

১২.৩ শহর সমাজসেবা (UCD) কার্যক্রম;

১২.৪ দগ্ধ ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম;

১২.৫ আশ্রয়ণ প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের ঋণ কার্যক্রম;

১২.৬ হাসপাতাল/চিকিৎসা সমাজসেবা কার্যক্রম;

১২.৭ প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার সার্ভিস;

১২.৮ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম;

১৩.০ দারিদ্র নিরসন কার্যক্রম

দারিদ্রতা বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রধান অন্তরায়। সরকারের যে সকল মন্ত্রণালয় ও অধিদফতর দারিদ্র বিমোচনে দায়িত্ব পালন করছে তার মধ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজসেবা অধিদফতর অন্যতম। বর্তমান সরকার নির্বাচনী ইশতেহারে সমাজ উন্নয়নে পাঁচটি বিষয়কে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে, যার মধ্যে দারিদ্র বিমোচন অন্যতম। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে কৌশল ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তার সাথে সম্পর্ক রেখে সমাজসেবা অধিদফতর দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এ অধিদফতর দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে (১) পল্লী সমাজসেবা (RSS) কার্যক্রম (২) শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (৩) পল্লী মাতৃকেন্দ্র (RMC) (৪) দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম ও (৫) আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

১৩.১ পল্লী সমাজসেবা (আর.এস.এস) কার্যক্রম

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রম দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত দুঃস্থ, অসহায়, অবহেলিত, অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে। পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রমের সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ/দারিদ্র বিমোচনের সুতিকাগার এবং পথিকৃৎ হিসেবে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক মুক্তির ক্ষেত্রে সূচনা করে এক নতুন ও বর্ণিল ইতিহাস। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত অভিপ্রায়ে সমাজসেবা অধিদফতর ১৯৭৪ সালে পরীক্ষামূলকভাবে তৎকালীন ১৯টি থানায় পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম যাত্রা শুরু করে। পরবর্তীতে এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম খাতে নিয়মিত বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে।

- ❖ সর্বমোট প্রাপ্ত বরাদ্দের পরিমাণ : ৪৬৭ কোটি ৪৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা
- ❖ ক্ষুদ্রঋণ হিসাবে সর্বমোট বরাদ্দের পরিমান : ৪৬৪ কোটি ৪৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা
- ❖ ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে উপকারভোগীর সংখ্যা : ২৭ লক্ষ ১৭ হাজার ৯৬৩ টি পরিবার
- ❖ সমগ্র দেশের ৬৪ টি জেলার ৪৯২ টি উপজেলায় ৪৯৯৭ টি ইউনিয়নে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বিশ্ব ডাউনসিন্ড্রোম দিবস ২০১৯-এ ডাউনসিন্ড্রোম প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাঝে পুরস্কার প্রদান করছেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সিনিয়র সচিব

১৩.২ শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি, ৮০ ইউনিট)

সমাজসেবা অধিদফতরের প্রাথমিক পর্যায়ের কর্মসূচিগুলোর মধ্যে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি) অন্যতম। ১৯৫৫ সাল থেকে শহরের বস্তি এলাকায় বসবাসরত এবং জীবিকার সন্ধানে ঢাকা শহরে আগত দরিদ্র স্বল্প আয়ের ভাসমান পরিবারের সদস্যদের সংগঠিত করে পারস্পারিক সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ কার্যক্রম চালু হয়। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের

জন্য সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দারিদ্র জনগণের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য। বর্তমানে দেশের ৬৪ জেলার ৮০টি শহর ইউনিটে সাফল্যের সাথে এ কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। শুধু শহরে বসবাসরত বেকার যুব সম্প্রদায়ই নয়; সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত সরকারি শিশু পরিবারের এতিম নিবাসী, বেসরকারি এতিমখানা/শিশু সদনের এতিম নিবাসী; ঢাকা শহরে উচ্চ শিক্ষার্থে আসা বিশ্ববিদ্যালয়/ কলেজের ছাত্রছাত্রী; প্রতিবন্ধী ব্যক্তি; বেদে, হিজড়া ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীসহ সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দফতর পরিচালিত এটুআই কর্মসূচির মাধ্যমে কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার্থী, ইমাম, মুয়াজ্জিনদেরকেও এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। দক্ষ জন সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শুরু থেকে চলে আসা সনাতন পদ্ধতির প্রশিক্ষণকে আধুনিকীকরণ এবং এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের পদক্ষেপ হিসেবে জুলাই/২০১৬ সালে ৮০টি ইন্সটিটিউট হিসেবে 'দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, ...', এবং ইংরেজিতে 'Skill Development Training Centre, Urban Social Services Office, ..., নামে বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদন লাভ করেছে।

শহর সমাজসেবা কার্যালয়, সমাজসেবা অধিদফতর শহর সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম শহর এলাকার উন্নত জীবন এবং যত্নশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার রূপকল্প বাস্তবায়নকল্পে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে শহর এলাকার পিছিয়ে পড়া ও সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সামাজিক ক্ষমতায়ন ও জীবনমান উন্নয়নের অভিলক্ষ্যে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিতকরণ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, সামাজিক কার্যক্রম গ্রহণ, সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হচ্ছে।

ক) ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা :

- ❑ মূলধন তহবিল : ৩০,৭৪,৬৮,৪১২/-
- ❑ বিনিয়োগ : ৩০,৩৭,৯৯,৩৯৯/-
- ❑ সামাজিকখাতে ব্যয় : ১৮,৪০,০২৭/-
- ❑ আদায়কৃত : ২৭,০৪,৭৪,১৬৬/-
- ❑ আদায়ের হার : ৯৩%
- ❑ ক্রমপুঞ্জিত পুনঃ বিনিয়োগ : ৫২,৩১,৬৩,৮৯১/-
- ❑ আদায়কৃত (সার্ভিস চার্জসহ) : ৪৬,৬১,৭৯,৫৩৪/-
- ❑ আদায়ের হার : ৯১.২৫%
- ❑ ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে উপকৃত পরিবারের সংখ্যা : ১,২৪,২০০ টি পরিবার (পুরুষ- ৪২৬৭৫ জন, মহিলা- ৮১৫২৫ জন)

১৩.৩ পল্লী মাতৃকেন্দ্র (RMC)

পল্লী এলাকায় নারীদের ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক মুক্তি প্রদান এবং স্ব নির্ভর হওয়ার জন্য এ কার্যক্রম গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জনসংখ্যা রোধ এ প্রকল্পের লক্ষ্য হলেও নারীদের দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে এ কর্মসূচির ভূমিকা অতীব ফলপ্রসু। বর্তমানে দেশের ৬৪ টি জেলার ৪৯২ টি উপজেলার ১৪৮০৬টি গ্রামে ১৪,৮০৬টি গ্রামে মাতৃকেন্দ্র গঠন করে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বিগত ৪৩ বছরে (১৯৭৫ হতে জুন/২০১৯) ১২,৮৮,৫০৬ জন গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলাকে মাতৃকেন্দ্রের সদস্য হিসেবে তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৯,৬৪,৬৫৬ জন মহিলাকে বিভিন্ন পেশায় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মক্ষম করে তোলা হয়েছে ।

ক্রঃ নং	ক্ষুদ্রঋণ বিনিয়োগ ও পুনঃ বিনিয়োগ	ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	আদায়ের হার
১	২	৩	৪	৫
০১.	১৮.৮৬ কোটি টাকা	৫,৬৩০ জন জন	১.৬৪ কোটি টাকা	৮৮%

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ	স্বাক্ষর জ্ঞান প্রদান	প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিতে উদ্বুদ্ধকরণ	সামাজিক বনায়ন
৬	৭	৮	৯	১০
৩৩৪০ জন	৮৫০ জন	৫০০ জন	১২০০ জন	১,০৫০ টি

১৩.৪ দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত এ কার্যক্রম সম্পূর্ণ রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে ২০০২-২০০৩ অর্থ বছর হতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে দগ্ধ ব্যক্তিদের উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, জরিপের মাধ্যমে দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্য সংগ্রহ ও সংখ্যা নিরুপন, দক্ষতা ভিত্তিক ও উপার্জনমুখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা :

- মূলধন তহবিল : ৯৩,২৪,০৬,২৫০/-
- বিনিয়োগ : ৮৫,২৯,২৫,১২৬/-
- আদায়ের হার : ৭৪ %
- পুন: বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমান : ১১১,৩২,৫৩,৭১৭/-
- পুন: বিনিয়োগে আদায়ের হার : ৭৪.৭০ %
- উপকারভোগী : ১৮৬৭৬৭ জন (দক্ষ- ১৮৭২ জন ও প্রতিবন্ধী- ১৮৪৮৯৫জন)

১৩.৫ আশ্রয়ণ প্রকল্প

আশ্রয়ণ প্রকল্পটি সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচি। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজসেবা অধিদফতর ২০০১ সাল হতে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ১ম পর্যায় ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠী, ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল ও দুর্দশা গ্রস্থ পরিবারকে পুনর্বাসনকল্পে প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে তোলাই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

প্রকল্পের উপকার ভোগীরাই ঋণ গ্রহণে লক্ষ্যভুক্ত পরিবার হিসেবে বিবেচিত হয়। ঋণ গ্রহণকারীর (পুরুষ/মহিলা) বয়স ১৮ বৎসর বা তদুর্ধ হতে হবে এবং ঋণ গ্রহণকারীদের প্রকল্পের আওতায় বা অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষিত হতে হবে।

দেশের ৫৭টি জেলার অন্তর্গত ১৮১টি উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। আশ্রয়ণ প্রকল্পের মোট সংখ্যা ৩৭৮টি।

প্রকল্পের লক্ষ্যভুক্ত ব্যক্তি/পরিবার প্রতি ২০০০/- হতে ১৫০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। গৃহীত ঋণের ৮% সার্ভিস চার্জসহ সমান ১০ কিস্তিতে ঋণের অর্থ পরিশোধযোগ্য।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে একনজরে আশ্রয়ন প্রকল্পের অগ্রগতির তথ্য :

ক্রমিক	মাঠ বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ	ক্ষুদ্রঋণ বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ	আদায়ের হার	পূনঃ বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫
০১.	১৫.৬৭ কোটি টাকা	১২.৫৯ কোটি টাকা	৬৪%	৯.৬২ কোটি টাকা

ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা	বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ	আদায়কৃত সঞ্চয়ের পরিমাণ	আদায়কৃত সার্ভিস চার্জের পরিমাণ	মন্তব্য
৬	৭	৮	৯	১০
৪৬৪১৮ জন	৩৫৬৬২ জন	৩০.৭৩ লক্ষ টাকা	১.৫ কোটি টাকা	২২৬০ টি ব্যারাক নির্মিত হয়েছে

১৪.০ কার্যক্রম উইং এর সেবামূলক কার্যক্রম

১৪.১ হাসপাতাল/চিকিৎসা সমাজসেবা কার্যক্রম

হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় তথা সমাজসেবা অধিদফতরের একটি দৈনন্দিন সেবাধর্মী ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। এ কর্মসূচি দরিদ্র, আর্ত-পীড়িতের সেবার সাথে সম্পৃক্ত। ১৯৫৮ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সর্বপ্রথম হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম শুরু হয়। ঢাকা মহানগরীসহ বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা সদর হাসপাতাল এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সর্বমোট ১০১টি ইউনিটে এ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। পরবর্তীতে দেশের ৪১৯ টি উপজেলা হেল্থ কমপ্লেক্স এ কর্মসূচির আওতাভুক্ত করা হয়। ২০১৮-১৯ দেশের অভ্যন্তরে ৯ টি সেমিনারে অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা ৭৬০ জন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পর্যন্ত হাসপাতাল/চিকিৎসা সমাজসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে ৮,২৫,৩১০ জন রোগী উপকৃত হয়েছে।

১৪.২ রোগী কল্যাণ সমিতি

সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সমাজসেবা কাযক্রমকে জোরদারকরণের জন্য প্রতিটি হাসপাতালে আইন অনুযায়ী নিবন্ধিত রোগী কল্যাণ সমিতি নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রয়েছে। মহানগর,জেলা, উপজেলা পর্যায়ে মোট ৫১৮টি রোগীকল্যাণ সমিতি নিবন্ধিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বক্তব্য প্রদান করছেন

১৫ প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার সার্ভিস

১৯৬০ সালে 'প্রবেশন অব অফেন্ডাস অর্ডিন্যান্স' জারীর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রথম এ কার্যক্রম শুরু এবং ১৯৬২ সালে ২য় পাঁচশালা পরিকল্পনাধীন সংশোধনমূলক কার্যক্রম চালু হয় এবং ২টি উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। যথা:

(১) প্রবেশন অব অফেন্ডার্স প্রকল্প এবং

(২) আফটার কেয়ার সার্ভিস।

প্রকল্পের শুরুতে প্রবেশন অব অফেন্ডার্স এবং আফটার কেয়ার সার্ভিস ২টি কার্যক্রম চালু করা হয় এবং দেশের ১০টি স্থানে চালু ছিল। পরবর্তী সময়ে (১৯৬৫ সালে) এই প্রকল্পকে সমন্বিত করা হয় এবং ২২টি ইউনিট চালু করা হয়। ১৯৭৪ সালে শিশু আইনের ভিত্তিতে টঙ্গীতে ও যশোরে কিশোর অপরাধী সংশোধনী প্রতিষ্ঠান চালু করা হয়। পরবর্তীতে ৬৪ জেলায় ও ৬টি বিভাগীয় চীফ মেট্রোপলিটন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে ৬টিসহ সর্বমোট ৭০টি ইউনিট এ কমসূচির আওতাভূক্ত করা হয়। ২০০১-০২ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রবেশনে মুক্তি/জামিনের সংখ্যা ৮৬৯৮ জন এবং আফটার কেয়ার সার্ভিসেস এর উপকৃতের সংখ্যা ৩৩১০৪ জন।

আফটার কেয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে জেল ফেরৎ কয়েদীদেরকে মুক্ত সমাজে পুর্ণবাসন করার চেষ্টাকে আফটার কেয়ার সার্ভিস বলা হয়। তবে প্রকল্পের স্বার্থে জেলখানার অভ্যন্তরেও কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে; যা কয়েদীদের আশুদ্ধি ও পুনর্বাসনে সাহায্য করবে।

১৬.০ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নিবন্ধন, বেসরকারী এতিমখানার নিবন্ধন, কার্যকরী কমিটি অনুমোদন, গঠনতন্ত্র অনুমোদন/সংশোধন, কার্য এলাকা সম্প্রসারণ/অনুমোদন। জনসেবামূলক কাজে তাদের উৎসাহ দেয়া এবং প্রকল্প গ্রহনে সহায়তা করা।

স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম:

- ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অধিদফতরাধীন বিভিন্ন জেলা হতে ৫৯০ টি সংস্থাকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে।
- এ পর্যন্ত সর্বমোট ৬৯,৮০৩ টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধন প্রদান করা হয়।
- নিবন্ধীত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যক্রম মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারকরণের নিমিত্ত জেলা পর্যায়ে কর্মরত জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালকদের মাধ্যমে শুনানী গ্রহণ করে গঠনতন্ত্রে পরিপন্থী কাজে জড়িত থাকায় এ পর্যন্ত ১০,৮২৯ টি বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং ৫৯৫ টি সংস্থাকে বিলুপ্তির জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
- বিলুপ্তকৃত সংস্থার মধ্যে তাদের আবেদনের ভিত্তিতে ০৭ টি সংস্থাকে পুনরায় সক্রিয় করা হয়েছে। বর্তমানে ৫৮৩৭৯ টি সংস্থা সক্রিয় রয়েছে।
- একটি আধুনিক যুগোপযোগী আইন ও বিধিবিধান প্রনয়ন তৈরী করার কাজ চলমান।

১৭.০ সামাজিক নিরাপত্তা উইং এর কার্যক্রম

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতিহারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার। দেশের পশ্চাৎপদ ও দরিদ্র মানুষদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় এনে দারিদ্র সীমা ও চরম দারিদ্রের হার সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনাই হচ্ছে এসকল কর্মসূচি মূল লক্ষ্য। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

১.বয়স্ক ভাতা প্রদান কার্যক্রম; ২. বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রম; ৩.অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম ; ৪. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম; ৫. হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি; ৬. বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি; ৭. অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি ৮. প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি; ৯. ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি; ১০. ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি; ১১. চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি; ১২. প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি। তথ্য পর্যায়ক্রমে নিম্নে দেয়া হলো :

১৭.১ বয়স্কভাতা

দেশের বয়োজ্যেষ্ঠ দুঃস্থ ও স্বল্প উপার্জনক্ষম অথবা উপার্জনে অক্ষম বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা বিধান এবং পরিবার ও সমাজে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে বয়স্কভাতা কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অংশ হিসেবে প্রায় প্রতিবছর উপকারভোগীর সংখ্যা ও বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করে আসছে।

সর্বশেষ বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দের তথ্য:

ক্র: নং	কর্মসূচীর নাম	অর্থ বছর	ভাতাভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	ভাতার পরিমান
০১.	বয়স্কভাতা কাযর্ক্রম	২০১৮-১৯	৪০ লক্ষ	২৪০০ কোটি	৫০০/-

১৭.২ বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা

১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজসেবা অধিদফতররের মাধ্যমে বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের ভাতা কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। ঐ অর্থ বছরে ৪ লক্ষ ৩ হাজার ১১০ জনকে এককালীন মাসিক ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে এ কর্মসূচিটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কর্মসূচি বাস্তবায়নে অধিকতর গতিশীলতা আণয়নের জন্য সরকার পুনরায় ২০১০-১১ অর্থ বছরে এ কর্মসূচি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করে। প্রায় প্রতিবছর এ কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সর্বশেষ বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের ভাতাভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দের তথ্য:

ক্র: নং	কর্মসূচীর নাম	অর্থ বছর	ভাতাভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	ভাতার পরিমান
০১.	বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের ভাতা কার্যক্রম	২০১৮-১৯	১৪ লক্ষ	৮৪০ কোটি	৫০০/-

বয়স্কভাতা প্রাপ্ত উপকারভোগী

বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা মহিলা ভাতা প্রাপ্ত উপকারভোগী

১৭.৩ অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সংগতি রেখে ২০১৩ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা আইন-২০১৩ প্রনয়ন করা হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫, ১৭, ২০ এবং ২৯ অনুচ্ছেদে অন্যান্য নাগরিকদের সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমসুযোগ ও অধিকার প্রদান করা হয়েছে। সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদ দায়-দায়িত্বের অংশ হিসেবে ২০০৫-০৬ অর্থ বছর হতে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। শুরুতে ১,০৪,১৬৬ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে জনপ্রতি মাসিক ২০০ টাকা হারে ভাতা প্রদানের আওতায় আনা হয়।

সর্বশেষ অসচ্ছল প্রতিবন্ধি ভাতাভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দের তথ্য:

ক্র: নং	কর্মসূচীর নাম	অর্থ বছর	ভাতাভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	ভাতার পরিমান
০১.	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগী কার্যক্রম	২০১৮-১৯	১০ লক্ষ	৮৪০ কোটি	৭০০/-

১৭.৪ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি

দরিদ্র, অসহায়, সুবিধা বঞ্চিত প্রতিবন্ধী শিশু কিশোরদের শিক্ষা লাভের সহায়তা হিসেবে ২০০৭-০৮ অর্থ বছর থেকে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়েছে। সমাজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমে শুরুতে ১২ হাজার ২০৯ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে এ কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে।

সর্বশেষ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি সংখ্যা ও বরাদ্দের তথ্য:

ক্র: নং	কর্মসূচীর নাম	অর্থ বছর	ভাতাভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	ভাতার পরিমান
০১.	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি	২০১৮-১৯	৯০ হাজার	৮০.৩৭ কোটি	প্রাথমিক স্তর ৭০০/- মাধ্যমিক স্তর ৭৫০/- উচ্চ মাধ্য মিক স্তর ৮০০/- উচ্চতর স্তর ১২০০/-

১৭.৫ হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

হিজড়া সম্প্রদায় বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ হলেও আবহমানকাল থেকে এ জনগোষ্ঠী অবহেলিত ও অনগ্রসর গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। সমাজে বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার এ জনগোষ্ঠীর পারিবারিক, আর্থ সামাজিক, শিক্ষা ব্যবস্থা, বাসস্থান, স্বাস্থ্যগত উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সর্বোপরি তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতধারায় এনে দেশের সার্বিক উন্নয়নে তাদেরকে সম্পৃক্তকরণ অতি জরুরি হয়ে পড়েছে। সমাজসেবা অধিদফতরের জরিপ মতে বাংলাদেশে হিজড়ার সংখ্যা প্রায় ১১ হাজার।

কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত পটভূমি

২০১২-১৩ অর্থ বছর হতে পাইলট কর্মসূচি হিসেবে দেশের ৭টি জেলায় এ কর্মসূচি শুরু হয়। বর্তমানে কর্মসূচি সম্প্রসারণ করে মোট ৬৪ জেলায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ১১,৪০,০০,০০/- (এগার কোটি চল্লিশ লক্ষ) টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট উপকারভোগীদের সংখ্যা :

- ❖ বয়স্ক/বিশেষ ভাতাভোগী : ২৫০০ জন।
- ❖ ৪টি স্তরে শিক্ষা উপবৃত্তি গ্রহণকারী : ১৩৫০জন।
- ❖ আর্থসামাজিক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী : ১৯০০ জন ।
- ❖ প্রশিক্ষণ সহায়তা গ্রহণকারী হবে : ১৯০০ জন।
- ❖ মোট উপকারভোগী : ৭৬৫০ জন ।

হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির উপকারভোগী হিজড়া জনগোষ্ঠী

১৭.৬ বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ। সমাজসেবা অধিদফতরের জরিপ মতে বাংলাদেশে দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠী প্রায় ১৪,৯০,০০০ জন। বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন তথা এ জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে বর্তমান সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।

২০১২ -২০১৩ অর্থ বছর হতে পাইলট কর্মসূচি হিসেবে দেশের ৭টি জেলাকে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে কর্মসূচি সম্প্রসারণ করে মোট ৬৪ জেলায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৫০ কোটি ০৩ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট উপকারভোগীদের সংখ্যা:

বয়স্ক/ বিশেষ ভাতাভোগী	: ৪০০০০ জন।
শিক্ষা উপবৃত্তি গ্রহণকারী	: ১৯০০০ জন।
প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী	: ২৫০০ জন।
প্রশিক্ষণোত্তর সহায়তা গ্রহণকারী	: ২৫০০ জন।
মোট উপকৃতের সংখ্যা	: ৬৪০০০ জন।

১৭.৭ প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি

২০১১-১২ অর্থবছরে পাইলট ভিত্তিতে প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু হয়। গত ১৪ নভেম্বর ২০১৩ প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন হয়। সাধারণত গর্ভকালীন সময়ে/ শৈশবকালে বিভিন্ন কারণে প্রতিবন্ধিতা হতে পারে এবং সঠিক চিকিৎসা ও সার্বিক সহায়তার অভাবে প্রতিবন্ধিতার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। উপরোক্ত শিশুটি পরিবার ও সমাজে অবহেলিত, নি:গৃহিত বলে মানসিক বিপর্যয়ের স্বীকার হয়।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাদপড়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে জরিপভুক্তকরণ ও ডাক্তার কর্তৃক শনাক্তকরণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ডাক্তার কর্তৃক শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের তথ্যসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং সংরক্ষিত তথ্যের আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে Disability Information System শিরোনামে একটি সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। তৈরিকৃত ওয়েবজেড সফটওয়্যারের মাধ্যমে তথ্য ভান্ডারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের তথ্যসমূহ সন্নিবেশিত হচ্ছে। গত ০৩ ডিসেম্বর ২০১৫ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের মাঝে লেমিনেটেড পরিচয়পত্র সরবরাহ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। এন্ট্রিকৃত ডাটা সংশোধন পূর্বক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের মাঝে লেমিনেটেড পরিচয়পত্র বিতরণ করা হচ্ছে।

৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত মোট ১৬ লক্ষ ৬৪ হাজার ৫৫৭ জন প্রতিবন্ধীব্যক্তিকে ডাক্তার কর্তৃক শনাক্ত সম্পন্ন এবং তাদের তথ্যাদি Disability Information System 'এ এন্ট্রি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ১৬ লক্ষ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাঝে লেমিনেটেড পরিচয়পত্র বিতরণ সম্পন্ন হচ্ছে।

১৭.৮ ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান

দেশে দারিদ্র নিরসনে সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন এবং ভিক্ষাবৃত্তির মত অমর্যাদাকর পেশা থেকে মানুষকে নিবৃত করার লক্ষ্যে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য সরকারের রাজস্ব খাতের অর্থায়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান শীর্ষক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ঢাকা শহরে ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষিত এলাকা সমূহে ২০টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ২০০ জন পেশাদার ভিক্ষুককে আটক করা হয়। তন্মেধ্যে ৬৯ জনকে সরকারী আশ্রয় কেন্দ্রে বিভিন্ন মেয়াদে আটক রেখে প্রশিক্ষণ প্রদান ও পুনর্বাসন করা হয়। অবশিষ্ট ১৩১ জনকে পরিবারে পুনর্বাসন করা হয়।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাজেটে ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত অর্থ দ্বারা ৩৮জেলায় ভিক্ষক পুনর্বাসনের নিমিত্তে বিতরণ করা হয়েছে । বর্তমানে উক্ত কার্যক্রমকে আরোও গতিশীল ও যুগপোযোগী করার নিমিত্ত আধুনিক নীতিমালা প্রনয়ণ করা হয়েছে।

১৭.৯ ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতর হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম এর মাধ্যমে দুঃস্থ ও অসহায় রোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। সমগ্র বাংলাদেশে ৯৪ টি হাসপাতালে এবং ৪৯২ টি উপজেলায় বর্তমানে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু ক্যান্সার, কিডনি , লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের সহায়তার জন্য কোন

কার্যক্রম ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের পূর্বে ছিল না। সব মিলিয়ে বাংলাদেশে প্রায় ২ কোটির বেশি লোক কোনো না কোনো কিডনি রোগে আক্রান্ত। যার মধ্যে নারীর সংখ্যাই ১ কোটির উপরে। এদের মধ্যে অনেকেই ব্যয়বহুল চিকিৎসার সুযোগ না পেয়ে মৃত্যুবরণ করে। অর্থের অভাবে এ সকল রোগে আক্রান্ত রোগীরা ধুঁকে ধুঁকে মারা যায়। তেমনি তার পরিবার ব্যয়ভার বহন করে নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

ইতোপূর্বে ২০০৯-১০, ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ বছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমে Support Services for Vulnerable Group (SSVG) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ক্যান্সার, কিডনি , লিভার সিরোসিস রোগে আক্রান্ত গরীব রোগীদের এককালীন ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা হারে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। গরীব রোগীদের কল্যাণে পরিচালিত বর্ণিত প্রকল্প সকল পর্যায়ে প্রসংশিত হয়েছে। উল্লিখিত প্রকল্পের সফলতা বিবেচনায় নিয়ে সরকার এ কার্যক্রমকে স্থায়ী কর্মসূচিতে রূপদান করার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য একটি যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১৫০০০ জন রোগীর জন্য জনপ্রতি ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা করে ৭৫ কোটি টাকা মাঠ পর্যায়ে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

১৭.১০ চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

চা শিল্প বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্প। বাংলাদেশের চা উৎপাদনের পরিমাণ বছরে প্রায় ৬০.৫০ কোটি কেজি এবং এখান থেকে চা রফতানি করা হয় ২৫টি দেশে। সিলেট বিভাগের সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ, চট্টগ্রাম বিভাগের চট্টগ্রাম জেলা এবং রংপুর বিভাগের পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও ও লালমনিরহাট জেলার চা বাগানসমূহে কর্মরত চা শ্রমিকগণ এ কর্মসূচির আওতাভুক্ত হন।

প্রকৃত দুঃস্থ ও গরীব চা-শ্রমিককে নির্বাচন করে বর্তমানে প্রতি চা-শ্রমিককে এককালীন ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা অনুদান হিসেবে দেয়া হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) জনকে মাথাপিছু ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা করে সর্বমোট ২০ (বিশ) কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

১৭.১১ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ উদ্যোগ

প্রকল্পের সাধারণ উদ্দেশ্য হলো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন। বিশেষত তাদের যারা আদি ক্ষুদ্র ব্যবসা/পেশায় নিয়োজিত যেমন, কামার, কুমোর, নাপিত, বাশঁ ও বেত প্রস্তুতকারক, কাঁশা/পিতল প্রস্তুতকারী এবং জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী।

লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূলধারায় আনার লক্ষ্যে এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতি ৬ টি আদি পরিবারিক পেশাধারী পরিবারের ১ জন কর্মক্ষম হিসেবে ১৮ হতে ৫০ বছরের কর্মক্ষম ব্যক্তিদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও পেশার মানোন্নয়ন করা হবে। সে প্রেক্ষিতে দেশের ৮ টি বিভাগের ৮ টি জেলা চিহ্নিত করা হয়েছে। জেলাসমূহে লক্ষ্যভুক্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী জরিপ করা হয়েছে। জরিপকৃত ৪৬,১১৯ টি পরিবারের মধ্যে পরিবার প্রতি ১ জন কর্মক্ষম ব্যক্তি হিসেবে প্রশিক্ষণের জন্য প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীতে চিহ্নিত ব্যক্তিদের মধ্যে ১ম পর্যায়ে ১৫% ব্যক্তিকে অর্থ্যাৎ ৬ হাজার ৯১৮ জনকে আগামী ২ বছরে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য মনোনিত করা হয়। পাশাপাশি এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হবে।	১. ৬টি (কামার, কুমার, নাপিত, বাঁশ ও বেত প্রস্তুতকারক, কাঁশা/পিতল প্রস্তুতকারী এবং জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী) আদি ক্ষুদ্র পেশায় নিয়োজিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সঠিক সংখ্যা নিরুপন; ২. টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উপযুক্ত দক্ষতা উ ন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যথোপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; ৩. আদি পেশার টেকসই উন্নয়নে আর্থিক সহায়তার জন্য এককালীন অনুদান প্রদান চলমান; ৪. পেশার মান উন্নয়নের জন্য ৬ মাস ব্যাপী ওস্তাদ-সাগরেদ প্যাটার্নে প্রশিক্ষণ প্রদান চলমান; ৫. ২০১৮-১৯ অর্থ ব ছরে ৩৯১০ জনের প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে

অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা প্রাপ্ত উপকারভোগী

ছোটমণি নিবাসে শিশুদের পাঠদান

১৮.০. সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

১৮.১ জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩টি দীর্ঘমেয়াদি ও ১১ টি স্বল্পমেয়াদি কোর্সের ৬৬ টি ব্যাচের মাধ্যমে সর্বমোট ১হাজার ৬ শত ৭০ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। যার মধ্যে ১৩৩৬ জন পুরুষ এবং ৩৩৪ জন নারী প্রশিক্ষণার্থী রয়েছেন এবং ৮টি কর্মশালা ও সেমিনারে মোট ২৮৭ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। যার মধ্যে ২৩০ জন পুরুষ এবং ৫৭জন নারী কর্মকর্তা রয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৩ টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়।

কোর্সসমূহ হচ্ছে

(১) ইন হাউজ প্রশিক্ষণ কোর্স-১টি

(২) Special ToT on Training Method ১টি

(৩) নবনিযুক্ত সমাজসেবা কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন কোর্স-২টি

(৪) ToT on ICT & E- Governance-১টি

(৫) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স-৩টি

(৬) Training Course on Administration and Development (TCAD)-১টি

(৭) আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা-৩টি

(৮)তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি-২টি

(৯) শিশু সুরক্ষা ও উন্নয়ন-১ টি

(১০) Project Management Information System (PMIS)-১টি

(১১) সেবা গ্রহীতাদের পরিতৃপ্তির জন্য কার্যকর পরিসেবা-৩৫ টি

(১২) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ -৭টি Training on Capacity Building and Skill Development in Indonesia/ Malaysia/ Sir Lanka/ Thailand/ Singapore/ India/ Philippines

(১৩) নবনিযুক্ত সমাজসেবা কর্মকর্তাদের অবহিতকরণ কোর্স -১টি।

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি কর্তৃক ৮টি কর্মশালা ও সেমিনার পরিচালিত হয়; গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন সেমিনার-১টি, প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপন বিষয়ক কর্মশালা-২টি, SIP বিষয়ক কর্মশালা-১টি, লাইভ কোচিং বিষয়ক কর্মশালা-৩টি, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

(APA) বিষয়ক কর্মশালা-১টি, Innovation বিষয়ক কর্মশালা-১টি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) বিষয়ক কর্মশালা-১টি। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক অর্জিত জ্ঞান মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে এবং একই সাথে সরেজমিনে পরিদর্শণ করে প্রশিক্ষণ উত্তর মূল্যায়ণের কাজ পরিচালনা করা হয়।

শহর সমাজসেবা কার্যক্রমে অভিজ্ঞতায় দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ট্রেডের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

১৮.২ আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের মোট ছয়টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে যেমন :

(১) পেশগত দক্ষতা বৃদ্ধি,
(২) পেশাগত দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি,
(৩) আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা ও ই-লার্নিং,
(৪) শিশুর মনো সামাজিক সুরক্ষা ও সামাজিক কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা
(৫) ক্ষুদ্রঋণ ও সামাজিক কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা,
(৬) সামাজিক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ
(৭) বিশেষ প্রশিক্ষণ (ব্রেইল)
(৮) Basic Computer Training
(৯) Digital office management course on computer application
(১০) শিশু বান্ধব পরিবেশে সামাজিক কার্যক্রম
(১১) পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানোন্নয়ন (১২) কেস ব্যবস্থাপনা ও শিশুর মনোসামাজিক সুরক্ষা
(১৩) ওরিয়েন্টেশন
(১৪) Office management & communication
(১৫) পল্লী/শহর সমাজসেবা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা
(১৬) ই-ফাইলিং ও নথি সিস্টেম
(১৭) দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা
(১৮) প্রতিষ্ঠানিক কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা ও শিশু সুরক্ষা ইত্যাদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৬ টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০১৯ মাস পযর্ন্ত ৫১২১ জন কর্মচারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৮.৩. তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং ই-সেবা বিষয়ক অগ্রগতি

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য ভান্ডার (Disability Information System) : ডাক্তার কর্তৃক শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্যসমূহ সংরক্ষণ ও সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে Disability Information System অ্যাপিকেশন সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে।
  URL: http:www.dis.gov.bd
- Management Information System (MIS) : সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন ভাতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহজতর করার লক্ষ্যে Management Information System (MIS) তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
  URL: http://mis.bhata.gov.bd/
- SDTMS (Skill Development Training Management System): শহর সমাজসেবা কার্যক্রমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ অনলাইন আবেদন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। URL:
  http://dsssdtms.gov.bd
- Case Management System : শিশু আইন ২০১৩ এর আওতায় আসা শিশুর তথ্য সংরক্ষণ এবং উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে।
  URL: https://www.dsscms.gov.bd/
- Financial Aid Management System (FAMS): এখানে ক্যান্সার, কিডনী ও লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীর আর্থিক সহায়তায় অনলাইন আবেদন করা যায়।
  URL: http://www.welfaregrant.gov.bd/
- Child help line-1098 : ২৪ ঘন্টা চালু থাকা টোলফ্রি চাইল্ড হেল্পলাইন-১০৯৮ এর মাধ্যমে শিশু অধিকার ও শিশুর সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- E-Payment : ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৯ টি উপজেলার ১ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৬৫ জনকে ইলেকট্রনিক উপায়ে EFT এর মাধ্যমে ভাতার অর্থ পৌঁছে দেয়া হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে সকল ভাতাভোগীর অর্থ EFT এর মাধ্যমে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ই-ফাইলিং (নথি) সিস্টেম : বর্তমানে সমাজসেবা অধিদফতরের সদর কার্যালয়সহ মোট ৩৪৪ টি ইউনিট/কার্যালয়ে ই-ফাইলিং চলমান রয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদফতরের ওয়েবসাইট : নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.dss.gov.bd) এ সমাজসেবা অধিদফতরের কর্মকান্ডের সামগ্রিক উপস্থাপনা রয়েছে। যে কোনো ব্যক্তি অনলাইনে উক্ত ওয়েবএড্রেস এ গিয়ে হালনাগাদ তথ্যসহ প্রয়োজনীয় উপাত্ত দেখতে পাবেন।
- অনলাইনে নিবন্ধন ও সীট বুকিং (eLTMS) : সমাজসেবা অধিদফতরের অধীনে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণের নিবন্ধন ও আবাসিক হোস্টেল এর সীট বুকিং এবং বরাদ্দও অনলাইনে করা হচ্ছে।
  URL: http://dss.nassbd.org/
- নিজস্ব ডোমেইন বেজড ওয়েব মেইল: সরকারি কাজে দ্রুত ও নিরাপদ তথ্য আদান-প্রদানের জন্য সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ ওয়েব মেইল আইডি ব্যবহার করছে।

১৮.৪ সমাজসেবা অধিদফতরের কাযক্রমে গতিশীলতা আনয়ন, সচেতনতা তেরী, প্রচার ও প্রকাশনা

সমাজসেবা অধিদফতর দেশের সামাজিক সমস্যাগ্রস্ত অনগ্রসর ও অসহায়, দু:স্থ, দরিদ্র, বয়স্ক, বিপন্ন শিশুদের পাশাপাশি পিতৃ-মাতৃহীন শিশু ও প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ, উন্নয়ন ও অধিকার সুরক্ষামূলক বহুমাত্রিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। দেশব্যাপী এসব কর্মসূচির বহুল প্রচার, মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচি মূল্যায়ন এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে আন্ত:সম্পর্ক স্থাপন, তথ্যপ্রবাহ ও জনসংযোগ সাধনে গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ শাখা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই শাখা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়-বিভাগ কর্তৃক চালিত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ ছাড়াও মুখপত্র মাসিক সমাজকল্যাণ বার্তা ও কার্যক্রমভিত্তিক পোস্টার, লিফলেট, ফেস্টুন ও ব্রুশিয়র প্রকাশ এবং জাতীয় ও দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন

প্রদান করে থাকে। এছাড়া কার্যক্রম পরিচিতি, বাস্তবায়ন নীতিমালা, আইন-বিধি সংক্রান্ত গ্রন্থ মুদ্রণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। গৃহীত অন্যান্য কার্যক্রম হচ্ছে :

- ❖ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত দিকনির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য ৪ টি টিভিসি (প্রতিটি ১ মিনিট) যথা- সামাজিক নিরাপত্তা, প্রতিবন্ধিতা/অটিজম কার্যক্রম, হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ সংক্রান্ত টিভিসি প্রস্তুতপূর্বক ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার করা হয়েছে ;
- ❖ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ ব্যান্ডিং সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ;
- ❖ প্রচারণার লক্ষ্যে কার্যক্রমভিত্তিক টেলিভিশন স্পট/জিংগেল নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ;
- ❖ টিভি স্ক্রলে সমাজসেবা অধিদফতরের বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রচারণার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ;
- ❖ মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত কর্মসূচির মূল্যায়ন ও তদারকির নিমিত্ত উপপরিচালক সম্মেলনের আয়োজন ;
- ❖ বিভিন্ন পুরস্কার যেমন : একুশে পদক/স্বাধীনতা পদক/রোকেয়া পদক ইত্যাদি ক্ষেত্রে মনোনীত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের তথ্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ;
- ❖ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী সমাজসেবা অধিদফতরে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা হিসেবে তথ্য প্রদান ;
- ❖ সমাজসেবা অধিদফতরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ধারণকৃত স্থির চিত্র সংরক্ষণ ;
- ❖ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সকল প্রচারণা কার্যক্রমের ভিডিও ইউটিউবে এবং ফেসবুক পেইজ ও গ্রুপে আপলোড করা ;
- ❖ সমাজসেবা অধিদফতর এর নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.dss.gov.bd) এ নিয়মিত তথ্য হালনাগাদকরণ ইত্যাদি।

১৮.৫ মহিলাদের আর্থসামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

মহিলাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নকল্পে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করার নিমিত্তে ১৯৭৩ সালে দুটি আর্থসামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়। ঢাকার মিরপুর ও রংপুরের শালবনে প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্র দুটিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মহিলাদের পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে সক্রিয় অংশগ্রহণপূর্বক জীবনযাত্রার মান উন্নত করাই এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্দেশ্য। কেন্দ্র দুটিতে শুরু হতে এ পর্যন্ত উপকৃতের সংখ্যা মোট ১৬,৬৩০ জন। চামড়ার জিনিষপত্র তৈরি, বক-বাটিক, প্রিন্টিং, ফুল তৈরি, উল বুনুন, পুতুল তৈরি, দর্জি বিজ্ঞান, এমব্রয়ডারি, পোষাক তৈরি, বাঁশ ও বেতের কাজসহ বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ১৬২ জন মহিলাদের পুনর্বাসন করা হয়েছে।

১৮.৬ দুঃস্থ মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র

গাজীপুর জেলার টঙ্গীর দত্তপাড়াস্থ বাস্তহারা পুনর্বাসন এলাকায় বসবাসকারী গৃহহীন ও ভূমিহীন বেকারদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থসামাজিক পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে কেন্দ্রটি চালু করা হয়। প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক প্রাথমিক পর্যায়ে ৫০ জন দুঃস্থ ও বেকার মহিলাকে সংগঠিত করে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদনশীল ও কর্মোপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ কেন্দ্রটি চালু করা যাচ্ছে। টঙ্গী শিল্পাঞ্চলহওয়ায় দুঃস্থ মহিলাদের তাঁত প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রটিতে হস্তচালিত তাঁত স্থাপন করে মহিলাদের তাঁত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ কেন্দ্রের মাধ্যমে পুনর্বাসনের সংখ্যা -৬২৩।

১৮.৭ সমাজসেবায় ইনোভেশন

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২০১৩ সনে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের আলোকে সমাজসেবা অধিদফতরে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২০১৫ সনে জারিকৃত উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ২০১৫ এর আওতায় সমাজসেবা অধিদফতরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সমাজসেবা অধিদফতরের ৪২টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ শিরোনাম নিয়ে ইনোভেশন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে যা www.dss.gov.bd এর ইনোভেশন কর্নারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৯.০ সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম

সমাজসেবা অধিদফতরের প্রাতিষ্ঠান অধিশাখা অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ একটি অধিশাখা। পরিচালক (প্রতিষ্ঠান) এর নিয়ন্ত্রণাধীন এ অধিশাখার মাধ্যমে এতিম অসহায় ও পরিত্যক্ত শিশু, কিশোর-কিশোরীদের সামাজিক অবক্ষয়রোধ, শিশু-কিশোর কল্যাণ বিষয়ক ও সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিভিন্ন আবাসিক ও অনাবাসিক প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।
এ সকল কার্যক্রমের তথ্য ও অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলো:

১৯.১ শিশু কিশোর কল্যাণ বিষয়ক কার্যক্রম

১৯.১.১ সরকারী শিশু পরিবার

পিতৃমাতৃহীন বা পিতৃহীন এতিম শিশুদের ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং উপযুক্ত মর্যাদায় সমাজে পুনর্বাসনের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমে সরকারি শিশু পরিবার পরিচালনা করছে। ৫ থেকে ১৮ বছর বয়সী এতিম অর্থাৎ পিতৃহীন বা পিতৃমাতৃহীন দরিদ্র শিশুকে সরকারী শিশু পরিবারে শিশু অধিকার সুরক্ষা ও আদর যত্নে লালন পালনসহ তাদের সাধারণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, প্রশিক্ষণ চিত্তবিনোদন এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। উচ্চতর শ্রেণিতে অধ্যয়নের জন্য ভাল ফলাফল অর্জনকারী মেধাবী শিক্ষার্থীদের ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার পর ২১ বছর পর্যন্ত সরকারী শিশু পরিবারে থেকে পড়ালেখার পাশাপাশি ভরণপোষন এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সরকারী শিশুপরিবারে ৬০ উর্দ্ধ পুরুষ বা মহিলা প্রবীণদের জন্য ১০% সিট সংরক্ষণ করা হচ্ছে। বর্তমানে সমগ্র দেশের সকল জেলায় ৮৫টি সরকারী শিশু পরিবার পরিচালিত হচ্ছে। যার বিবরণ নিন্মরূপঃ

(ক) মোট সরকারি শিশু পরিবারের সংখ্যা-৮৫টি, আসন সংখ্যা-১০,৩০০ জন।
(খ) বালক শিশু পরিবারের সংখ্যা-৪৩টি, আসন সংখ্যা-৫,৪০০ জন।
(গ) বালিকা শিশু পরিবারের সংখ্যা-৪১টি, আসন সংখ্যা-৪,৮০০ জন।
(ঘ) মিশ্র শিশু পরিবারের সংখ্যা-১টি, আসন সংখ্যা (বালক-৫০ জন, বালিকা-৫০ জন)।
এ যাবত পুনর্বাসনের সংখ্যা=৫৯,২৮৯ জন

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে নিবাসিদের ভরণপোষণ খাতে বরাদ্দ=৩২,১৩,৬০,০০০/- টাকা (২৬০০ টাকা হারে)।

১৯.১.২ ছোটমণি নিবাস (বেবি হোম)

পিতৃ-মাতৃ পরিচয়হীন ০-৭ বছর বয়সী পরিত্যক্ত/পাচার হতে উদ্ধারকৃত শিশুদের ছোটমনি নিবাসে লালনপালন করা হয়। সমাজসেবা অধিদফতর ৬ বিভাগে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট ও বরিশাল) অবস্থিত প্রতিটি ১০০ আসন বিশিষ্ট ৬টি ছোটমনি নিবাসে শিশুদের মাতৃস্নেহে প্রতিপালন, রক্ষণাবেক্ষণ, খেলাধুলা ও সাধারণ শিক্ষা প্রদান করছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে পরিত্যক্ত নবজাতক শিশু, পাচারকারীদের নিকট থেকে উদ্ধারকৃত শিশু, বিপন্ন শিশু, অজ্ঞাত পরিচয়ের কুড়িয়ে পাওয়া শিশুদের থানায় জিডিকরণের মাধ্যমে ভর্তি করা হয়।
এ যাবত পুনর্বাসনের সংখ্যা=১,৩২৭ জন।
২০১৮-১৯ অর্থ বছরে নিবাসিদের ভরণপোষণ খাতে বরাদ্দ=১,৮৭,২০,০০০/- টাকা (২৬০০ টাকা হারে)

১৯.১.৩ দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র

নিম্ন আয়ের কর্মজীবী মহিলাদের ৫-৯ বছর বয়সের শিশু সন্তানদের মায়ের অনুপস্থিতে মাতৃস্নে পালন, নিরাপত্তা, শিক্ষা, খেলাধুলার ব্যবস্থাসহ সঠিক পরিচর্যা করার নিমিত্ত ঢাকার আজিমপুরে ১৯৬২ সালে দিবাকালীন শিশুযত্ন কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। কর্মজীবি মায়েদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ৪-৮ বছর বয়সী শিশুদেরকে সরাসরি ভর্তি করা হয়। সকাল ৭.০০ ঘটিকায় শিশুরা কেন্দ্রে আসে এবং বিকেল ৫.০০ ঘটিকায় মা অথবা অভিভাবক এসে শিশুদের বাড়ী নিয়ে যায়। এ কেন্দ্রে (ক) ভরণ-পেষন, (খ) সাধারণ শিক্ষা, (গ) ধর্মীয় শিক্ষা, (ঘ) স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা এবং (ঙ) খেলাধুলা ও বিনোদন এর ব্যবস্থা রয়েছে।
দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্রের সংখ্যা-১টি, আসন সংখ্যা-৫০ জন।
এ যাবত পুনর্বাসনের সংখ্যা=৮,৩৪৫ জন।
২০১৮-১৯ অর্থ বছরে নিবাসিদের ভরণপোষণ খাতে বরাদ্দ=৭,৫০,০০০/- টাকা (১২৫০ টাকা হারে)

১৯.১.৪ দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

দুঃস্থ শিশুদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজে সঠিক ভাবে পুনর্বাসিত করার উদ্দেশ্যে গাজীপুর জেলার কোনাবাড়ী, চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গনিয়ায় ছেলেদের জন্য ২টি ও গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়ায় মেয়েদের জন্য ১টি প্রতিষ্ঠান চালু রয়েছে।

১৯.১.৫ শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র

আইনের সাথে সংঘর্ষে জড়িত বা সংস্পর্শে আসা শিশুদের সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করতে শিশু আইন ২০১৩ এবং প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অর্ডিনেন্স ১৯৬০র বিধিবিধান প্রতিপালনে কাজ করছে। ১৯৭৮ সালে গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে ১টি ও পরবর্তীতে যশোর জেলার পুলেরহাটে, ও কোনাবাড়ী, গাজীপুরে ২টি সহ মোট ৩টি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহে আইনের

সংস্পর্শে আসা শিশু ও অভিভাবক কর্তৃক প্রেরীত শিশুদের কেইস ওয়ার্ক, গাইডেন্স, কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে মানসিকতার উন্নয়ন, ডাইভারশন ইত্যাদি স্বীকৃত পদ্ধতিতে রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণ-পোষণ,শিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মক্ষম ও উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে সমাজে পুনর্বাসিত/আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানে মোট আসন সংখ্যা ৬০০ জন। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৩৪৮৫ জনকে এবং শুরু থেকে এপযর্ন্ত ৩২০৬৬ জনকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

১৯.১.৬ ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত বেসরকারী এতিমখানা

পিতৃহীন বা পিতৃমাতৃহীন সকল এতিম শিশুদের লালন পালনের জন্য বেসরকারিভাবে এতিমখানা পরিচালনা করে আসছে। বেসরকারি এ সকল এতিমখানা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সমাজসেবা অধিদফতর হতে সহযোগিতা প্রদান করা হয়। বেসরকারিভাবে এতিমখানাসমূহ প্রথমতঃ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৬১ অনুযায়ী নিবন্ধন প্রদান এবং পরবর্তীতে নিবন্ধন প্রাপ্ত বেসরকারি এতিম খানা সমূহের শিশুদের প্রতিপালন, চিকিৎসা এবং শিক্ষা প্রদানের জন্য আর্থিক সহায়তা করা হয় যা ক্যাপিটেশন গ্রান্ট নামে পরিচিত। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৩,৮৮৬ টি বেসরকারি এতিমখানার ৮৭৫০০ জন নিবাসীকে ভরণপোষনের জন্য (জুলাই/১৮ হতে জুন/১৯) সরকারি অনুদান (ক্যাপিটেশন গ্রান্ট) বাবদ ১০৫ (একশ পাঁচ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। জনপ্রতি মাসিক বরাদ্দ ১ হাজার টাকা।

১৯.২ সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ কার্যক্রম

সমাজসেবা অধিদফতর সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন কারণে পথভ্রষ্ট এবং অনৈতিক এবং অসামাজিক কাজের সাথে জড়িত মেয়েদের অনাকাঙ্খিত পেশা হতে উদ্ধার করে তাদের ভরণপোষণ ও শিক্ষা প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসন, পিতৃ/মাতৃহীন এতিম শিশুদের ভরণপোষণ ও শিক্ষা প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসনের নিমিত্ত সরকারি শিশু পরিবার এবং মহিলা ও শিশু-কিশোর হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র (সেফ হোম) কেন্দ্র পরিচালনা করছে।

১৯.২.১ সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র

২০১৫ সালে বস্তি সুমারি হিসাব অনুযায়ী রাজধানীতে প্রায় সত্তর হাজারের বেশি ভাসমান মানুষের সংখ্যা রয়েছে। এরা নিজেকে বাঁচাতে ও পরিবারের খাবার সংগ্রহ করতে বিভিন্ন ধরনের অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া ভাসমান জনগোষ্ঠির বড় একটি অংশ ভিক্ষা বৃত্তিতে জড়িত। দেশের সমাজসেবা অধিদফতরের আওতায় ৬(ছয়)টি সরকারী আশ্রয় কেন্দ্র গুলি এইসব ছিন্নমূল জনগোষ্ঠিকে রক্ষণাবেক্ষণ,ভরণপোষণ, চিকিৎসা, উপর্যুক্ত শিক্ষা, ধর্মীয় অনুশাসন, নিয়মিত কাউন্সেলিং ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদেরকে কর্ম উৎপাদনশীল দক্ষ নাগরিক হিসেবে গোড়ে তোলে যা দেশের মানব উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র নিরসনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ন প্রভাব ফেলে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৭৩৬ জনকে এবং শুরু থেকে এ পযর্ন্ত ৫৩,৩৮৬ জনকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

১৯.২.২ সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

সামাজিক প্রতিবন্ধী অর্থাৎ যৌনাচারে নিয়োজিত যাদের বয়স ১৮ বছরের উর্ধ্বে নয় তাদেরকে বিদ্যমান শিশু আইন, ২০১৩; নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় (ব্যক্তি) পুনর্বাসন আইন, ২০১১ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান মোতাবেক বিভিন্ন যৌনপল্লী ও অন্যান্য স্থান থেকে উদ্ধারকৃত কিশোরী ও কন্যা শিশুর নাম নিবন্ধনপূর্বক দেশের ০৬ বিভাগে অবস্থিত ০৬টি সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। প্রত্যেক নিবাসীর আবাসন ব্যবস্থার পাশাপাশি তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য নিয়মিত কাউন্সেলিং শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, ধর্মীয় অনুশাসন, ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ও মনিটরিং এর মাধ্যমে মানসিক উৎকর্ষ সাধন এবং অবৈধ যৌনাচারের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতনতা ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৩৮ জনকে এবং শুরু থেকে এ পযর্ন্ত ১১৯১ জনকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

১৯.২.৩ মহিলা ও শিশু কিশোরী হেফাজতিদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র (সেফ হোম)

শিশু আইন ২০১৩ বা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ বা অন্য কোন আইনের সংস্পর্শে আসা আদালতের পরবর্তী নির্দেশনার জন্য অপেক্ষমান অভিভাবকহীন/নিরাপত্তাহীন নারী, শিশু ও কিশোরীদের ন্যায় বিচার প্রাপ্তির লক্ষ্যে দেশের ৬ বিভাগে (বরিশাল, সিলেট, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা ও ঢাকা) ৬টি কেন্দ্র ৫০ জন করে মোট ৩০০টি আসন বিশিষ্ট নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিভিন্ন কারণে আটক মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের কারাগারে দুর্বিসহ এবং অমানবিক পরিবেশ হতে নিরাপদ হেফাজতসহ রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণপোষণ, উদ্বুদ্ধকরণ, কাউন্সিলিং ও আত্মোপলব্ধির জন্য সরকার সমাজসেবা অধিদফতরের

সরকারী আশ্রয় কেন্দ্র, মিরপুর, ঢাকা এবং অন্যান্য বিভাগে মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র (SAFE CUSTODY HOME) প্রতিষ্ঠা করেছে। যে সমস্ত নিবাসীর আইনগত সহায়তা প্রদানের প্রয়োজন তাদেরকে আইনগত সহায়তা প্রদানের বিষয়ে সহযোগিতা দেয়া হয়।

এ যাবত পুনর্বাসনের সংখ্যা=৮,৮৯৩ জন।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে নিবাসিদের ভরণপোষণ খাতে বরাদ্দ=৯৬,৬০,০০০/- টাকা (২৬০০ টাকা হারে)

১৯.৩ প্রতিবন্ধী বিষয়ক কার্যক্রম

সমাজসেবা অধিদফতর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ ও উন্নয়ন এবং তাদের পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এ কর্মসূচির মধ্যে দেশের ৬৪টি জেলায় ৬৪টি সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম, ১টি জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, ৫টি সরকারি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়, ১টি মানসিক শিশুদের প্রতিষ্ঠান, ৭টি বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়, ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন গ্রামীণ উপকেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে।

১৯.৩.১ মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩, নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩, শিশু আইন ২০১৩ ইত্যাদি আইনের বিধিবিধান প্রতিপালনে কাজ করছে সমাজসেবা অধিদফতর। অন্যান্য প্রতিবন্ধী শিশুদের ন্যায় মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে সুস্থ্য ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম জেলার রউফাবাদে মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান, রউফাবাদ, চট্টগ্রাম, মোট আসন সংখ্যা ১২৫ জন। এর মধ্যে আবাসিক ৭৫ জন এবং অনাবাসিক ৫০ জন । বর্তমানে নিবাসীর সংখ্যা ১৬৫জন এবং এ পযর্ন্ত পুর্নবাসনের সংখ্যা ১২০ জন।

১৯.৩.২ সরকারি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়

দেশের ৪(চার)টি বিভাগে (ঢাকা ,খুলনা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী) ১৯৬২ সাল থেকে পরিচালিত পিএইচটি সেন্ট্রার (শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র) এর অভ্যন্তরে ৪টি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া ১৯৬৪ সালে বরিশালে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ১টি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। বর্তমানে ৫(পাঁচ)টি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষাদান,দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক/অনাবাসিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান;আবাসিক ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে ব্রেইল বই সরবরাহ, সহায়ক শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, ভরণ-পোষণ, চিকিৎসা সেবা, খেলাধুলা, চিত্ত বিনোদনের ও পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করে থাকেন। মোট আসন সংখ্যা ৩৪০। এ পযর্ন্ত পুর্নবাসনের সংখ্যা ২৬৬৮ জন।

১৯.৩.৩ সরকারি বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়

দেশের ৪(চার)টি বিভাগে (ঢাকা ,খুলনা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী) ১৯৬২ সাল থেকে পরিচালিত পিএইচটি সেন্ট্রার (শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র) এর অভ্যন্তরে ৪টি বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। পরবর্তীতে ১৯৬৪ সালে ফরিদপুর, চাঁদপুর ও ১৯৮১ সালে সিলেট ও ঝিনাইদহ জেলায় ১টি করে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারি বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। বর্তমানে ৮টি সরকারি বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় এর মোট আসন সংখ্যা- ৭৫০ । শ্রবণ প্রতিবন্ধী এ সকল প্রতিষ্ঠানে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। এ পযর্ন্ত পুর্নবাসনের সংখ্যা ৫৭৬৩ জন।

১৯.৩.৪ সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম

১৯৭৪ সালে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কাযর্ক্রম চালু করা হয়। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুরা যাতে শিক্ষার সুযোগ পায় এবং তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসূচির পরিবর্তে স্থানীয় বিদ্যালয়ে চক্ষুমান শিক্ষার্থীদের সাথে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় পড়াশুনা করতে পারে এবং নিজস্ব পরিবেশ ও অবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে চলাফেরা করতে পারে সে উদ্দেশ্যে সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক ৬৪ জেলা শহরে ৬৪টি সাধারণ স্কুলে ১০ আসন বিশিষ্ট সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। আবাসিক প্রতিষ্ঠানসমুহে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। এসকল প্রতিষ্ঠানে মোট আসন সংখ্যা ৬৪০টি। এ পযর্ন্ত পুর্নবাসনের সংখ্যা ১২১১ জন।

১৯.৩.৫ জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পূনর্বাসন কেন্দ্র (টি,আর,সি,বি)

বয়স্ক অন্ধদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সালে টঙ্গীতে এ কেন্দ্রটি চালু করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানে বয়স্ক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিভিন্ন প্রকার কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি আবাসিক সুবিধাসম্পন্ন। জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (টিআরসিবি), স্টেশন রোড, টংগী,গাজীপুর, আসন সংখ্যা-৫০ জন। উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের ৪(চার) হাজার টাকা হারে পুর্নবাসন ভাতা প্রদান করা হয়।

১৯.৩.৬ শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (ই,আর,সি,পি,এইচ)

১৯৭৮ সালে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, বাক-শ্রবণ ও শারীরিক প্রতিবন্ধী যুবকদেরকে বিভিন্ন প্রকার কারিগরী প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে কেন্দ্রটি চালু করা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানে সফলভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা হারে পুনর্বাসন অনুদান প্রদান করা হয়। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (ইআরসিপিএইচ), টংগী, গাজীপুরে আসন সংখ্যা-৮৫ জন।

১৯.৩.৭ ব্রেইল প্রেস

ব্রেইল প্রেসের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র/ছাত্রীদের ব্রেইল বই উৎপাদন এবং ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে বিতরণ করা হয়। এ ছাড়া বাগেরহাট জেলার ফকিরহাটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পল্লী পুনর্বাসন কেন্দ্রে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

২০. শিশুদের উন্নয়ন ও কল্যাণে পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম

২০.১ চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) প্রকল্প, ফেইজ-২ :

- ১০০৭ জন পিতৃ-মাতৃহীন ও সামাজিক সুবিধা বঞ্চিত শিশুকে বাল্য বিবাহ রোধ, স্কুল থেকে ঝড়ে পড়া রোধ ও শিশু শ্রম থেকে রক্ষার জন্য কেস ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা (CCT) প্রদান করা হয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদফতরের ৩০ জন কর্মকর্তা ও সমাজকর্মীকে মৌলিক সমাজসেবা প্রশিক্ষণ (BSST) ও পেশাগত সমাজসেবা প্রশিক্ষণ (PSST) প্রদান করা হচ্ছে।
- সমাজসেবা অধিদফতরের বিভিন্ন স্তরের ২২ কর্মকর্তাকে শিশু আইন-২০১৩ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদফতরের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা, সমাজকর্মী, সেবসরকারি সংস্থা সুরভি ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর সমাজকর্মীসহ মোট ২৬৯ জন কেস ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, শহর সমাজসেবা কার্যালয় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ১৬৬ টি মাসিক কেস কনফারেন্স সভার আয়োজন করা হয়েছে, এ সভায় মোট ১৪৯৭ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল।
- বেসরকারি সংস্থা অপরাজেয়-বাংলাদেশের মাধ্যমে মোট ১৪২৩২ জন সুবিধা বঞ্চিত ও শ্রমের ঝুঁকিতে থাকা শিশুকে বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয়েছে।

Child help line "১০৯৮" কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত সাফল্য ঃ

- ৩৮৪ জন শিশুর বাল্য বিবাহ বন্ধ করা হয়েছে।
- ৯৮৪ জন শিশুকে বিদ্যালয়ে পড়াশুনার ব্যাপারে, স্কুল শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটি ও অভিভাবকের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- ৮০৫ জন শিশুর নির্যাতনের তথ্য পাওয়া গিয়াছে।
- ২৬৭৭ জন শিশুকে আইনী সহায়তায় পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- ৫১৪৭৯ জন শিশুকে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য প্রদান হয়েছে।
- ৪২০৪ জন শিশুকে বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী সংস্থা ও পতিষ্ঠানের সাথে সেবা গ্রহণের জন্য যোগযোগ/ লিংক করিয়ে দেয়া হয়েছে।
- ১২৪৪ জন শিশুকে মনোবিজ্ঞান সেবা/ কাউন্সিলিং সেবা প্রদান করা হয়েছে।

২০.২ শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

গাজীপুর, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, রংপুর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, বরগুনা, কক্সবাজার, জামালপুর ও শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় পরিচালিত ১৩টি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত বিপন্ন শিশুদের সেবা

প্রদান করে পরিবার বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে পুনঃএকীকরণ/পুনর্বাসন নিশ্চিত করা হয়। "প্রতিটি কেন্দ্রে পৃথক ভবনে সর্বোচ্চ ১০০ ছেলে শিশু ও ১০০ মেয়ে শিশুর আবাসন সুবিধা রয়েছে। আগস্ট ২০১২ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ১২ টি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ১০,৫৬১ জন (৫,৩২০ জন ছেলে ও ৫,২৪১ জন মেয়ে) শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ৮,৩৬৯ জন (৪,২৬৩ জন ছেলে ও ৪,১০৬ জন মেয়ে) শিশুকে তাদের পরিবার, আত্মীয় কিংবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে পুনঃএকীকরণ বা পুনর্বাসন করা হয়েছে। বর্তমানে কেন্দ্রসমূহে মোট ২,১৯২ জন (১,০৫৭ জন ছেলে ও ১,১৩৫ জন মেয়ে) শিশু অবস্থান করছে।সমাজসেবা অধিদফতর কর্তক ২০১৮- ২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় পরিচালিত উন্নয়ন প্রকল্প সমাজসেবা অধিদফতরাধীন ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত ৩৮টি প্রকল্পের মধ্যে ১০টি নতুন অনুমোদিত। ৩৮টি প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে ২৪৫ কোটি ০৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। এর মধ্যে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ০৬টি প্রকল্পের অনুকূলে ৯৪ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা, সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত ৩০টি প্রকল্পের অনুকূলে ১৩৭ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ০২টি প্রকল্পের অনুকূলে জিওবি ১ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ১১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকার বরাদ্দ আছে। বরাদ্দকৃত ২৪৫ কোটি ০৮ লক্ষ টাকার মধ্যে ২২৪ কোটি ৭৪ লক্ষ ২০ হাজার ১ শত টাকা ব্যয় হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ৯২% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৭%।

ক) সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প : (০৬টি)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দ	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জুন/২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়
১.	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ এবং সম্প্রসারণ (মেয়াদকাল জুলাই/২০১৬ - ডিসেম্বর/১৯)	৩৩৩১.০০	৩২৩৪.৯২
২.	জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি (জুলাই/১৭- ডিসেম্বর/১৯)	৮০৪.০০	৭১৩.০৩৮
৩.	সমাজসেবা অধিদফতরের মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা সফটওয়ার (জুলাই/১৭- জুন/১৯)	৬৮৯.০০	৬৭১.১৫২
৪.	বাংলাদেশ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়ন,, (জুলাই/১৭- জুন/২০২০)	১৬০০.০০	১৫৯৮.৯৯
৫.	এস্টাবলিশমেন্ট অব স্যোসাল সার্ভিসেস কমপেক্স ইন ৬৪ ডিসট্রিক্ট (১ম পর্যায়, ২২টি জেলায়) (জুলাই/১৭-জুন/২০)	২৮৬৪.৭৫	২৫৯৮.৯৯
৬.	সরকারি শিশু পরিবার এবং ছোটমণি নিবাস নির্মাণ/পুন:নির্মাণ (জুলাই, ২০১৮ - জুন, ২০২১)	১৮০.০০	৭২.৮৪
	মোট=	৯৪৬৮.০০	৮৮৮৩.৪২

খ) সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত প্রকল্প : (৩০টি)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দ			২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জুন/২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়		
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
১.	কন্সট্রাকশন অব ফাইভ স্টোরেড ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন সেন্ট্রাল অফিস কাম কমিউনিটি হল এট বালাশপুর, ময়মনসিংহ (জুলাই/১৩- মার্চ/২০১৯)	৯৫.০০	৯৫.০০	-	৯৫.০০	৯৫.০০	-
২.	এস্টাবলিশমেন্ট অব মুন্সিগঞ্জ ডায়াবেটিক হসপিটাল (জানুয়ারি/১৫-জুন/১৯)	৮৪৪.৪৬	৮৪৪.৪৬	-	৮৪১.৮১৩	৮৪১.৮১৩	-
৩.	জামালপুর জেলায় সুইড স্কুল ভবন নির্মাণ (জুলাই/১৬- জুন/১৯)	২৮০.০০	২৮০.০০	-	৭৩.৪৫	৭৩.৪৫	-

৪.	এস্টাবলিশমেন্ট অব জামালপুর ডায়াবেটিক হসপিটাল (জানুয়ারি, ২০১৬- ডিসেম্বর, ২০১৯)	৫৬২.০০	৫৬২.০০	-	৫৬২.০০	৫৬২.০০	-
৫.	এক্সপানশন এন্ড ডেভলপমেন্ট অব প্রয়াস (ফেইজ-২) এট ঢাকা, ক্যান্টনমেন্ট (জুলাই, ২০১৬- জুন, ২০১৯)	৭৭২.০০	৭৭২.০০	-	৭৪২.৮৩	৭৪২.৮৩	-
৬.	এস্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া (জুলাই, ২০১৬-জুন, ২০১৯)	১১৫১.১৮	১১৫১.১৮	-	৮৯০.৪৭৬	৮৯০.৪৭৬	-
৭.	এস্টাবলিশমেন্ট অব শহীদ এটিএম জাফর আলম ডায়াবেটিক এ্যান্ড কমিউনিটি হসপিটাল, উখিয়া, কক্সবাজার (সংশোধিত) (জানুয়ারি/১৭- জুন/১৯)	৬০৯.০০	৬০৯.০০	-	৬০৯.০০	৬০৯.০০	-
৮.	আমাদের বাড়িঃ সমন্বিত প্রবীণ ও শিশু নিবাস (জুলাই/১৬- জুন/১৯)	৮০৮.০০	৮০৮.০০	-	৫৩০.০০	৫৩০.০০	-
৯.	কন্স্ট্রাকশন অব ভকেশনাল ট্রেনিং এন্ড রিহেবিলিটেশন সেন্টার ফর দি ডিজএ্যাবলড এট সিআরপি, মানিকগঞ্জ (জানুয়ারি/২০১৭-ডিসেম্বর/২০১৯)	২২৯.৫০	২২৯.৫০	-	২২৯.৫০	২২৯.৫০	-
১০.	ডেভেলপমেন্ট এন্ড মর্ডানাইজেশন অব পঞ্চগড় ডায়াবেটিক, হসপিটাল (জানুয়ারি/১৭- জুন/২০১৯)	৭৭৭.০০	৭৭৭.০০	-	৭৪৬.০৬	৭৪৬.০৬	-
১১.	এস্টাবলিশমেন্ট অব নেত্রকোনা ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি/১৫- জুন/২০১৯) (প্রস্তাবিত জুন/২০২০)	২৯২.৭০	২৯২.৭০	-	২৯২.৬৮	২৯২.৬৮	-
১২.	বিশ শয্যা বিশিস্ট পীরগঞ্জ ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণ,ঠাকুরগাঁও (জুলাই/১৭- জুন/২০)	২৩৩.০০	২৩৩.০০	-	১৮৩.০০	১৮৩.০০	-
১৩.	ওয়াজেদা কুদ্দুস প্রবীণ নিবাস এবং পশ্চাৎপদ কিশোর-কিশোরীদের জন্য কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (জুলাই/১৭- জুন/২০)	১৮৫৩.০০	১৮৫৩.০০	-	১৮৫৩.০০	১৮৫৩.০০	-
১৪.	জালালাউদ্দিন আহমেদ ফাউন্ডেশন কমিউনিটি ভিত্তিক মা, শিশু ও ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণ (জুলাই/২০১৭- জুন/২০২০)	২৪৯.০০	২৪৯.০০	-	২৪৯.০০	২৪৯.০০	
১৫.	মাগুরা ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (জুলাই/১৭- জুন/২০)	১.০০	১.০০	-	০.০০	০.০০	
১৬.	বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা এবং বিবিধ প্রশিক্ষণ কার্যাবলীর মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত ও দারিদ্র প্রতিবন্ধী এবং অটিস্টিক ব্যক্তিদের টেকসই অর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পুনর্বাসন কর্মসূচি (জানুয়ারি/২০১৮ - ডিসেম্বর/ ২০২০)	৩০১.০০	৩০১.০০	-	২৯৫.১৯	২৯৫.১৯	
১৭.	কুমিল্লা ১০০শয্যা, বিশিষ্ট বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন (জুলাই/১৭- জুন/২০)	১০.০০	১০.০০	-	০.০০	০.০০	-

১৮.	গাউসুল আযম বিএনএসবি আই হসপিটাল, দিনাজপুর-এ গ্লুকোমা, রেটিনা ও কর্ণিয়া সাব-স্পেসিয়ালটি ইউনিট স্থাপন (জানুয়ারি/১৮- জুন/১৯) (প্রস্তাবিত জুন/২০)	৩০০.০০	৩০০.০০	-	২২৫.০০	২২৫.০০	-
১৯.	রজধানীতে হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সদাচারণ প্রশিক্ষণ (জুলাই/১৮- জুন/১৯ পর্যন্ত)	২১৫.০০	২১৫.০০	-	২০০.৩৮	২০০.৩৮	-
২০.	৫০ শয্যা বিশিষ্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জ ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (এপ্রিল /২০১৮ হতে জুন/২০২১)	২০০.০০	২০০.০০	-	১৯৯.৯৫	১৯৯.৯৫	-
২১.	আনন্দপুর আলহাজ্ব আহম্মদ উল্লাহ- সালেহ আহমেদ কমিউনিটি হাসপাতাল ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন (মে/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২০)	১০০০.০০	১০০০.০০	-	৯৯৭.০০	৯৯৭.০০	-
২২.	এস্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল, রাজশাহী (জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	২০০.০০	২০০.০০	-	১৬৫.০০	১৬৫.০০	-
২৩.	জাহাংগীরাবাদ সেনানিবাস, বগুড়া এর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	৬৯৪.০০	৬৯৪.০০	-	৬৬৯.০২	৬৬৯.০২	-
২৪.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ৫টি উপজেলায় নিরাপদ মাতৃত্ব (জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	৪১১.০০	৪১১.০০	-	৪০৫.৮৯২	৪০৫.৮৯২	-
২৫.	সুনামগঞ্জ ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (জুলাই/২০১৮- ডিসেম্বর/২০২০)	১০০.০০	১০০.০০	-	০.০০	০.০০	-
২৬.	ঢাকা শিশু হাসাপাতালে এ্যাডভন্সড শিশু সার্জারী এন্ড স্টেম সেল থেরাপি ইউনিট স্থাপন (জুলাই/২০১৮- ডিসেম্বর/২০২০)	১২১৫.৮০	১২১৫.৮০	-	১২১৫.৮০	১২১৫.৮০	-
২৭.	করিমপুর নুরজাহান সামসুন্নাহার মা ও শিশু বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন (জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২১)	১০০.০০	১০০.০০	-	০.০০	০.০০	-
২৮.	কুমিল্লা জেলার ৬টি উপজেরায় নিরাপদ মাতৃত্ব কার্যক্রম (২য় পর্যায়) (অক্টোবর/২০১৮- জুন/২০২১)	৫০.০০	৫০.০০	-	০.০০	০.০০	-
২৯.	হাজী নওয়াব আলী খান এতিমখানার উন্নয়ন (জানুয়ারি/২০১৯ - ডিসেম্বর/২০২১)	২০০.০০	২০০.০০		২০০.০০	২০০.০০	-
৩০.	এক্সটেনশন এন্ড মর্ডানাইজেশন অব ধর্মরাজিকা বৌদ্ধ মহাবিহার অডিটরিয়াম কমপ্লেক্স ফর দি অরফানস এন্ড আন্ডার প্রিভিলাইজড কমিউনিটি মেম্বারস অব দি সোসাইটি(নভেম্বর/২০১৪ - জুন/২০১৯)	-	-	-	-	-	-
	মোট=	১৩৭৫৩.০০	১৩৭৫৩.০০	-	১২৫১৪.২৮১	১২৫১৪.২৮১	-

গ) বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট বাস্তবায়িত প্রকল্প: (০২টি)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দ			২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জুন/২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়		
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
১.	চাইল্ড সেনসিটিভ স্যোসাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) ফেইজ-২ (জুলাই/২০১৭- জুন/২০২০)	১০০৫.০০	৩৫.০০	৯৭০.০০	৯৭৫.৮৯	৫.৮৯	৯৭০.০০
২.	Cash Transfar Modernization (CTM) (জুলাই, ২০১৮ - জুন, ২০২৩)	২৮২.০০	১৩৩.০০	১৪৯.০০	১০০.৬১	১০০.৬১	০.০০
	মোট=	১২৮৭.০০	১৬৮.০০	১১১৯.০০	১০৭৬.৫০	১০৬.৫০	৯৭০.০০

সমাজসেবা অধিদফতরাধীন ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত ০১টি উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ নেই:

ক্রম	প্রকল্পের নাম
০১	এক্সটেনশন এন্ড মডার্নাইজেশন অব ধর্মরাজিকা বৌদ্ধ মহাবিহার অডিটরিয়াম কমপ্লেক্স ফর দি অরফানস এন্ড আন্ডার প্রিভিলাইজড কমিউনিটি মেম্বারস অব দি সোসাইটি (নভেম্বর/২০১৪ - জুন/২০১৯)

সমাজসেবা অধিদফতরাধীন ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত ০৮টি উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে:

ক্রম	প্রকল্পের নাম
১.	কন্সট্রাকশন অব ফাইভ স্টোরেড ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন সেন্ট্রাল অফিস কাম কমিউনিটি হল এট বালাশপুর, ময়মনসিংহ (জুলাই/১৩- মার্চ/২০১৯)
২.	এস্টাবলিশমেন্ট অব মুন্সিগঞ্জ ডায়াবেটিক হসপিটাল (জানুয়ারি/১৫-জুন/১৯)
৩.	জামালপুর জেলায় সুইড স্কুল ভবন নির্মাণ (জুলাই/১৬- জুন/১৯)
৪.	এক্সপানশন এন্ড ডেভলপমেন্ট অব প্রয়াস (ফেইজ-২) এট ঢাকা, ক্যান্টনমেন্ট (জুলাই, ২০১৬- জুন, ২০১৯)
৫.	এস্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া (জুলাই, ২০১৬-জুন, ২০১৯)
৬.	ডেভেলপমেন্ট এন্ড মর্ডানাইজেশন অব পঞ্চগড় ডায়াবেটিক হসপিটাল (জানুয়ারি/১৭- জুন/২০১৯)
৭.	এস্টাবলিশমেন্ট অব শহীদ এটিএম জাফর আলম ডায়াবেটিক এ্যান্ড কমিউনিটি হসপিটাল, উখিয়া, কক্সবাজার (সংশোধিত) (জানুয়ারি/১৭- জুন/১৯)
৮.	এক্সটেনশন এন্ড মর্ডানাইজেশন অব ধর্মরাজিকা বৌদ্ধ মহাবিহার অডিটরিয়াম কমপ্লেক্স ফর দি অরফানস এন্ড আন্ডার প্রিভিলাইজড কমিউনিটি মেম্বারস অব দি সোসাইটি (নভেম্বর/২০১৪ - জুন/২০১৯)

সমাজসেবা অধিদফতরাধীন ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নতুন অনুমোদিত ১০টি প্রকল্পের নাম:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়		
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য/ সংস্থা
১	২	৩	৪	৫
১.	সরকারি শিশু পরিবার এবং ছোটমণি নিবাস নির্মাণ/পুন:নির্মাণ (জুলাই, ২০১৮ - জুন, ২০২১)	২৯৬৭১.৯১	২৯৬৭১.৯১	-
২.	এস্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল, রাজশাহী (জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	৪৭৯৯.৮৯	২৮৭৯.১২	১৯২০.৭৭
৩.	জাহাংগীরাবাদ সেনানিবাস, বগুড়া এর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	৩৮৯১.৫৪	৩১০৫.৪৫	৭৮৬.০৯
৪.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ৫টি উপজেলায় নিরাপদ মাতৃত্ব (জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	১০১৪.৪৩	৭৫০.০১	২৬৪.৪২
৫.	সুনামগঞ্জ ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (জুলাই/২০১৮- ডিসেম্বর/২০২০)	১৮৪৮.০৫	১৪৭৮.০৫	৩৭০.০০

৬.	ঢাকা শিশু হাসাপাতালে এ্যাডভন্সড শিশু সার্জারী এন্ড স্টেম সেল থেরাপি ইউনিট স্থাপন (জুলাই/২০১৮- ডিসেম্বর/২০২০)	২৪৪৯.০০	১৪৭০.০০	৯৭৯.০০
৭.	করিমপুর নুরজাহান সামসুন্নাহার মা ও শিশু বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন (জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২১)	৪৪২৪.০০	৩৫১৭.০৮	৯০৬.৯২
৮.	কুমিল্লা জেলার ৬টি উপজেলায় নিরাপদ মাতৃত্ব কার্যক্রম (২য় পর্যায়) (অক্টোবর/২০১৮- জুন/২০২১)	৯৮২.৪৫	৭৭১.৯৭	২১০.৪৮
৯.	হাজী নওয়াব আলী খান এতিমখানার উন্নয়ন (জানুয়ারি/২০১৯ - ডিসেম্বর/২০২১)	১৭৩০.২০	১৩৬৮.০৭	৩৬২.১৩
১০.	Cash Transfar Modernization (CTM) (জুলাই, ২০১৮ - জুন, ২০২৩)	২১৪৪৩.৭৮	৩৭৮.৮৯	২১০৬৪.৮৯

সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত সরকারি শিশু পরিবারের নিবাসী শিশুরা

তৃতীয় অধ্যায়

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

www.jpuf.gov.bd

ভূমিকা

সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ ও উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোত-াবেক আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের Vetting গ্রহণপূর্বক সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং-সকম/প্রতিবন্ধী/৪৮/৯৮-৪৩৩, তারিখ ঃ ১৬-১১-১৯৯৯ মূলে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন গঠিত হয়। বিগত ১৬-২-২০০০ তারিখ প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেট এর মাধ্যমে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশনের সংঘস্মারক ও গঠনতন্ত্র প্রকাশ করা হয়।

ভিশন ঃ

বাংলাদেশের সকল ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়ন ও তাদের স্বার্থ সুরক্ষা।

মিশন ঃ

- আন্তর্জাতিক উদ্যোগ ও সেবা মানের আলোকে এবং জাতিসংঘ ঘোষিত UNCRPD, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ ও নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩ এর আলোকে বাংলাদেশের সকল ধরণের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর স্বাভাবিক জীবন ধারণ, সম মর্যাদা, অধিকার, থেরাপি সেবা ও পুনর্বাসনে সহায়তাসহ পূর্ণ অংশগ্রহণ এবং একীভূত সমাজব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।
- প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার জন্য সামাজিক সচেতনতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সাধন।
- প্রতিবন্ধী বিষয়ক যাবতীয় কার্যক্রম সমন্বয় সাধন এবং জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণ ও নীতি বাস্তবায়ন বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন।

প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের মাধ্যমে বিনামূল্যে Early Intervention সেবা

২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-২০১৫ সময়কালে সারাদেশের ৬৪টি জেলা ও ৩৯টি উপজেলায় সর্বমোট ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এসব কেন্দ্রে ফিজিওথেরাপি, ক্লিনিক্যাল ফিজিওথেরাপি, ক্লিনিক্যাল অকুপেশনাল থেরাপি, ক্লিনিক্যাল স্পিচ এ্যান্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপি এর মাধ্যমে অটিজমের শিকার শিশু/ব্যক্তি এবং অন্যান্য ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিনামূল্যে নিয়মিত থেরাপি সেবা, হিয়ারিং টেস্ট, ভিজুয়্যাল টেস্ট, কাউন্সেলিং, প্রশিক্ষণ সেবা এবং বিনামূল্যে সহায়ক উপকরণ হিসেবে কৃত্রিম অংগ, হুইল চেয়ার, ট্রাইসাইকেল, ক্র্যাচ, স্ট্যান্ডিং ফ্রেম, ওয়াকিং ফ্রেম, সাদাছড়ি, এলবো ক্র্যাচ ইত্যাদি এবং আয় বর্ধক উপকরণ হিসেবে সেলাই মেশিন প্রদান করা হচ্ছে। ০২ এপ্রিল ২০১০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র শীর্ষক কর্মসূচি উদ্বোধন করেন। এ কর্মসূচি পর্যায়ক্রমে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হবে। উক্ত কেন্দ্রসমূহে নিবন্ধিত রোগীর সংখ্যা ৯৮,০৯৪ জন। সেবা সংখ্যা (Service Transaction) ১৪,৩৪,৯০৩ জন। কৃত্রিম অংগ, হুইল চেয়ার, ট্রাইসাইকেল, ক্রাচ, স্ট্যান্ডিং ফ্রেম, ওয়াকিং ফ্রেম, সাদাছড়ি, এলবো ক্রাচ, আয়বর্ধক উপকরণ হিসেবে সেলাই মেশিনসহ মোট ১৪,১৯৭ টি সহায়ক উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাঝে বিনামূলে ৮ হাজার বিভিন্ন ধরণের সহায়ক উপকরণ (যেমন-স্মার্ট হোয়াইট ক্যান, হুইল চেয়ার, হিয়ারিং এইড ইত্যাদি) বিতরণের লক্ষামাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২ হাজার সহায়ক উপকরণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৬ হাজার সহায়ক উপকরণ ক্রয় প্রক্রিয়া চলমান, যা জুন ২০২০ এর মধ্যে ক্রয়পূর্বক বিতরণ করা হবে।

❑ অটিজম রিসোর্স সেন্টার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২ এপ্রিল ২০১০ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে অটিজম রিসোর্স সেন্টারের কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন। বর্তমানে ১ জন সিনিয়র সাইকোলজিস্ট, ১ জন সহকারী সাইকোলজিস্ট ও ১ জন কনসালট্যান্ট (ফিজিওথেরাপিস্ট) কর্মরত আছেন। তাদের মাধ্যমে অটিজমের শিকার শিশু ও ব্যক্তিবর্গকে উক্ত সেন্টার থেকে বিনামূল্যে নিয়মিত ভিন্ন ধরণের থেরাপি সেবা, গ্রুপ থেরাপি, দৈনন্দিন কার্যবিধি প্রশিক্ষণসহ রেফারেল ও অটিজম সমসম্যাগ্রস্থ শিশুদের পিতা-মাতাদের কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। উক্ত অটিজম রিসোর্স সেন্টারটির জনবল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল বিধায় সংলগ্ন মিরপুর প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের জনবলের

সহযোগিতায় অটিজম রিসোর্স সেন্টারের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০১০ সালে চালু করা হয়। অটিজমের শিকার ১৮৭৫ জন শিশু ও ব্যক্তিকে বিনামূল্যে ম্যানুয়াল ও Instrumental থেরাপি সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে।

(ক) সেবাসমূহঃ

- সনাক্তকরণ
- এসেসমেন্ট
- অকুপেশনাল থেরাপি
- স্পিচ এ্যান্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপি
- ফিজিওথেরাপি
- কাউন্সেলিং
- রিসোর্স বেইজড সেমিনার
- গ্রুপ থেরাপি প্রদান
- দৈনন্দিন কার্যবিধি প্রশিক্ষণসহ রেফারেল সেবা প্রদান
- অটিস্টিক শিশুদের পিতা-মাতাদের কাউন্সেলিং সেবা প্রদান

(খ) সেবা গ্রহণকারী ঃ

(ক) অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার (ASD)
(খ) বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা (ID)
(গ) সেরিব্রাল পালসি (CP)
(ঘ) ডাউন সিনড্রোম (DS)

❑ স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম

অক্টোবর, ২০১১ সালে ফাউণ্ডেশন ক্যাম্পাসে একটি সম্পূর্ণ অবৈতনিক স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম চালু করা হয়। পরবর্তীতে ঢাকা শহরে মিরপুর, লালবাগ, উত্তরা ও যাত্রাবাড়ী, ৬টি বিভাগীয় শহরে ৬টি (রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, রংপুর ও সিলেট) এবং গাইবান্ধা জেলায় ১টি সহ মোট ১১টি স্কুল চালু করা হয়েছে। উক্ত স্কুলে বিএসএড ডিগ্রীপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কেয়ার গিভারের এর সমন্বয়ে স্কুলগুলো পরিচালিত হচ্ছে।উক্ত স্কুলগুলোতে অটিজম ও এনডিডি সমস্যাগ্রস্থ শিশুদের অক্ষর জ্ঞান, সংখ্যা, কালার, ম্যাচিং, এডিএল, মিউজিক, খেলা-ধূলা, সাধারজ্ঞান, যোগাযোগ, সামাজিকতা, আচরণ পরিবর্তন এবং পুনর্বাসন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ সব স্কুলে মোট ১৪৭ জন অটিজম সমস্যাগ্রস্থ শিশু বিনামূল্যে লেখাপড়া করা করার সুযোগ পাচ্ছে।

❑ অটিজম ও এনডিডি কর্ণার সেবা

Early Detection, Assessment I Early Intervention নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের আওতায় পরিচালিত ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে একটি করে অটিজম ও নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী (এনডিডি) কর্ণার' স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ১০৩টি কেন্দ্রে কর্মরত কনসালট্যান্ট (ফিজিওথেরাপি), ক্লিনিক্যাল ফিজিওথেরাপিস্ট, ক্লিনিক্যাল অকুপেশনাল থেরাপিস্ট, ক্লিনিক্যাল স্পিচ এ্যান্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপিস্ট, থেরাপি সহকারী, টেকনিশিয়ান-১(অডিওমেট্রি) এবং টেকনিশিয়ান-২ (অপটোমেট্রি) তাদের নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে অটিজম সমস্যাগ্রস্থ শিশু/ব্যক্তিদের নিম্নোক্ত সেবা প্রদান হচ্ছেঃ

- সনাক্তকরণ
- ফিজিওথেরাপি
- অকুপেশনাল থেরাপি
- স্পিচ এ্যান্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপি
- অডিওমেট্রি
- অপটোমেট্রি
- সাইকো সোস্যাল কাউন্সেলিং
- গ্রুপ থেরাপির মাধ্যমে খেলাধুলা ও প্রশিক্ষণ
- অভিভাবকদের কাউন্সেলিং।

❑ ভ্রাম্যমাণ ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিস (মোবাইল ভ্যান এর মাধ্যমে)

প্রত্যন্ত অঞ্চলের অটিজমসহ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে ৩২টি ভ্রাম্যমান থেরাপি ভ্যান এর মাধ্যমে বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, হিয়ারিং টেস্ট, ভিজুয়্যাল টেস্ট, কাউন্সেলিং, প্রশিক্ষণ, সহায়ক উপকরণ ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। উক্ত ভ্যানের মাধ্যমে ৫২,০১২ জন ব্যক্তি সেবা গ্রহণের জন্য নিবন্ধিত হয়েছে এবং তাদেরকে প্রদত্ত সেবা সংখ্যা (Service Transaction) ১,৩৯,০৮৮ জন।

❑ অটিজম সমস্যাগ্রস্থ সন্তানদের পিতা-মাতা/অভিভাবক ও কেয়ার গিভারদের প্রশিক্ষণ

বিভিন্ন জেলা/উপজেলাসহ তৃণমূল পর্যায়ে ১৫০ জন অটিজম ও এনডিডি সমস্যাগ্রস্থ সন্তানের অভিভাবক/পিতা-মাতা/কেয়ার গিভারকে দৈনন্দিন জীবন যাপন ব্যবস্থা, আচরণগত সমস্যা, সাধারণ শিক্ষা ও সামাজিকতাসহ দৈনন্দিন কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

❑ ক্ষুদ্র ঋণ ও অনুদান কার্যক্রম

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে অনুদান/ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী ফাউন্ডেশনের কল্যাণ তহবিল থেকে ২০০৩-২০০৪ হতে ২০১৪-২০১৫ সাল পর্যন্ত প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন ও পুর্নবাসনের লক্ষ্যে মোট ১১ কোটি টাকা ঋণ ও অনুদান হিসেবে বেসরকারি সংস্থার মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বেসরকারি সংস্থার মাঝে ১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ব্যক্তি পর্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রায় ৮ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

কর্মজীবী প্রতিবন্ধী পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল

চাকুরী প্রত্যাশি ও কর্মক্ষম প্রতিবন্ধী মানুষের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে ৩২ আসন বিশিষ্ট ১টি পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল চালু করা হয়েছে। উপকারভোগীর সংখ্যা ৬০ জন। এছাড়া, উক্ত হোস্টেলে মোঃ আলী নামক একজন অটিস্টিক ব্যক্তিকে 'হোস্টেল বয়' হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

❑ দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে কর্মরত জনবলকে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক্ষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।২০১৮-২০১৯ সালে ৬৩০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

❑ পিতৃ-মাতৃহীন প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস

জাতীয় জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে ফাউন্ডেশনের সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে ১০ জন সেরিব্রাল পলসি (সিপি) শিশুদের লালন পালন, শিক্ষা, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য একটি প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস চলমান আছে।

❑ প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা

অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ব্যবস্থার পথ সুগম করার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০০৯ সালে 'প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা' প্রণয়ন করে। উক্ত নীতিমালার আওতায় সুইড বাংলাদেশ এর ৫০ টি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুল, বিপিএফ এর ৭টি ইনক্লুসিভ স্কুল ও ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত প্রয়াস এর ১টি ও অন্যান্য ৪ টিসহ সর্বমোট ৬২ টি বিশেষ স্কুলের শিক্ষক/কর্মচারীর ১০০% বেতন-ভাতা জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক পরিশোধ করা হচ্ছে। উক্ত স্কুলসমূহে ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ৯২০০ জন। ২০০৯ সালের প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালাটি আরো যুগোপযোগী করে নতুন একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালাটি গত ১০ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছে।

❑ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়ন মেলা

প্রতিবছর ৩ ডিসেম্বর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ফাউন্ডেশন চত্বরে ৫ দিনব্যাপী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়ন মেলার আয়োজন করা হয়। এ মেলায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দ্বারা তৈরীকৃত পণ্যসামগ্রী বিপণন, প্রদর্শন ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ সরাসরি অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ তৈরী

হয়েছে। প্রতিভাবান প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ গান, নাটক ও কবিতা আবৃতিতে অংশগ্রহণ করেন। মেলায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের দ্বারা তৈরীকৃত বিভিন্ন খাবার সামগ্রী, নকশী কাঁথা, তৈরী পোষাক, শাড়ী, খেলনা সামগ্রী, প্লাস্টিক দ্রব্যাদি, মুক্তাপানি, বিভিন্ন ধরণের উদ্ভাবনী দ্রব্যসামগ্রী ইত্যাদি প্রদর্শন ও বিক্রয় করা হয়।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়ন মেলা অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ মাননীয় মন্ত্রী
জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

❑ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস এবং বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস পালন ঃ

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন প্রতিবছর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস এবং বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় সরকারী ও বেসরকারী সহায়তায় আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে উদযাপন করা হয়।

বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস-২০১৯ উপলক্ষে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বক্তব্য
রাখছেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী

❑ বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস উদযাপন

প্রতিবছর জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ১৫ অক্টোবর বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস সরকারিভাবে যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৫ অক্টোবর বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস ২০১৯ সরকারিভাবে যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। শোভাযাত্রা এবং আলোচনা অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সিনিয়র সচিবসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ /দপ্তর/ অধিদফতরের কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা এবং সুশীল সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি/সংস্থার প্রধান/প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেছেন। মেধাবী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মাননা ও অনুদান, সাদাছড়ি (স্মার্ট) এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে সাদাছড়ি বিতরণ করা হয়েছে।

❑ জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশনের মাধ্যমে ঢাকার মিরপুর-১৪ এ ১৫তলা বিশিষ্ট অত্যাধুনিকজাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ শুরু হয়। উক্ত প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স অটিজমসহ অন্যান্য বিশেষচাহিদা সম্পন্ন শিশুদের ডরমিটরি, অডিটরিয়াম, ওপিডি, ফিজিওথেরাপি সেন্টার, শেল্টারহোম, ডে-কেয়ার সেন্টার, বিশেষ স্কুল ইত্যাদির সংস্থান রাখা হয়েছে। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের আওতায় ১৫ তলা বিশিষ্ট 'জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স' নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প গত ৩০-৬-২০১৮ তারিখ শেষ হয়েছে। গত ২ এপ্রিল ২০১৪ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত কমপ্লেক্সের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

নবনির্মিত জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স

❑ প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানের প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স স্থাপনের জন্য সাভার উপজেলাধীন বারই-গ্রাম ও দক্ষিণ রামচন্দ্রপুর মৌজার ১২.০১ একর জমি ইতোমধ্যে সরকার কর্তৃক বরাদ্দ পাওয়া গেছে। গত ১২-৯-২০১৭ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ৪৪৯ কোটি ৯৬ লক্ষ ৩২ হাজার টাকার প্রাক্কলন সম্পন্ন ডিপিপি প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি অনুমোদন বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির ২য় সভাতে পুনর্গঠিত ডিপিপি সংশোধনের জন্য কতিপয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিডিপি পুনর্গঠিত করে যথাশীঘ্র প্রেরণের জন্য গত ১৩-১০-২০১৯ তারিখে নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স

ভবিষ্যত পরিকল্পনা

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতিটি উপজেলায় প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র স্থাপন।
- প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদদের খেলা-ধুলা ও প্রশিক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ।
- প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদদের অনুশীলনের জন্য জাতীয় সংসদ ভবনের পশ্চিম পার্শ্বে ৪.১৬ একর জমিতে খেলার মাঠ প্রস্তুতকরণ।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহার উপযোগী সহায়ক উপকরণ নির্মাণ কারখানা স্থাপন।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন।
- Job Fair এর মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিএসএড ও এমএসএড প্রশিক্ষণ কোর্স চালুকরণ।
- প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর আর্থিক, সামাজিক ও ভকেশনাল পুনর্বাসনের ব্যবস্থাকরণ।
- কর্মজীবী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিভাগীয় শহরে পর্যায়ক্রমে পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল চালুকরণ।
- প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বিপণন এর লক্ষ্যে প্রদর্শনী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাকরণ।
- জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ স্কুলসমূহের জন্য প্রমিত পাঠ্যক্রম ও একটি জাতীয় IEP (Individual Education Plan) প্রণয়ন।
- পর্যায়ক্রমে বিভাগীয় শহরে অটিজম শেল্টার হোম ও রিসোর্স সেন্টার স্থাপন।
- প্রতিবন্ধিতার ধরণ অনুসারে পুনর্বাসন, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঠিক সংখ্যা ও ধরণ নিরূপণের জন্য প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্যসহ প্রতিবন্ধী শুমারীকরণ।
- ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি সংগঠনের সাথে এডভোকেসির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ

www.bnswc.gov.bd

ভূমিকা

বাংলাদশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংবিধিবদ্ধ প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৬ সালের ২রা জানুয়ারি সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত এই প্রতিষ্ঠানটির জন্ম হয় । ২০১৯ সালে প্রতিষ্ঠানটি গৌরবময় ৬৩ বছর অতিক্রম করেছে। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিরসনে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম, অনুদান কর্মসূচি, স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা, গবেষণা ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করার লক্ষ্যে এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাসনামলে ১৯৭২ সালে এই প্রতিষ্ঠানের নাম হয় বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ। ২৯ এপ্রিল ২০১৯ সালে মহান জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন পাশের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানটি একটি আইনি ভিত্তি পেয়েছে। পরিষদের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৮৮ জন (১ জন কো-অপ্ট সদস্যসহ)। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী পরিষদের সভাপতি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী পরিষদের সিনিয়র সহসভাপতি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব পরিষদের সহসভাপতি। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এর নেতৃত্বে পরিষদের সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাহী কমিটি রয়েছে। পরিষদ ও নির্বাহী কমিটির সদস্যসচিবের দায়িত্ব পালন করেন পরিষদের নির্বাহী সচিব। পরিষদের লক্ষ্য ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য দেশের সকল জেলায় জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ এবং উপজেলায় উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ রয়েছে। জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের সভাপতি সংশিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক ও সদস্যসচিব জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক। উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের সভাপতি সংশিষ্ট উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সদস্যসচিব সংশিষ্ট উপজেলার উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা। মাঠ পর্যায়ে পরিষদের নিজস্ব কোন অফিস ও জনবল না থাকায় সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীন জেলা ও উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের মাধ্যমে পরিষদের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

১. পরিষদ সভা

সারাদেশে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের অবস্থা পর্যালোচনা এবং সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের বিস্তৃতির লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ প্রতি বছর ন্যূনতম ১ বার সভায় মিলিত হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ এবং ২০ জুন, ২০১৯খ্রি. তারিখে ২টি পরিষদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরিষদ সভায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নরুজ্জামান আহমেদ এম.পি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমেদ এম.পি ও জনাব মিজ জুয়েনা আজিজ সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের ৪৪ তম সভায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী
জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহ্‌মেদ ও সিনিয়র সচিব মিজ্ জুয়েনা আজিজ

২. নির্বাহী কমিটির সভা

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে নির্বাহী কমিটির ৩ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাসমূহে সভাপতিত্ব করেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মিজ জুয়েনা আজিজ। ১ম সভা ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রি., ২য় সভা ০৯ জানুয়ারি, ২০১৯খ্রি. এবং ৩য় সভা ১৯ মে, ২০১৯খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ৩য় সভা

৩. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন-২০১৯ বিলটি গত ২৯ এপ্রিল,২০১৯খ্রি.মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। আইনটি পাশ হওয়ায় দীর্ঘ ৬৩ বছর পর প্রতিষ্ঠানটি একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থায় পরিণত হয়েছে। বর্তমানে আইনের আলোকে বিধিমালা ও প্রবিধিমালা প্রণয়নের কাজ চলছে।

৪. সমাজকল্যাণ ভবন নির্মাণ

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের ১৩২ নিউ ইস্কাটনস্থ নিজস্ব জায়গায় ১৫ তলা বিশিষ্ট সমাজকল্যাণ পরিষদ ভবন প্রকল্পের ডিপিপি গত ৩০-০৪-২০১৯ খ্রি. একনেক সভায় কতিপয় নির্দেশনা প্রতিপালন সহকারে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত মূল্য ৭৪.৪৭ (চুয়াত্তর কোটি সাতচলিশ লক্ষ) টাকা। একনেক সভার নির্দেশনা প্রতিপালনের কাজ চলছে। শীঘ্রই বহুতল ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করা হবে।

৫. অনুদান বিতরণ

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান, সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প পরিষদ, রোগীকল্যাণ সমিতি, অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতি এবং জেলা ও উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদসহ মোট ৬০৭৬ টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৩২.১৩ কোটি টাকা অনুদান বিতরণ করেছে। ক্ষুদ্র জাতিস্বত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্পদায়ের জীবনমান উন্নয়ন, ক্ষুদ্র জাতিস্বত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্পদায়ের ছাত্র/ছাত্রীদের অনুদান, নদী ভাঙ্গনে ভিটামাটিহীন বস্তিবাসীদের পুনর্বাসন, প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসন, ভিক্ষাবৃত্তি নিরসনসহ অন্যান্য খাতে ৩৯,৪৫০ জন ব্যক্তির অনুকূলে ১৯.৮৭ কোটি টাকা অনুদান বিতরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে এই প্রথম চা-বাগান ক্যাম্পাসে টেকসই আবাসন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য ইতোমধ্যেই একটি আবাসন মডেল তৈরী করা হয়েছে এবং বসতি নির্মাণ কাজ শুরু করার

জন্য মৌলভীবাজার, সিলেট ও হবিগঞ্জ জেলায় ৫০টি ঘর নির্মাণের লক্ষ্যে ২(দুই) কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত সবার জন্য আবাসন বাস্তবায়নে এ উদ্যোগটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে। নিম্নে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ব্যয় বিবরণী সংক্ষেপে তুলে ধরা হলোঃ-

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বিতরণকৃত অনুদানের পরিসংখ্যান

ক্র: নং	প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির বিবরণ		প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির সংখ্যা	অর্থের পরিমান (টাকায়)
১.	জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানকে অনুদান		১৩টি	১,১৫,০০,০০০/-
২.	মানব সম্পদ উন্নয়ন (সমন্বয় পরিষদ, শহর সমাজসেবার মাধ্যমে)		৮০টি	২,৪০,০০,০০০/-
৩.	দুঃস্থ ও অসহায় রোগীদের চিকিৎসা সেবা (রোগীকল্যাণ সমিতির মাধ্যমে)		৫২২টি	১২,৫০,০০,০০০/-
৪.	সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের দক্ষতা উন্নয়ন (অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতির মাধ্যমে)		৬৪টি	১,০০,০০,০০০/-
৫.	সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান		৪৭৩১টি	৭,০০,০০,০০০/-
৬.	জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ ও জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ		৬৪+১=৬৫টি	৫,৫০,০০,০০০/-
৭.	অন্যান্য বিশেষ অনুদান	প্রতিষ্ঠান	৬০০টি	৫৮,০০,০০০/-
		ব্যক্তি	১৫৪০০জন	৬,৩৭,০০,০০০/-
৮.	ক) ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও ক্ষুদ্রসম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন		৫০০০জন	২,০০,০০,০০০/-
	খ) ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের ছাত্র/ছাত্রীদের অনুদান		৫০০০জন	২,০০,০০,০০০/-
	গ) নদীভাঙ্গনে ভিটামাটিহীন ক্ষতিগ্রস্থ বস্তিবাসীদের পূনর্বাসন		৫০০০জন	২,৫০,০০,০০০/-
	ঘ) চা-বাগান শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন		৫০টি পরিবারের জন্য আবাসন নির্মাণ	২,০০,০০,০০০/-
	ঙ) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের পূনর্বাসন		৯০০০জন	৪,৫০,০০,০০০/-
	চ) ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন			৫০,০০,০০০/-
	ছ) স্পেশাল অলিম্পিকস অব বাংলাদেশ			২,০০,০০,০০০/-
	উপমোট=		প্রতিষ্ঠান=৬,০৭৬টি	৩২,১৩,০০,০০০/-
			ব্যক্তি=৩৯,৪৫০জন	১৯,৮৭,০০,০০০/-
	সর্বমোট=			৫২,০০,০০,০০০/-

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বিশেষ অনুদানের চেক বিতরণ করেছেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নরুজ্জামান আহমেদ এমপি এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহ্‌মেদ এমপি

৬. মানবসম্পদ উন্নয়ন

(ক) প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে "সমাজ কল্যাণমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত সংগঠনের ব্যবস্থাপনা এবং কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অধীনে ৩৪ টি কোর্সের মাধ্যমে ১২৬৪ জন (১০৪০ জন পরুষ এবং ২২৪ জন মহিলা)-কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(খ) গবেষণা ও কর্মশালা

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে "সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন : উপকারভোগীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে এর প্রভাব" শীর্ষক গবেষণা সমাপ্ত করেছে।

(৭) সাম্প্রতিক কার্যক্রম

ভিশন ২০২১ এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ অর্জনে তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারের বিকল্প নেই। জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমসমূহ সহজিকরণের লক্ষ্যে ডিজিটালাইজড করার জন্য সফটওয়্যার নির্মাণের কর্মপরিকল্পনা (রোড-ম্যাপ) প্রস্তুতপূর্বক বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)

শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)

http://alnahyantrust.com.bd

পটভূমি (Indroduction)

সংযুক্ত আরব আমিরাতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ১৯৮৪ সালের মে মাসে বাংলাদেশ সফরে করেন। সফরকালে তিনি এদেশের অসহায় এতিম শিশুদের কল্যাণে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের জনগণের প্রতি বিশেষ করে এতিম ও অসহায় শিশুদের প্রতি মহামান্য সুলতানের গভীর সহানুভূতি ও প্রগাঢ় মমত্ববোধের নিদর্শন স্বরুপ বাংলাদেশ সরকারের বহিঃ সম্পদ বিভাগ ও আবুধাবী তহবিলের/(শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান চ্যারিটাবল অ্যান্ড হিউম্যানিটেয়ারিয়ান ফাউন্ডেশন, আবুধাবী, ইউ.এ.ই) প্রতিনিধির মধ্যে ২২শে জুন ১৯৮৪ তারিখে একটি সম্মত কার্যবিবরণী (Agreed Minutes) স্বাক্ষরের মাধ্যমে "শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)" গঠন করা হয়। এই ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত ট্রাস্টি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হয়।

২। ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Goal & Objectives)

লক্ষ্য (Goal) ঃ

পারিবারিক পরিবেশে মাতৃস্নেহ, ভালবাসা ও যত্নের সাথে লালন-পালন করে অসহায় এতিম শিশুদের মধ্যে দায়িত্ব ও শৃংখলাবোধ সৃষ্টি পূর্বক উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা ও পুনর্বাসন করা।

উদ্দেশ্য (Objectives)

(ক) ট্রাস্টের সম্পদের রক্ষণা-বেক্ষণ ও আয় বৃদ্ধির জন্য সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করণ ;

(খ) ট্রাস্টের নিজস্ব আয়ে এতিম শিশুদের ভরণ-পোষণ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাসহ তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা ;

(গ) দেশের যে কোন স্থানে আল-নাহিয়ান ট্রাস্টের শাখা স্থাপন করা;

(ঘ) ট্রাস্টের লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ চাঁদা আদায়, দান ও অনুদান গ্রহণ করা;

(ঙ) যুগের সাথে সংগতি রেখে সমাজের অবহেলিত এতিম ও দুঃস্থ শিশুদের কল্যাণের জন্য যে কোন যুগোপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করা;

(চ) ট্রাস্ট-এর উদ্দেশ্যকে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে যে কোন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, দেশী-বিদেশী সংগঠন, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও সমন্বিত কর্মসূচি প্রণয়ন ও গ্রহণ ;

(ছ) ট্রাস্টের তহবিল বৃদ্ধির জন্য ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্তক্রমে বিনিয়োগসহ আয়বর্ধক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৩। ব্যবস্থাপনা

শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নরূপ একটি ট্রাস্টি বোর্ড দ্বারা শেখ জায়েদ বিন সুলতান নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) পরিচালিত হয়।

১	মন্ত্রী সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঢাকা, বাংলাদেশ	চেয়ারম্যান
২	প্রফেসর ড. আবু রেজা মোঃ নেজামুদ্দিন নদভী,এমপি চেয়ারম্যান, আলামা ফজলুলাহ ফাউন্ডেশন নদভী প্যালেস(২য় তলা) রূপালী আবাসিক এলাকা বাস টার্মিনাল লিংক রোড	সদস্য
	বহদ্দারহাট, চট্টগ্রাম বাংলাদেশ।	
৩	সিনিয়র সচিব সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ঢাকা, বাংলাদেশ।	ভাইস চেয়ারম্যান
৪	মহাপরিচালক শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান চ্যারিটেবল এন্ড	কো-চেয়ারম্যান
	হিউম্যানিটারিয়ান ফাউন্ডেশন আবুধাবী, ইউ, এ, ই।	
০৫	ইউ,এ,ই, মিশন প্রধান ঢাকা, বাংলাদেশ।	সদস্য
০৬	প্রতিনিধি শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান চ্যারিটেবল এন্ড হিউম্যানিটারিয়ান ফাউন্ডেশন আবুধাবী, ইউ, এ, ই।	সদস্য
৭	মহা পরিচালক সমাজ সেবা অধিদপ্তর ঢাকা, বাংলাদেশ।	সদস্য
৮	অতিরিক্ত সচিব(মধ্যপ্রাচ্য) অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়,ঢাকা, বাংলাদেশ।	সদস্য
৯	অতিরিক্ত/যুগ্নসচিব(প্রশাসন) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ঢাকা, বাংলাদেশ।	সদস্য
১০	অতিরিক্ত/যুগ্ম-সচিব(প্রশাসন) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ঢাকা, বাংলাদেশ।	সদস্য
১১	মহাপরিচালক(পশ্চিম এশিয়া) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঢাকা, বাংলাদেশ।	সদস্য
১২	নির্বাহী পরিচালক শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।	সদস্য-সচিব

৪। ট্রাস্টের কার্যক্রম আরম্ভ

(ক) শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) ২২-০৬-১৯৮৪ তারিখ চালু হয়।
(খ) আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা ১১-৭-১৯৮৭ তারিখ চালু হয়।
(গ) আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট ১৫-০১-১৯৯৩ তারিখ চালু হয়।

৫। ট্রাস্টের হাউজিং ও শপিং কমপ্লেক্সের মাসিক ও বার্ষিক ভাড়ার আয় বিবরণী

ক্রমিক নং	ফ্ল্যাট ও দোকানের বিবরণ	ফ্ল্যাট ও দোকানের সংখ্যা	ফ্ল্যাট ও দোকানের মাসিক ভাড়ার হার	মাসিক মোট ভাড়া	বার্ষিক মোট ভাড়া
১	৩ শয্যা বিশিষ্ট ফ্ল্যাট (প্রতিটি ১৭৯০ বর্গফুট)	১২ টি	৯২,৭৯৪/-	১১,১৩,৫২৮/-	১,৩৩,৬২,৩৩৬/-
২	২ শয্যা বিশিষ্ট ফ্ল্যাট (প্রতিটি ১৫৯৫ বর্গফুট)	০৬ টি	৮২,৬৮৫/-	৪,৯৬,১১০/-	৫৯,৫৩,৩২০/-
৩	শপিং কমপ্লেক্স	৫৯ টি	প্রতিবর্গ ফুট ৪০/-, ৩৫/- ও ৩০/- হিসেবে	৪,৭৫,৭৮৯/-	৫৭,০৯,৪৬৮/-
	সর্বমোট ঃ	------	------	২০,৮৫,৪২৭/-	২,৫০,২৫,১২৪/-

৬। ট্রাস্টের কার্যক্রম

দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য মানব সম্পদের উন্নয়ন একটি পূর্বশর্ত। মানব সম্পদের উন্নয়ন ও নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা যায়। যার ফলশ্রুতিতে দেশে আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটে। মূলতঃ শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট তার প্রতিষ্ঠা লগ্ন হতে এই মানব সম্পদ উন্নয়নের কাজটিই গুরুত্ব সহকারে ও নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে।

১। ট্রাস্টের অধীন ঢাকা মিরপুরে ১টি আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার ও লালমনিরহাটে ১টি আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার পরিচালনা করা হচ্ছে। এখানে মোট ৪০০ (চারশত) জন এতিম মেয়েদের আসন ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে ৩০০ জন নিবাসী মেয়ে আছে।

২। নিবাসী শিশুদের শিক্ষা, খেলা-ধূলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে তাদের স্বাভাবিক প্রতিভা বিকাশের ব্যবস্থা করা ;

৩। আল-নাহিয়ান ট্রাস্টের মাধ্যমে একটি উচ্চ বিদ্যালয় ও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করা ;

৪। উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা ও লালমনিরহাটের নিবাসী শিশুদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা ও পুনর্বাসনে সহায়তা করা;

৫। ট্রাস্ট ও শিশু পরিবারের পরিবেশ মনোরম ও সৌন্দর্য মন্ডিত করার লক্ষ্যে সদনে পর্যাপ্ত বনজ ও ফলদ এবং ঔষধি গাছ লাগানো হয়েছে এবং এসব গাছপালা রক্ষণা বেক্ষণ করা;

৬। আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকায় একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন এবং নিবাসীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে;

৭। আল-নাহিয়া শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকায় একটি সেলাই প্রশিক্ষন কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং নিবাসীদের সেলাই প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে;

৮। আসন শুন্য সাপেক্ষে আল-নাহিয়ান শিশু পরিবারে ৫-৮ বছর বয়সের অনাথ শিশুদের ভর্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা;

৭। আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট(বাংলাদেশ) কর্তৃক পরিচালিত আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর সেকশন-২, ঢাকায় সরকার প্রদত্ত ২.৭০ একর জায়গায় অবস্থিত। আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা স্থানীয় ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালকের সভাপতিত্বে পরিচালিত হয়। ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) তত্ত্বাবধান করে। আল- আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকার কমপ্লেক্সে একটি আল-নাহিয়ান উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে।

মীরপুরস্থ শিশু সদনে বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরন করছেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি

৮। আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা-এর স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি

গত ২৬-১২-২০০১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ট্রাস্টি বোর্ডের ৬৩তম সভায় নিম্নবর্ণিত স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয় ঃ-

(ক)	নির্বাহী পরিচালক(যুগ্ম-সচিব) আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট	-সভাপতি
(খ)	উপ-সচিব(প্রশাসন) সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	-সদস্য
(গ)	খন্ডকালীন ডাক্তার আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা।	-সদস্য
(ঘ)	উপ-তত্ত্বাবধায়ক আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা।	-সদস্য-সচিব

৯। আল-নাহিয়ান উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকার ব্যবস্থাপনা কমিটি

(১)	নির্বাহী পরিচালক,শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট(বাংলাদেশ), বনানী, ঢাকা।	সভাপতি
(২)	উপ-তত্ত্বাবধায়ক, আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার,মিরপুর,ঢাকা।	সদস্য
(৩)	খন্ডকালীন ডাক্তার, আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা।	সদস্য
(৪)	জনাব জসিম উদ্দিন আহমেদ,সহকারী শিক্ষক,আল-নাহিয়ান উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকা।	শিক্ষক প্রতিনিধি সদস্য
(৫)	জনাব মোঃ মঈন উদ্দিন চিশ্‌তী,সহকারী শিক্ষক,আল-নাহিয়ান উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকা।	শিক্ষক প্রতিনিধি সদস্য
(৬)	বেগম তাহমিনা আক্তার, শিশুমাতা, আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর,ঢাকা	নিবাসী অভিভাবক প্রতিনিধি
(৭)	বেগম বিলকিস খান, শিশুমা, আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার,মিরপুর, ঢাকা।	ঐ
(৮)	আলহাজ্ব মোঃ আব্দুল কাদের, মিরপুর, ঢাকা।	দাতা সদস্য
(৯)	জনাব মোঃ শাহানুর রহমান, মিরপুর, ঢাকা।	অভিভাবক প্রতিনিধি সদস্য
(১০)	জনাব আব্দুর মাজেদ, মিরপুর,ঢাকা।	অভিভাবক প্রতিনিধি সদস্য
(১১)	বেগম সাবরিন সুলতানা, মিরপুর, ঢাকা।	মহিলা অভিভাবক প্রতিনিধি
(১২)	প্রধান শিক্ষক, আল-নাহিয়ান উচ্চ বিদ্যালয়,মিরপুর,ঢাকা।	সদস্য-সচিব

সংযুক্ত আরব আমিরাতের আল নাহিয়ান ফাউন্ডেশনের প্রকল্প পরিচালক সহ উর্ধ্বতন অন্যান্য কর্মকর্তা মিরপুর আল নাহিয়ান শিশু পরিবার পরিদর্শন করেন

১০। আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট জেলা সদরে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ৫ একর জায়গায় অবস্থিত। আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট স্থানীয় ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে পরিচালিত হয়। ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) তত্ত্বাবধান করে।

১১। আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার,লালমনিরহাট-এর স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি

আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট স্থানীয় একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়। ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম শেখ জায়েদ বিন সুলতান নাহিয়ান ট্রাস্ট(বাংলাদেশ) তত্ত্বাবধান করে। আল-নাহিয়ান প্রাথমিক বিদ্যালয়টি আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট কমপ্লেক্সে অবস্থিত। উক্ত বিদ্যালয়ে নিবাসী মেয়েরা লেখাপড়া করে।

(ক) আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট-এর স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি

গত ২৬-১২-২০০১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ট্রাস্টি বোর্ডের ৬৩তম সভায় নিম্মবর্ণিত স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয় ঃ-

(ক)	জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট	-সভাপতি
(খ)	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক), লালমনিরহাট	-সদস্য
(গ)	পুলিশ সুপার, লালমনিরহাট	-সদস্য
(ঘ)	সিভিল সার্জন, লালমনিরহাট	-সদস্য
(ঙ)	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ,লালমনিরহাট	-সদস্য
(চ)	অধ্যক্ষ, মজিদা খাতুন সরকারী মহিলা কলেজ, লালমনিরহাট	-সদস্য
(ছ)	উপ-পরিচালক,জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়, লালমনিরহাট	-সদস্য
(জ)	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, লালমনিরহাট	-সদস্য
(ঝ)	উপ- তত্ত্বাবধায়ক, আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট	-সদস্য-সচিব

মিরপুর শিশু সদনে লায়ন্স ক্লাব কর্তৃক কম্বল বিতরন

১২। শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট(বাংলাদেশ)-এ সরকারি অনুদান (ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট)

আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা ও আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট-এর নিবাসীদের অনুকূলে ২০১৮- ২০১৯ অর্থ বছর যথাক্রমে ১২২ ও ১৫০ জন নিবাসীকে ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট বাবদ মোট ৩২,৬৪,০০০/-(বত্রিশ লক্ষ চৌষট্রি হাজার) টাকা প্রদান করা হয়। ফলে উক্ত অর্থ প্রাপ্তিতে আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার,মিরপুর, ঢাকা ও লালমনিরহাটের নিবাসীরা উপকৃত হয়েছে।

১৩। মন্ত্রণালয়ের নাম ঃ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ অফিসের নাাম ঃ শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)

১৪। তথ্য প্রযুক্তি

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারের ক্ষেত্রে শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট(বাংলাদেশ) ও এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা ও লালমনিরহাটে ইন্টারনেট সংযোগ আছে এবং ট্রাস্টের সার্বিক তথ্যাদি সম্বলিত নিজস্ব ওয়েব সাইটে রয়েছে।

১৫। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের সচিবালয় অংশের *৩২৫৮১০৮ অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা কোডে ৫.০০ কোটি টাকা শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) এর অনুকূলে মঞ্জুরী পাওয়া গেছে। উক্ত ৫.০০ কোটি টাকা দিয়ে আল-নাহিয়ান উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকার বর্তমান অবকাঠামোর স্থলে নতুন বহুতল ভবন নির্মাণ করা হবে। উক্ত ভবন নির্মাণ করা হলে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং আয় বৃদ্ধি পাবে। এ বিষয়ে ট্রাস্টি বোর্ডের আগামী সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বাংলাদেশের এতিম নিবাসীদেরকে সমাজে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং সমাজে তাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং নিবাসীদের সাধারণ লেখাপড়ার পাশাপাশি কারিগরী ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে নিবাসী মেয়েরা নিজেদেরকে সমাজে আত্মনির্ভরশীল ও সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তুলতে পারে সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রয়নে শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) নিরলসভাবে কাজ করে যাছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট

শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট

http://spst.gov.bd

শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্প

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্প প্রতিবন্ধীবান্ধব একটি প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের আওতায় দেশ সেরা বোতলজাত বিশুদ্ধ মুক্তা পানি ও মৈত্রী প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদন ও বিপণন করা হয়। এ উৎপাদন ও বিপণন প্রক্রিয়ার সাথে যে সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারী জড়িত রয়েছেন তাদের সিংহভাগই প্রতিবন্ধী। এ প্রতিষ্ঠানের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রতিবন্ধীদের দ্বারা উৎপাদিত মুক্তা বোতলজাত বিশুদ্ধ পানি ও মৈত্রী প্লাস্টিক পণ্যের বিক্রয়লব্ধ সমুদয় আয় প্রতিবন্ধীদের কল্যাণেই ব্যয় করা হয়ে থাকে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি(সিডা) এর আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদফতরের আওতায় মোট ৪০৯.৪৪ লক্ষ (জিও টাকা ২১২.৩০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য (সিডা) টাকা ১৯৭.১৪লক্ষ) টাকা ব্যয়ে টংগীতে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (ইআরসিপিএইচ) স্থাপন করা হয়। ১৯৮০-৮৭ মেয়াদে ইআরসিপিএইচ কেন্দ্র স্থাপনকালে উক্ত কেন্দ্রের আওতায় শিল্প উৎপাদন ইউনিট(প্লাস্টিক কারখানা) স্থাপন করা হয় ।ইআরসিপিএইচ প্রকল্প সফল বাস্তবায়নের পর উক্ত প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত শিল্প উৎপাদন ইউনিটটি শারীরিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্ট নামে একটি ট্রাস্ট গঠন করে এর অধীনে পরিচালিত হবে বিবেচনায় প্লাস্টিক প্লাস্টিক শিল্প কারখানা ব্যতীত ইআরসিপিএইচ কেন্দ্র ১৯৮৭ সালে সরকারের রাজস্ব খাতে হস্তান্তরিত হয়।

সুইডেন বাংলাদেশ বন্ধুত্বের নির্দেশন স্বরুপ শিল্প উৎপাদন ইউনিটটি “মৈত্রী শিল্প” নামে পরিচিত লাভ করে। ১২ ডিসেম্বর ১৯৮৮ সালে “শারীরিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্ট” নামে একটি ট্রাস্ট গঠন পূর্বক সরকার উক্ত ট্রাস্টের আওতায় গঠিত বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর নিকট “মৈত্র শিল্প” হস্তান্তর করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিবন্ধীদের দ্বারা উৎপাদিত মুক্তা পানি পান করার জন্য সকলকে আহবান জানান

পরবর্তীতে ২৭ জুলাই ২০১৪ তারিখে ট্রাস্টিটি পুনর্গঠনপূর্বক "শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্প" নামে ট্রাস্ট গঠন করা হয়। ৮০র দশকে স্থাপিত প্লাস্টিক শিল্প কারখানার বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিক মেশিনারীজ , কলকব্জা /যন্ত্রপাতি দীর্ঘদিন চলার পর উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস দিনে দিনে প্রায় জীর্ণ ও অকেজো হয়ে যাওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি এক পর্যায়ে রুগ্ন শিল্পে পরিণত হয়।

পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও মানবিকবোধ সম্পন্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত উদ্যোগে ১৯৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য শিল্প উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহন করা হয়। মূলত "প্রতিবন্ধীরা সমাজের বোঝা নয় সম্পদ" মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও সমাজের মূল স্রোতে অন্তর্ভূক্ত করে তাদের জীবনমানের উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা যায়।

মৈত্রী শিল্পের বর্তমান উৎপাদন কার্যক্রম প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত

মুক্তা ড্রিংকিং ওয়াটার

মৈত্রী শিল্পের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় মুক্তা ড্রিংকিং ওয়াটার প্লান্ট স্থাপন করা হয়। আমেরিকান বিশ্ববিখ্যাত ওয়াটার পিউরিফিকেশন এন্ড বটলিং পান্ট মেশিনারীজ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ইউনিভার্সেল এ্যাকুয়া টেকনোলজিস ইনকর্পোরেট হতে আমদানিকৃত মুক্তা ড্রিংকিং ওয়াটার প্লান্ট। মুক্তা বোতলজাত সুপেয় পানি অত্যাধুনিক মেশিন দ্বারা ১১ টি ধাপে "রিভার্স অসমোসিস পদ্ধতিতে পরিশোধিত হয়। উৎপাদনে কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের সার্বক্ষণিকভাবে হাইজেনিক চেক , পরিস্কার-পচ্ছিন্নতা ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়। প্রতি ব্যাচে উৎপাদিত মুক্তা বোতলজাত সুপেয় পানি ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা ও গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। মুক্তা বোতলজাত বিশুদ্ধ মিনারেল কম্পোজিশন বাজারে প্রচলিত অন্যান্য বোতলজাত পানির তুলনায় ভারসাম্যপূর্ণ যা মানবদেহের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাণিজ্য মেলায় মৈত্রী শিল্পের স্টল পরিদর্শন করেন

মৈত্রী প্লাস্টিক সামগ্রী

প্লাস্টিক সামগ্রী উৎপাদন বিভাগে বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিক দ্রব্যাদি যেমন গামলা জগ, মগ, থালা , বাটি, বিভিন্ন সাইজের ঢাকনা যুক্ত কন্টেইনার, ডাবল কালার স্যুপ বাটি, কোট হ্যাংগার , টিফিন বক্স, ওয়েট পেপার বাস্কেট, প্লাস্টিক ট্রে,বেবী বাস্কেট তৈরীসহ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য রকমারী প্লাস্টিক পণ্য যেমন চায়ের কাপ, টি-স্পুন , স্বচ্ছ গাস, ডিনার ট্রে, সালাদ ডেজার্ট বাউল তৈরী করা হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটারাইজড সেমি -অটোমেটিক মেশিন এর মাধ্যমে এ সকল পণ্য তৈরী করা হয় যা আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন। এ সকল প্লাস্টিক সামগ্রী “মৈত্রী” ব্রান্ড নামে বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন ও সরবরাহ করা হয়।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সরকারের আর্থিক সহায়তায় প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন ও মানবিক প্রতিশ্রুতির আলোকে মৈত্রী শিল্পের মুক্তা ড্রিংকিং ওয়াটার ও মৈত্রী প্লাস্টিক পণ্যের আধুনিকায়নের মাধ্যমে দেশব্যপি বাজার সম্প্রসারণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

মুক্তা পানি তৈরীর কাজে কর্মরত প্রতিবন্ধী শ্রমিক

১.১ রূপকল্প (Vision)

কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং পূনর্বাসনের মাধ্যমে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা ও তাদেরকে সমাজের মূলস্রোতে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়ন।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজের মূল স্রোত ধারায় সম্পৃক্ত করার জন্য শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তর;
- প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষার লক্ষ্যে তাদের কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন কার্যক্রম জোরদার করণ;
- মৈত্রী প্লাস্টিক পণ্য সামগ্রী ও মুক্তা ন্যাচারাল ড্রিংকিং ওয়াটার উৎপাদন ও বিপণনের কাঙ্ক্ষিত মানে উন্নীতকরণ ও মৈত্রী শিল্পের আধুনিকায়ন;
- মৈত্রী শিল্পের উৎপাদিত প্লাস্টিক পণ্য সামগ্রী ও মুক্তা ন্যাচারাল ড্রিংকিং ওয়াটার সরকারী, আধাসরকারী/ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান সহ ভোক্তাদের মাঝে সরবরাহ বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ ও রাজস্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ সংস্থার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষন প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবন মান উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে পরিনত করা।
৩. শারীরিক প্রতিবন্ধী কর্তৃক উৎপাদিত পন্য সামগ্রী ও বিশুদ্ধ মুক্তা ড্রিংকিং ওয়াটার বিপণনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের ভাগ্য পরিবর্তন করা।

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দক্ষতার সংগে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;
২. মৈত্রী শিল্প ফ্যাক্টরীতে পণ্য উৎপাদন, বিপণন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন;
৩. দক্ষ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
৪. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে প্রতিষ্ঠারে কমকর্তা/কর্মচারীদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

১.৪ কার্যাবলী (Functions)

১. সমাজের অবহেলিত প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন;
২. শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের দক্ষ মানব সম্পদে পরিনত করা
৩. প্রতিবন্ধীদের দ্বারা উৎপাদিত প্লাস্টিক পণ্য সামগ্রী এবং মিনারেল ওয়াটার বাজার সম্প্রসারণ ও সেবার মান উন্নয়ন করা;
৪. মেধাবী প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান।

২০১৮ -২০১৯ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি

২০১৮ -২০১৯ অর্থবছরে মৈত্রী শিল্পের সম্প্রসারিত বাজারে মৈত্রী শিল্পের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে নতুন কাভার্ড ভ্যান, সীমিত পরিসরে প্লাস্টিক ইউনিট ৫ সাইজের আধুনিক মোল্ড , সেমি অটোমেটিক বেটা মোল্ডিং মেশিন , হাই কম্প্রেশার, ক্রাশার মেশিন , অটো লোডার , ওভারহেড ক্রেন , ১০ এইচ,পি পানির পাম্প ০৩টি পাইপসহ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।ওয়াটার পান্টে একটি কার্গো লিফট নতুন সংযোজন করা হয়েছে। মৈত্রী শিল্পের উৎপাদিত পণ্য দেশব্যাপী বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারের জন্য সচিত্র বিজ্ঞাপন তৈরী কার হয়েছে। সীমিত পরিসরে কারখানা ভবন মেরামত করা হয়েছে।

- দেশের সেরা সুপেয় পানি হিসাবে মুক্তা বোতলজাত পানিকে পরিচিত করণের লক্ষ্যে প্রথমবারের মত ঢাকা আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য মেলায় ও অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৯ এ অংশ গ্রহন , মুক্তা পানির বিপুল পরিচিতি লাভ ও ৭,৫০, ৩২২/- (সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার তিনশত বাইশ) টাকা আয়।
- বাজারে প্রচলিত অন্যান্য উন্নতমানের প্লাস্টিক সামগ্রী পাশাপাশি মৈত্রী শিল্পের প্লাস্টিক পণ্যকে ভোক্তাদের মাঝে তুলে ধরা ও ৪,৮৭,০৪০/- (চার লক্ষ সাতাশি হাজার চলিশ) টাকা আয়।
- মৈত্রী শিল্পের আয় হতে শ্রমিক কর্মচারীদের বকেয়া ৮৩,১৪,৬৮০/- (তিরাশি লক্ষ চৌদ্দ হাজার ছয়শত আশি) টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- মুক্তা সুপেয় পানি সারা দেশব্যাপী বাজারজাতকরনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোশনের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।
- মৈত্রী শিল্পের বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে আর্থিক সক্ষমতা অর্জনের লক্ষে ঢাকা সুপার ডিলার নিয়োগ, আঞ্চলিক ডিলার নিয়োগ এবং প্রতিটি জেলায় বিনিয়োগের লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।
- মুক্তা ড্রিংকিং ওয়াটার এর মার্কেটিং ও প্রমোশনাল কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষে প্রথমবারের মতো দেশসেরা মডেল দ্বারা টিভিসি নির্মান, মৈত্রীশিল্পের তথ্যসমৃদ্ধ উন্নতমানের ব্রোশিউর, লিফলেট ও ক্যালেন্ডার তৈরী যা ইতিমধ্যে দেশব্যাপী ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।
- মৈত্রী শিল্প ফ্যাক্টরিতে ১৭,৫০,০০০ (সতেরো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) পিস মৈত্রী প্লাস্টিক পণ্য সামগ্রী ও ওয়াটার পান্টে ৩৫,৫০,০০০/- (পঁয়ত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) লিটার মুক্তা ড্রিংকিং ওয়াটার উৎপাদন এবং বিপণনের মাধ্যমে মোট ৫,০৫,৯৫,৩৯০.০০/-(পাঁচ কোটি পাঁচ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার তিনশত নব্বই) টাকা আয় করা হয়েছে।
- শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্পের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমাজের অবহেলিত ৩০০ (তিনশত) জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবন মান উন্নয়ন করা এবং ১০০ (একশত) জন প্রতিবন্ধীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রুপান্তরিত করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ৮ বিভাগীয় শহরে মৈত্রী শিল্পের শোরুম-কাম সেলস সেন্টার গড়ে তোলার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন।
- ৬৪ টি জেলার ০২জন করে প্রতিবন্ধী মেধাবী শিক্ষার্থীদের মেধাবৃত্তি প্রদান ৩,৮৪,০০০/-(তিন লক্ষ চুরাশি হাজার) টাকা।

❖ মৈত্রী শিল্পে প্রতিমাসে বেতনভাতা বাবদ ব্যয় হচ্ছে ১৪,১৩,৯৬২.০০ (চৌদ্দ লক্ষ তেরো হাজার নয়শত বাষট্টি) টাকা যা মৈত্রী শিল্পের আয় হতেই নির্বাহ করা হয়ে থাকে। **২০১৭-১৮ অর্থবছরের চেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মৈত্রী শিল্পের আয়ের পরিমান ৯৭.২৭% বেশি।

প্লাষ্টিক সামগ্রী তৈরীর কারখানায় কর্মরত প্রতিবন্ধী শ্রমিক

বিগত ১০(দশ) বছরে (২০০৯-২০১৮) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবন মান উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মানবিক অভিপ্রায় ও তার দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সিদ্ধান্তের ফলে প্রতিষ্ঠানটির আমূল পরিবর্তন ও সংস্কারের মধ্য দিয়ে শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্প আজ প্রতিবন্ধী বান্ধব একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। যা রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন ও প্রতিবন্ধীদের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে আয়ের দেশ হিসাবে উন্নয়ন অভিযাত্রায় এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটি অনন্য পদক্ষেপ।

৭ম অধ্যায়

নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট

www.nddtrust.gov.bd

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের সমাধিকার, মানব সত্ত্বার মর্যাদা, মৌলিক মানবাধিকার ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার অঙ্গিকার ব্যক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদ অনুসমর্থন করেছে। সাংবিধানিক এ অঙ্গিকার বাস্তবায়নকল্পে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষা করা প্রয়োজন। আমাদের দেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে এক বিশাল অংশের অটিজমসহ নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতা রয়েছে। দেশের এ সকল অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন-২০১৩ এর বিধান মোতাবেক ২০১৪ সনে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট স্থাপিত হয়। ট্রাস্ট স্থাপিত হওয়ার পর ট্রাস্টের অফিস স্থাপন, সাংগঠনিক কাঠামো চূড়ান্তকরণসহ অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়। তাছাড়াও এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের কল্যাণার্থে আইন মোতাবেক নিম্ন বর্ণিত কার্যক্রমগুলো গ্রহণ করা হয়।

জেলা কমিটি গঠন ঃ ট্রাস্ট আইন অনুযায়ী দেশের ৬৪টি জেলার জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠনপূর্বক কমিটি সমূহকে কার্যকর করা হয়েছে । জেলা কমিটির মাধ্যমে সারাদেশে এনডিডি ব্যক্তিদের চিকিৎসা সহায়তা বাবদ আর্থিক অনুদান প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ওয়ান স্টপ স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ঃ দেশের সকল হাসপাতাল সমূহে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ওয়ান স্টপ স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের পরিচালক/তত্ত্বাবধায়ককে প্রধান করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি ওয়ান স্টপ স্বাস্থ্য সেবা প্রদান কমিটি গঠন করা হয়েছে।

১২তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসে পুরস্কার প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৮ প্রণয়ন ঃ রিহ্যাবিলিটেশন সেবা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সেবা প্রদানকারী পেশাজীবির নিবন্ধন ও যোগ্যতার মান নির্ধারণ ও নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে একটি কাউন্সিল গঠন ও এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিধান প্রণয়ন-কল্পে বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক আইনটি ইতোমধ্যেই পাশ হয়েছে।

বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন ঃ নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টের তত্ত্বাবধানে এনডিডি শিক্ষার্থীদের উপযোগী শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিবন্ধীতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা-২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে।

আইনের অসংগতি দুরীকরণ ও সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ ঃ নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট বিধিমালা, ২০১৫ এর অসংগতি সমূহ দুর করা এবং প্রচলিত অন্যান্য আইনের সাথে সামঞ্জস্য বিধানে করণীয় নির্ধারণ এবং ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ সকলের নিকট সহজ বোধ্য করার জন্য ট্রাস্ট কর্তৃক কনসালটেন্ট নিয়োগের মাধ্যমে গবেষণা ও সুপারিশ মালা প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত এ সুপারিশমালা অটিজম ও স্নায়ুবিকাশ জনিত জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি কর্তৃক গঠিত উপ-কমিটি কর্তৃক অধিকতর পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে।

বিশেষ কারিকুলাম প্রণয়ন ঃ এনডিডি শিক্ষার্থীদের উপযোগী শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টের তত্ত্বাবধানে বিশেষ কারিকুলাম প্রণয়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে এর গাইডলাইন প্রস্তুত করা হয়েছে ।

BCC Materials প্রণয়ন ঃ

অটিজম ও এনডিডি ব্যক্তিদের সম্বন্ধে সম্যক ধারণা ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিদের জন্য Behavion Change Communication (BCC) Materials তৈরীর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এর খসড়া প্রণয়ন করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও স্টেক হোল্ডারদের সমন্বয়ে কর্মশালার মাধ্যমে মতামত গ্রহণ করে আরো সমৃদ্ধ করে চুড়ান্ত করা হয়েছে।

কেয়ার গিভার স্কিল ট্রেনিং ঃ অটিজম ও এনডিডি শিশুর পিতা-মাতা/ অভিভাবকগণকে শিশুদের যত্ন ও পরিচর্যা ,স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক কেয়ার গিভার স্কিল ট্রেনিং (CST) প্রোগ্রাম নামে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। WHO এরমডিউল অনুযায়ী কেয়ার গিভার স্কিল ট্রেনিং (CST) প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা হবে । সে লক্ষ্যে WHO এর নির্দেশনা অনুযায়ী মডিউলটিকে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে Adaptation কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

Autism Assessment Tools: অটিজম শিশুদের অটিজম সনাক্ত ও মাত্রা পরিমাপের জন্য Autism Assessment Tools তৈরি করা হয়েছে। প্রণীত Tools টির ফিল্ড ট্রায়াল ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক মূল্যায়ন শেষে ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। Tools টি গেজেট আকারে প্রকাশ সাপেক্ষে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট শ্রীঘ্রই প্রণীত এই Tools নিয়ে দেশব্যাপী কার্যক্রম শুরু করবে।

এনডিডি ব্যক্তিদের এককালীন অনুদান প্রদান ঃ অসুস্থ এনডিডি ব্যক্তিদের চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট হতে সারাদেশে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৮১১ জন অসুস্থ এনডিডি ব্যক্তিকে এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১২০০ জন এনডিডি ব্যক্তিকে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা করে অনুদান প্রদান করা হয়েছে। চলতি ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ২০০০ জন অসুস্থ এনডিডি ব্যক্তিকে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা করে চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে এককালীন অনুদান প্রদানের আওতায় আনা হবে।

এনডিডি ব্যক্তিদের জন্য বীমাকরণ ঃ দেশের অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য ও জীবন ঝুঁকি হ্রাস কল্পে তাদেরকে স্বাস্থ্য ও গ্রুপ বীমার আওতায় আনার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বীমা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও বিভিন্ন বীমা কোম্পানীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। সে অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

এনডিডি শিশু/ ব্যক্তিদের জন্য পূর্ণবাসন কার্যক্রম ঃ অটিজম ও এনডিডি ব্যক্তিদের সার্বিক জীবনমান উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে দেশের ৮টি বিভাগীয় শহরে এনডিডি ব্যক্তিদের পূর্ণবাসন কেন্দ্র (শেল্টার হোম) স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এসকল শেল্টার হোমের অবকাঠামো নির্মাণ না হওয়া পর্যন্ত সমাজসেবা অধিদফতরাধীন বগুড়া জেলায় অবস্থিত সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে ৫০জন পুরুষ এনডিডি শিশু/ব্যক্তি এবং ব্রাক্ষণবাড়ীয়া জেলায় অবস্থিত সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে ৫০জন মহিলা এনডিডি শিশু/ব্যক্তি পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন ঃ এনডিডি শিশু ও ব্যক্তিদের প্রতিভা ও মেধা বিকাশের লক্ষ্যে তাদেরকে নিয়ে ১৭ মার্চ ২০১৯ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর ৯৯ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে এবং ১৫ আগস্ট ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর ৪৪ তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

কর্মশালায় উপস্থিত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব
মিজ্ জুয়েনা আজিজ ও অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

অটিজম পদক প্রদানঃ অটিজমে অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ ও অটিজমে সফলতা ও অবদান রাখতে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে অটিজম পদক, ২০১৯ প্রদান করা হয়েছে। অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সফল ব্যক্তি ০৫ (পাঁচ) জন, অটিজমে অবদান রাখা ব্যক্তি ০৩ (তিন) জন ও অটিজমে অবদান রাখা সংস্থা/প্রতিষ্ঠান ০৩ (তিন) টিকে এ পদক প্রদান করা হয়। অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রত্যেককেই ১টি সম্মাননা পত্র, ১টি ক্রেস্ট ও ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা করে নগদ সম্মানী প্রদান করা হয় এবং অটিজমে অবদান রাখা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ১টি করে সম্মাননা পত্র ও ১টি করে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০১৯

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৯ অনুষ্ঠানে
চিত্রাঙ্গন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ করছেন সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী

উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের হাতে ক্রেস্ট ও সম্মাননা তুলে দেন।

ট্রাস্ট কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম ঃ

- এনডিডি বিষয়ে ব্যাপক প্রচার।
- এনডিডি ব্যক্তিদের কর্মমূখী প্রশিক্ষণ।
- বিশেষ স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- এনডিডি ব্যক্তিদের সহায়ক উপকরণ বিতরণ।
- বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন।
- ই-হেলথ সার্ভিস চালু করণ।
- প্রতিবন্ধীতা সম্পর্কিত সমন্বিতবিশেষশিক্ষানীতিমালা-২০১৯ মোতাবেক স্থাপিত বিশেষ বিদ্যালয় সমূহের মনিটরিং।

১২তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০১৯-এ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

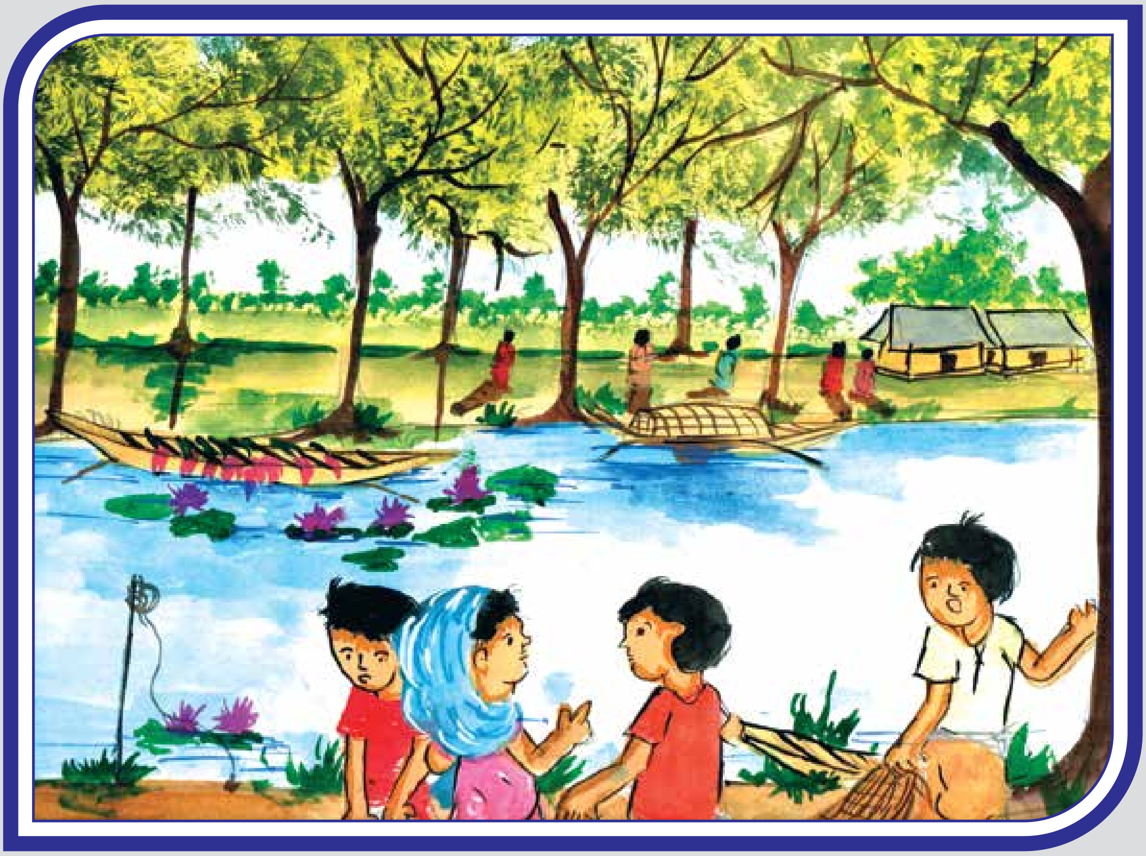

প্রতিবন্ধী শিশুর আঁকা ছবি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

www.msw.gov.bd